উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮০,২১৮.৩৭ (+১০০৫.৮৪)

নিফটি : ২৪,৩২৮.৫০ (+২৮৯.১৫)

মর্মাহত ওমর

পহলগামে জঙ্গি হামলায় প্রাণ গিয়েছে পর্যটকদের। তাঁদের বাঁচাতে না পারায় এবার আক্ষেপ ঝরে পড়ল জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার গলায়। » ১১

রাফাল কিনতে চুক্তি

বায়ুসেনার পর এবার রাফাল যুদ্ধবিমান পেতে চলেছে ভারতীয় নৌসেনা। সোমবার ২৬টি রাফাল-এম কিনতে ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি করেছে কেন্দ্র। » ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩১°	২১°	৩০°	২১°	৩০°	২২°	২৯°	২০°

লন্ডনের শো বাতিল সলমনের » ১০

১৫ বৈশাখ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 29 April 2025 Tuesday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 339

১৪ বছর ৩২ দিন বয়সে শতরান। আইপিএলে নজির রাজস্থান রয়্যালসের বৈভব সূর্যবংশীর। জয়পুরে সোমবার।

...তবে পরমাণু বোমা

যুদ্ধের জন্য তৈরি পাক • বৈঠকে মোদি-রাজনাথ

ইসলামাবাদ ও নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : আরও খাদের কিনারে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক। পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফের সোমবারের চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তিতে স্পষ্ট, যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে পাকিস্তান। প্রয়োজনে পরমাণু অস্ত্রও ব্যবহার করা হবে। ভারতের আক্রমণের সম্ভাবনা দেখছেন তিনি।

সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে আসিফ বলেছেন, 'কিছু যে একটা হবে, তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আমরা স্ট্র্যাটেজিগত কারণেই সেনাদের সংখ্যা বাড়িয়েছি সীমান্তে। আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হলে নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহার করব।'

পাকিস্তানে যখন এই পরিস্থিতি, তখন ভারতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর বাড়িতে দেখা করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। রাজনাথ আগের দিন আলোচনা করেছিলেন সেনাপ্রধান অনিল চৌহানের সঙ্গে। সেই রিপোর্ট নিয়েই মোদি-রাজনাথ কথা হয়। যে বৈঠকে হাজির ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালও।

ভারত ও পাকিস্তানে যখন এমন সাজোসাজো রব, সে সময় আসরে নেমেছে চিন ও আমেরিকা। চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং পাক বিদেশমন্ত্রী ইশাক দারকে সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র গুও জিয়াকুন পাকিস্তান ও ভারত দুটো দেশকেই সংযত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন সোমবার।

মা রামসা ভারতীয়। তাঁর তিন সন্তান আবার পাকিস্তানি। দুই দেশের সিদ্ধান্তে আলাদা থাকতে হবে তাঁদের। আর তাই চোখেমুখে একরাশ হতাশা ও উদ্বেগ। সোমবার ওয়াঘা সীমান্তে। -এএফপি

পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য তারা উদ্যোগ নিতে রাজি। আমেরিকা আবার বলেছে, সন্ত্রাস দমনে তারা ভারতের পাশে থাকবে।

এদিকে, রবিবার আচমকাই ইসলামাবাদ ছেড়ে লাহোরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। সোজা হাজির হন দাদা তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের বাড়িতে। দুই ভাই দীর্ঘ বৈঠক করেন। ঘটনাচক্রে তারপর থেকে পাকিস্তান সরকারের তরফে কোনও ভারতবিরোধী বক্তব্য সামনে আসেনি। এদিকে, এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনির সপরিবার দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন বলে জানিয়েছে একাধিক সংবাদমাধ্যম। কেউ কেউ আবার দাবি করেছে, রাওয়ালপিন্ডির একটি সুরক্ষিত বাংকারে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। সোমবার পর্যন্ত জেনারেল মুনিরকে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। তাঁর অবস্থান নিয়ে নীরব পাক সেনাবাহিনী।

পাকিস্তানের সংবাদ সংস্থা 'দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন' দাবি করেছে, ভারতের সঙ্গে সংঘাতের পরিণতি সম্পর্কে শাহবাজকে সতর্ক করেছেন নওয়াজ। কূটনৈতিকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা না গেলে পাকিস্তানের সামরিক ও আর্থিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন তিনি। শাহবাজ বা পাকিস্তান সরকারের অন্য মন্ত্রীরা যাতে ভারতের বিরুদ্ধে নতুন করে কোনও মন্তব্য না করেন নওয়াজ সেই পরামর্শও দিয়েছেন বলে সংবাদমাধ্যমটি দাবি করেছে।

এরপর বারোর পাতায়

বাড়ছে উত্তাপ

- ভারত যে কোনও সময় কিছু একটা করতে পারে বলে আতঙ্কিত পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী
- অস্তিত্ব বিপন্ন হলে নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহারের কথা খোয়াজা আসিফের মুখে
- এমন আবহে পাক সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরকে নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছে
- পাকিস্তানকে সমর্থনের আশ্বাস চিনের বিদেশমন্ত্রীর
- সন্ত্রাস দমনে ভারতের পাশে থাকার বার্তা আমেরিকার
- সোমবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং
- বৈঠকে হাজির ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল
- দুই দেশের গতিবিধিতেই যুদ্ধ নিয়ে চর্চা বাড়ছে

কথায় কথায়

ইতিহাস পালটে দিতে মরিয়া বিজেপি

আশিস ঘোষ

গোড়ার দিকে ছিলেন জওহরলাল নেহরু। যেখানে যত গোলমাল সেখানেই নেহরুর দোষ। যত দোষ সব নেহরু। তা সে অর্থনীতি হোক কিংবা বিদেশনীতি, কৃষি হোক বা শিল্প সবেতেই নেহরু। তিনিই যত নষ্টের গোড়া। কয়েক বছর এভাবে কাটিয়ে যখন ঠাহর হল দেখতে দেখতে রাজত্বের এক দশক পেরিয়ে গিয়েছে, লোকে আস্তেধীরে তাদের দিকেও আঙুল তুলছে, তখন আরও পিছনের দিকে এগিয়ে সোজা মোগল আমলে পৌঁছে গিয়েছে বিজেপি।

এখন তাদের চাঁদমারিতে ঔরঙ্গজেব। মাঝের আড়াইশো বছরের ইংরেজ আমল বেমালুম টপকে মোগল আমলের সঙ্গে লড়াই। এটা বেশ নাগপুরের সিলেবাসের সঙ্গে মিলে যায়। মোগল শাসকরা মুসলমান। তারা অত্যাচারী। অতএব ইতিহাসের পাঠ্য থেকে তো বটেই, লোকের স্মৃতি থেকেই মুছে দাও। চার-পাঁচশো বছর আগেকার চরিত্র নিয়ে হল্লা পাকিয়ে এখনকার সমস্যা থেকে নজর ঘুরিয়ে দাও। আর সংখ্যালঘুদের ভয় পাইয়ে দাও।

তৃতীয়বার গদিতে বসে বিজেপি পুরোপুরি মন দিয়েছে হিন্দুত্বে।

এরপর বারোর পাতায়

দখলদারই নাকি মালিক

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড ও জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন জেলায় সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের জমি দখল নিয়ে সমীক্ষা করেছে। জেলা প্রশাসনের সেই সমীক্ষাতেই উঠে এসেছে জমি দখল করে জলপাইগুড়ি শহরের বেগুনটারি মোড়ের এক বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স নির্মাণের কথা। সেই নির্মাণ রয়েছে ১১.০৫ একর জমির ওপর। এদিকে, বেগুনটারির সেই বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সের মালিক অশোক জিন্দালের সাফ কথা, 'এই জমির মালিক তো আমি নিজেই। ওয়াকফের সম্পত্তি বলে কোনও কথা আমার জানা নেই।'

বাস্তব ছবিটা কিন্তু এটাই। দখলদারির বিষয়টি মানতে রাজিই নয় কেউ। জলপাইগুড়ির সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের জমি দখল করে বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স থেকে খেলার মাঠ, সরকারি সাহায্যপুষ্ট উচ্চতর বিদ্যালয়, চা বাগান, চাষাবাদের জমি থেকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সবই রয়েছে। আর দখলদারদের সকলেরই দাবি, জমি তাদের মালিকানাধীন।

রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড থেকে সোনাউল্লার সার্বিক জমির উপর সমীক্ষা রিপোর্ট ২০২২ সালে প্রকাশ করা হয়। আর তার আগে ২০০৮ সালে জলপাইগুড়ি জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর শুধু জলপাইগুড়ি শহরে সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের ১১.৩৭ একর দখল হয়ে যাওয়া জমি নিয়ে সমীক্ষা করেছিল। ২০১৭ সালে সেই জমির সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করে তারা।

সরকারি সমীক্ষায় যা-ই বলা হোক না কেন, নির্মাণকারীরা তো কিছুতেই অভিযোগ মানছেন না।

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

ওয়াকফ এস্টেটের জমি যাঁরা দখল করেছেন, তাঁদের আত্মবিশ্বাস কিন্তু তুঙ্গে। এদিকে, প্রশাসনের সমীক্ষা তো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে কোথায় কতখানি জমিতে দখলদারদের রামরাজত্ব। খোঁজ নিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

আজ দ্বিতীয় কিস্তি

শহরের ওল্ড পুলিশ লাইনে মিলন সংঘের মাঠ সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের জমি। খেলাধুলো থেকে নানা রাজনৈতিক কর্মসূচি এই মাঠেই করা হয়। মিলন সংঘ ক্লাবের কর্মকর্তা সত্যব্রত দে জানালেন,

এরপর বারোর পাতায়

এডিশন স্পেশাল

জয় শ্রীরামের জবাব 'জয় জগন্নাথ'

» *সাতের পাতায়*

উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ ৭ মে

» *সাতের পাতায়*

ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি তিন ব্লকে

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২৮ এপ্রিল : কয়েক মিনিটের ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হল ক্রান্তি ব্লকে। পাশাপাশি ময়নাগুড়ি ও রাজগঞ্জ ব্লকেও বিক্ষিপ্তভাবে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ঝড়ে। ক্রান্তি ব্লকের মৌলানি, লাটাগুড়ি এবং চাঁপাডাঙ্গা- এই তিন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঝড়ে প্রায় একশোটির বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া ভুট্টা ও সবজিখেতেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দেড় কোটি টাকা বলে ক্রান্তি ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর। তিন ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে গাছ পড়ে বহু বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে গিয়েছে। যার জেরে বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়ে গোটা এলাকা। বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রে খবর, জেলায় ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজ করে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। জলপাইগুড়ি বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির রিজিওনাল ম্যানেজার গোবিন্দ তালুকদার বলেন, 'জেলায় ক্ষতির পরিমাণ ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ টাকা। বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা পরিষেবা স্বাভাবিক করতে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজ চালাচ্ছেন।'

রবিবার রাত আড়াইটা নাগাদ ব্যাপক ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। ঝড়ে ক্রান্তি ব্লকের মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতে সবথেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের আদাবাড়ি চক, মৌলানি, ঝাড়মাটিয়ালি, দক্ষিণ মাটিয়ালি ও মাস্টারপাড়া মিলে প্রায় ৮০টির ওপর ঘর ভেঙেছে। ঝড়ে কোথাও গাছ পড়ে গিয়েছে আবার কোথাও ঘরের টিন উড়ে গিয়েছে ওই ঝড়ে। ঝাড়মাটিয়ালিতে মদনমোহন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বারান্দার চাল উড়ে যায়। মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাস্টারপাড়ার স্থানীয় বাসিন্দা পেশায় টোটোচালক সঞ্জয় রায় বলেন, 'ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ করে ঘরের ওপর একটি বড় গাছ ভেঙে পড়ে। কোনওক্রমে ঘর থেকে পালিয়ে বাঁচি।' মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে গোলিন্দ্রনাথ হাইস্কুল যাওয়ার রাস্তায় একাধিক গাছ পড়ে ওই পথে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। লাটাগুড়ি, চাঁপাডাঙ্গায় কমপক্ষে কুড়িটির ওপর ঘর ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ কণিকা রায় বলেন, 'প্রায় ১৫ হেক্টর জমির ভুট্টা ও

এরপর বারোর পাতায়

আর মাত্র ৫ বছর। তার মধ্যেই চিকিৎসাবিজ্ঞানে অভূতপূর্ব পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন টেসলা কর্তা এলন মাস্ক। তাঁর দাবি, অদূরভবিষ্যতে মানব সার্জনদের পেছনে ফেলবে রোবট-সার্জন।

শুধু রোবট-সার্জনে ভরসা নেই ডাক্তারদের

উত্তরের চর্চায় এলন মাস্কের দাবি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : ২০১৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত মার্কিন সিনেমা 'এলিসিয়াম'-এ গুরুতর অসুস্থ একজনকে কয়েক সেকেন্ডে সুস্থ করে তুলেছিল একটি রোবোটিক মেশিন। আচ্ছা, বিষয়টিকে আরও একটু সহজ করে তোলা যাক। রজনীকান্ত ও ঐশ্বর্য রাই বচ্চন অভিনীত সিনেমা 'রোবট'-এর একটি দৃশ্য মনে পড়ে? যেখানে ঐশ্বর্যের দিদিকে ভর্তি করা হয়েছিল নার্সিংহোমে। চিকিৎসকরা জটিল শারীরিক সমস্যার কারণে নিরাপদ প্রসবের হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন সিনেমার চিত্রনাট্য অনুযায়ী, চিট্টি (রোবট চরিত্রে রজনীকান্ত) অসম্ভবকে সম্ভব করে। সুস্থভাবে পৃথিবীর আলো দেখে শিশুটি।

পর্দার বৈজ্ঞানিক আশ্চর্য কি এবার বাস্তবের মাটিতে দেখা যাবে? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি প্রশ্নাতীত। কিন্তু রোবটের মানব সার্জনদের ছাপিয়ে যাওয়া নিয়ে টেসলার কর্ণধারের মন্তব্যকে ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে নতুনভাবে। এক্স হ্যান্ডেলে এলন মাস্ক দাবি করেছেন, 'কয়েক বছরের মধ্যে ভালো মানব সার্জনদের এবং

আগামী পাঁচ বছরে সেরাদের পেছনে ফেলবে রোবট।' এমনকি আগামীতে গোটা বিশ্বে স্বাস্থ্য পরিষেবায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)-এর সাফল্য চোখধাঁধানো হতে চলেছে বলেও দাবি তাঁর।

ধরুন আপনাকে ওটিতে (অপারেশন থিয়েটার) নিয়ে যাওয়া হল। দেখলেন, ভেতরে আপনার পরিচিত সার্জন তো দূর, একজন চিকিৎসকও নেই সেখানে। রয়েছে রোবট এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি। সেগুলোই আপনার অপারেশন করবে। কেমন অনুভূতি হবে? নেটদুনিয়ায় এসব নিয়ে চর্চা চলছে জোরদার।

এরপর বারোর পাতায়

সিগন্যাল ও টেলিকম কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৫, তারিখ : ২৫-০৪-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, কাজের নাম : সিঙ্গাবাদ স্টেশনে ছোট সিএসএল লাইনগুলিকে সম্পূর্ণ সিএসএল-তে সম্প্রসারণের জন্য সিগন্যাল ও টেলিকমের কাজ। টেন্ডার মূল্য : ৮২,২৪,৭৯১.৩৬/- টাকা; বায়না মূল্য : ১,৬৪,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহসম্পূর্ণ তথ্য ১৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

e-Tender Notice
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT No : BANARHAT/EO/NIT-009/2024-25** Last date of online bid submission **05.05.25 Hrs 06:00 PM.** For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

কর্মখালি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ চাইছে

শিলিগুড়ি অফিসের জন্য সাব-এডিটর এবং ডিটিপি অপারেটর

সাব-এডিটর

ন্যূনতম যোগ্যতা : স্নাতক। বর্তমান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে সচেতন, সাবলীল বাংলা লেখার দক্ষতা, ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করার ক্ষমতা, কম্পিউটারে পারদর্শিতা। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়। অনভিজ্ঞ প্রার্থীদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। কর্মদক্ষ অবসরপ্রাপ্তরাও আবেদন করতে পারেন।

ডিটিপি অপারেটর

ইনডিজাইনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। ফোটোশপ এবং কোরেল ড্র জানা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।

উভয় ক্ষেত্রে কর্মস্থল : শিলিগুড়ি
কাজের সময় : বিকেল তিনটে থেকে রাত এগারোটা।

যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ৬ মে, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

পাহাড়ে তুষারপাত, সমতলে ঝড়-বৃষ্টি

তাপমাত্রার পতনে স্বস্তি

সানি সরকার ও শুভজিৎ দত্ত

শিলিগুড়ি ও নাগরাকাটা, ২৮ এপ্রিল : বৃষ্টির সঙ্গে পাহাড়চূড়ায় তুষারপাত। সমতলে বজ্রপাত সহ বৃষ্টি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পালটে দিল উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া। এক ধাক্কায় অস্বাভাবিক পারদ পতনে গ্রীষ্মকালীন পরিস্থিতি উধাও। কিছুটা বর্ষা, কিছুটা শীতের আবহ। যা অব্যাহত থাকবে আগামী ৪৮ ঘণ্টা। পরবর্তী সময়ে যে বৃষ্টির দেখা মিলবে না, তা নয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধি হলেই, বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টি হয়ে বৃষ্টি চলবে লাগাতার, উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই। ঘটবে পারদ পতনও। উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশে বাতাসের উপরিভাগে ঘূর্ণাবর্ত তো রয়েইছে, তার মধ্যে পশ্চিমী হাওয়ার প্রভাবে বাতাসের উপরিভাগে নিম্নচাপ অক্ষরেখা তৈরি হওয়ায় এমন পরিস্থিতি। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'মূলত নিম্নচাপ অক্ষরেখার প্রভাবেই উত্তরবঙ্গে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আগামী দু'দিন হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হবে। সঙ্গে থাকবে ঝোড়ো হাওয়া। কিছুটা বৃষ্টি পাবে মালদা এবং দুই দিনাজপুরও।'

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস ছিল, সতর্কতা জারি করেছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। কিন্তু কালবৈশাখীর তাণ্ডব যে এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে সেই আন্দাজ ছিল না কারও কাছে। তথ্য বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় জলপাইগুড়ি জেলার রামসাইয়ে ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৫৭ কিলোমিটার এবং কিছুটা কমে কোচবিহারের দিনহাটায় তা ছিল ঘণ্টায় ৫৪ কিলোমিটার। দেখা গিয়েছে সাধারণ ঝড় পাহাড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু রবিবার রাতে কালিম্পং পাহাড়েও তীব্র গতিতে (ঘণ্টার ৪১ কিলোমিটার) হাওয়া বয়ে গিয়েছে।

নগরাকাটা থেকে ভুটান পাহাড়ে তুষারপাতের মনোরম দৃশ্য। -সংবাদচিত্র

ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত সহ বৃষ্টি কার্যত নতুন করে পাহাড়ে ফিরিয়ে এনেছে শীতের দিনগুলি। যে কারণে গ্রীষ্মেও তুষারকণা আছড়ে পড়েছে দার্জিলিংয়ের সান্দাকফুতে। হালকা তুষারপাত হয়েছে ফালুট সহ বিস্তীর্ণ এলাকায়। রবিবারের পর সোমবারও তুষারপাত হয়েছে উত্তর সিকিমের থাংগু, পূর্ব সিকিমের ছাঙ্গু, নাথু লা সহ বেশ কয়েকটি জায়গায়। স্বাভাবিকভাবে এমন আবহাওয়ায় খুশি পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকরা। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই বাদ সেধেছে বৃষ্টি। সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত দার্জিলিংয়ে ২৯.৮, কালিম্পংয়ে ২৬.০, গ্যাংটকে ৪২.৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। তবে তুষারপাত বা বৃষ্টির জন্য এদিন সিকিমের কোথাও যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়নি। গত বৃহস্পতিবারের প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত উত্তর সিকিমে ৩০ এপ্রিল থেকে পারমিট মিলতে পারে বলে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে লাচুংয়ে পর্যটক প্রবেশে অনুমতি দেওয়া হলেও লাচেনে যথারীতি থাকবে নিষেধাজ্ঞা।

ঝোড়ো হাওয়া এবং বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির হাত ধরে তাপমাত্রার পতন ঘটেছে সমতলেও। রবিবার মাঝরাত থেকেই পালটে যেতে থাকে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া। এই গ্রীষ্মেও কোচবিহারে ৪০.০, জলপাইগুড়িতে ৩৮.৮ এবং শিলিগুড়িতে ২৮.৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। মাঝরাতে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যে, আবহাওয়া দপ্তরের তরফে এই তিন জেলার ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে লাল সতর্কতা জারি করা হয়। রবিবারের বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে সোমবারও। চলবে অন্তত আরও দু'দিন। ফলে, ততদিন অন্তত গরমের হাঁসফাঁস থেকে রক্ষা।

অন্যদিকে, তাপমাত্রা কমে বরফে ঢাকল লাগোয়া ভুটান পাহাড়ের চূড়া। সোমবার দিনের তাপমাত্রা একধাক্কায় ৫-৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমল। ফলে ভরা বৈশাখে এমন অপ্রত্যাশিত শীতের আমেজকে সঙ্গী করে তুষারস্নাত পাহাড় দেখতে ডুয়ার্স ভ্রমণে আসা পর্যটকরা নাগরাকাটার জলঢাকার তীরে ভিড় জমালেন। ওই স্থানটি ডুয়ার্সের অন্যতম ভিউপয়েন্ট। এমনকি এদিন উত্তর ২৪ পরগনার খড়দা থেকে ডুয়ার্সে বেড়াতে আসা গণেশচন্দ্র সর্দারের কথায়, 'এ এক অসাধারণ উপলব্ধি। পাহাড়ের মাথায় তাজা বরফ।'

লেপার্ড ক্যাটের শাবক উদ্ধার

গয়েরকাটা, ২৮ এপ্রিল : গয়েরকাটার সমাজপাড়ার বাসিন্দা মহম্মদ ইদুর বাড়ি থেকে রবিবার রাতে উদ্ধার করা হয় একটি লেপার্ড ক্যাটের শাবক। প্রাণীটিকে প্রথমে চিতাবাঘের শাবক ভেবে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পরে বন দপ্তরের বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডে খবর দেওয়া হয়। বনকর্মীরা এসে প্রাণীটিকে উদ্ধার করে জঙ্গলে ছেড়ে দেন। বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ বলেন, 'উদ্ধার হওয়া প্রাণীটি লেপার্ড ক্যাট প্রজাতির।'

উদ্ধার হওয়া লেপার্ড ক্যাটের শাবক।

ABRIDGE e-N.I.T. NOTICE

e-N.I.T. Memo No. 1703/KCK-IIIP SI No-01 to 07 Dated-28.04.2025, invited by the B.D.O, Kaliachak-III Dev. Block from Bonafide bidder. Last date of application on 12.05.2025 upto 17:30 pm. Details are available in the office notice board & https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/-
Block Development Officer
Kaliachak -III Development Block
Baishnabnagar, Malda

কর্মখালি

আশিঘর নরেশমোড়ে ডিস্ট্রিবিউটার ফার্মে শপ টু শপ সেলসম্যান ও ডেলিভারি বয় প্রয়োজন। এবং পিয়াজিও টাটা এসি চালানোর জন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভার প্রয়োজন। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। শিলিগুড়ি লোকাল হতে হবে। M : 9641075640, 9563622025. (C/116235)

●

ইসলামপুর, জলপাইগুড়িতে সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন 12,500/-, PF+ESI, থাকা ফ্রী, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। ডাইরেক্ট জয়েনিং। M : 9775539686

●

সিকিউরিটি গার্ডে কাজের জন্য লোক চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়ার সুবিধা ও অন্যান্য সুব্যবস্থা আছে। M-7863977242

●

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়্যার দোকানের জন্য স্থানীয় H.S. পাশ কর্মঠ স্টাফ চাই। M-9641618231

e-Tender Notice

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.Q No :- 1) WBMAD/JM/CH/eNIQ-13/2025-26 Memo No.211/JM Dated : 21/04/2025 (Tender ID : 2025_MAD_837125-1)
Last date of bidding (Online) dated : 08/05/2025 at 6.55 P.M.
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.

Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭০০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

LEGAL NOTICE

Notice is hereby given to all concern that my client Smt. Pushpa Sharma Nepal, wife of Sri Ghanashyam Sharma Nepal desirous to sale her landed property measuring 3 Katha 8 Chhataks in Plot Nos. 687, 688 & 689 (R.S.), 3260 & 3263 (L.R.), Khatian No. 467 (R.S.), 7253 (L.R.), Mouza Siliguri (R.S.), Siliguri Uttar Paschim (L.R.), J.L. No. 110 (R.S.), 89 (L.R.), Ward No. 2 under Siliguri Municipal Corporation, within the jurisdiction of Police Station Siliguri now Pradhan Nagar, in the District of Darjeeling, Pin -734003 and my client has lost or misplaced her Original Title Deed being Deed No. I 2338 for the year 1995 and she lodge a General Diary before the Pradhan Nagar Police Station vide G.D. Entry No. 1139 dated 19-03-2025 by declaring the said fact. If any persons, bank or financial institution having any claim/objection over the aforesaid property may contact the undersigned within 7 (seven) days from the date of publication of this notice and on failure thereof, the property will be treated as free from all encumbrances

Tapash Nandi (Advocate),Siliguri
(M):- 94341- 51274

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রা শুরু করা এলএইচবি রেক সমন্বিত ১৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৫টি আরএসএলআর-এর পার্সেল স্পেস লিজে দেওয়ার জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা এলএইচবি রেক সমন্বিত ১৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৫টি আরএসএলআর-এর জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ই-অকশন আহ্বান করছেন। এলএইচবি রেকের আরএসএলআর সমূহ লিজে দেওয়ার জন্য চুক্তির বিশেষ শর্তাবলী সহ বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সমন্বিত অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। বর্তমান ই-অকশনের জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে মার্চেন্টদের এককালীন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। মার্চেন্টদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচারের প্রয়োজন আছে। অকশন ক্যাটালগের বিবরণঃ অকশন ক্যাটালগ নং : পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল-২৫-৫এ। পার্সেল স্পেস : এলএইচবি রেক সমন্বিত ১৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৫টি আরএসএলআর। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ০৮.০৫.২০২৫ দুপুর ১টা। (HWH-49/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজ টিভিতে

শুভলক্ষ্মীকে ঘিরে পূর্বস্মৃতি কি সত্যিই মনে পড়ল আদৃতের?
গৃহপ্রবেশ ধুন্ধুমার ৩ দিন রাত ৮.৩০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ চাঁদের পাহাড়, দুপুর ১.৩০ সন্তান, বিকেল ৪.১৫ দুরন্ত প্রেম, সন্ধে ৭.১৫ তুমি আসবে বলে, রাত ৯.৩০ জামাইবাবু জিন্দাবাদ
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ রূপবান, দুপুর ২.৩০ গীত সংগীত, বিকেল ৫.৩০ মেজবউ, রাত ১০.০০ বাবা কেন চাকর, ১.০০ বসু পরিবার
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ ফিরিয়ে দাও, ১০.০০ অগ্নিপরীক্ষা, দুপুর ১.০০ বড়বউ, বিকেল ৪.১৫ ভিলেন, সন্ধে ৭.১৫ সেদিন দেখা হয়েছিল, রাত ১০.১৫ শিবাজি, ১.০০ ফাইট ১:১
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আমি যে তোমারই
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্ত্রীর মর্যাদা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম বিভ্রাট
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৫৭ ভীমা, বিকেল ৩.০১ মেই, ৫.০৯ মর্দ, রাত ৮.৩০ অ্যাকশন রাউডি, ১১.০৯ ডেয়ারিং পুলিশওয়ালা
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা ১১.০৯ রুস্তম, দুপুর ২.১০ গঙ্গাজল, বিকেল ৫.১৫ কোয়লা, রাত ৮.০০ করণ অর্জুন, ১১.৩৩ আজ কা শরিফজাদা
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.০৫ রমন রাঘব ২.০, ২.১৪ মাডগাঁও এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.৪৩ নীল বট্টে সন্নাটা, সন্ধে ৬.২৮ জনহিত মে জারি, রাত ৯.০০ দোবারা, ১১.১৬ উঁচাই
এমএনএক্স : দুপুর ১.২৮ মিট দ্য স্পারট্যান্স, ২.৪৩ সাউথ প', বিকেল ৪.৪১ দ্য ডার্কেস্ট আওয়ার, সন্ধে ৬.০৮ মডার্ন টাইমস, ৭.৩৬ ওয়াইল্ড কাউ, রাত ১০.৫৫ সাংহাই নাইটস।

সন্তান দুপুর ১.৩০ **জলসা মুভিজ**

কোয়লা বিকেল ৫.১৫
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি

জঙ্গল প্ল্যানেট সন্ধে ৭.০০ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট**

তিস্তা-করলার ড্রেজিং ব্রাত্যই

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : আসন্ন বর্ষার আগে তিস্তা ও করলা নদীর ড্রেজিং নিয়ে কোনও সাড়াশব্দ করল না সেচ দপ্তর। এমনকি সোমবার সেচ দপ্তরের বৈঠকেও এবিষয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। এদিন সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির সেচ বিভাগকে নিয়ে জলপাইগুড়ির সেচ নিবাসে জরুরি রিভিউ বৈঠক ডাকেন। সেখানে বর্ষার আগে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজগুলি কী অবস্থায় রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। তবে বৈঠকে তিস্তা বা করলা নদীর ড্রেজিং নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। কৃষ্ণেন্দু বলেন, 'তিস্তা নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য একাধিক বড় প্রকল্পের কাজ করা হচ্ছে। তবে তিস্তার ড্রেজিংয়ের বিষয়টি রাজ্য সরাসরি দেখছে। এছাড়া করলা নদীর খননের দায়িত্ব আমাদের উপর নেই।'

তিস্তা নদীবক্ষের অনেক এলাকাই ২০২৩ সালের সিকিমের লেক বিপর্যয়ের পর বালির চড়া পড়ে অগভীর হয়ে ওঠে। প্রথমে সেচ দপ্তর ৫৬৫ কোটি টাকার ডিপিআর বানিয়ে নিজেরাই ড্রেজিং করবে বলে ঠিক করেছিল। কিন্তু পরে রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানিয়েছিলেন, তিস্তার বালি তোলার কাজটি তাঁরা বিনা খরচে রাজ্যের খনিজ উন্নয়ন নিগমের মাধ্যমে করবেন। যদিও পরবর্তীতে কোনও তৎপরতা দেখা যায়নি। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি শহরের করলা নদীর ড্রেজিং প্রথমে সেচ দপ্তর করবে বলে ঠিক হয়েছিল। পরে মন্ত্রী ও সেচ দপ্তরের সচিব জেলা প্রশাসনকেই সেই দায়িত্ব দেন। কিন্তু তাও হয়নি। ফলে বর্ষায় তিস্তা ও করলা নদীর আশপাশের অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।।

এদিনের বৈঠকে দুই সেচ বিভাগের জুনিয়ার ও সহকারী ইঞ্জিনিয়ার থেকে মহকুমা এবং কার্যনির্বাহী সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে তিস্তা, মহানন্দা, পঞ্চনই, জলঢাকার মতো নদীর উপর বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজের অগ্রগতির রিভিউ করা হয়েছে। কৃষ্ণেন্দু আরও জানান, আগামী মে মাসের মধ্যে এই দুই সেচ বিভাগের অধীনে ১০৮ কোটি টাকার ৬৭টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার সেচ বিভাগের অধীন বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের কাজগুলি রিভিউ করা হবে।

জীবনকৃষ্ণের বাড়িতে পাখিরা অন্য জীবনে

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৮ এপ্রিল : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর 'ধনধান্য পুষ্প ভরা' গানের এক জায়গায় লিখেছিলেন, 'তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখির ডাকে জেগে'। কিন্তু বর্তমান সময়ে নগরায়ণের কারণে যখন গাছ কিংবা জলাশয়ের সংখ্যা দিনের পর দিন কমেই চলেছে, তখন এর বাস্তবায়ন আদৌ কতটা সম্ভবপর সেটা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। কিন্তু এরকম এক বাড়ি রয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার পররপার গ্রাম পঞ্চায়েতের চাপাতলি গ্রামে, যেখানে ভোরবেলা ঘুম ভাঙে অ্যাবটস ব্যাবলার, পাফ থ্রোটেড ব্যাবলারের মতো পাখিদের গানে। যেই বাড়ির বাগানে সারাদিন খেলে বেড়ায় ময়না, টিয়া, কোকিল, শালিক ছাড়াও কয়েক প্রজাতির বুলবুল ও পাপিয়া এবং তিনরকমের প্যাঁচা। অনেকেই মনে করেন, এই বাড়ির মালিকের নাম জীবনকৃষ্ণ হতে পারে কিন্তু এখানকার প্রকৃত বাসিন্দা পাখিরাই।

পাখিপ্রেমী জীবনকৃষ্ণ রায় তাঁর বাড়ির সখের বাগানে।

পাখিপ্রেমী জীবনকৃষ্ণ রায় বাড়িতে প্রায় দেড়শো রকমের গাছ লাগিয়েছেন যাতে সেখানে পাখিরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারে। ফলাফল, সারাবছর ওই বাড়ির বাগানে কমবেশি প্রায় ৯০ রকমের পাখির দেখা মেলে। বছর ৬৫-র জীবনকৃষ্ণ কর্মজীবনে চাকরি করতেন সেরিকালচার বিভাগে। যদিও গাছ লাগানোর শখ সেই স্কুলজীবন থেকে। তাঁর কথায়, 'মা ছোটবেলায় গ্রামের বিভিন্ন পাখিদের চিনিয়েছিলেন। সেই থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে পাখি এবং প্রকৃতির প্রতি এক অন্যরকম ভালোবাসা তৈরি হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতিকে বাঁচাতে হলে গাছ ও পাখিদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তাই আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা।' গাছ লাগানো ছাড়াও একাধিক সুউচ্চ পর্বত শিখরে আরোহণ করেছেন। কয়েকশো প্রকৃতি পাঠ শিবিরে অংশ নিয়ে নতুন প্রজন্মকে প্রকৃতিকে ভালোবাসার পাঠ দিয়েছেন।

এখনও সময় পেলেই নিজের গ্রামের ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রতি সপ্তাহে একদিন করে পাখি চিহ্নিতকরণ চলে। ইতিমধ্যেই গ্রামে প্রায় ১২৬ প্রজাতির পাখি চিহ্নিত হয়েছে। তাদের নাম, তালিকা ও বৈশিষ্ট্য রেকর্ড করে রাখা হয়েছে। তাদের বেশিরভাগের ঠিকানা অবশ্য জীবনকৃষ্ণেরই বাড়ি। তাঁর থেকেই জানা গেল, বাড়ির তিন বিঘা জমিতে প্রায় ৮০ রকমের ফুল গাছ, ৭০ রকমের ফল ও বড় গাছ, ২০ প্রজাতির ঔষধি ও ১০ রকমের লতাগুল্ম এবং কয়েক প্রজাতির ঘাস রয়েছে। আর এই ফুল ও ফলের টানেই বাড়িতে পাখিরা তো বটেই সেইসঙ্গে প্রজাপতি, মৌমাছিরও আনাগোনা লেগেই রয়েছে।

উত্তমের মডেল এবার মুম্বইয়ে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : সেবক-রংপো রেলপ্রকল্প থেকে দিবাং হাইড্রো পাওয়ার প্রোজেক্টের পর শিলিগুড়ির উত্তম দাসের কাঁধে মুম্বইয়ের সাইডুঙ্গায় একটি পিএসপি প্রোজেক্টের মডেল তৈরির ভার। গান্ধি সাগর পিএসপি প্রোজেক্টের মডেলও তাঁর হাতে তৈরি। মুম্বইয়ের প্রকল্পটির থেকে তিন হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবারই তাঁর তৈরি মডেল পৌঁছে যাচ্ছে মুম্বইয়ের প্রকল্প এলাকায়। জানা গিয়েছে, একটি প্রদর্শনীতে তাঁর তৈরি মডেল দেখে গুজরাটের একটি সংস্থা যোগাযোগ করে। তারাই সাইডুঙ্গায় বিদ্যুৎ তৈরির প্রকল্পটি গড়ে তুলবে।

তাঁর মডেলে সাইডুঙ্গায় পাহাড়ের ওপরে একটি রিজার্ভার তৈরি করে সেখান থেকে জল নীচের রিজার্ভারে নিয়ে আসা এবং ছেড়ে দিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন, পাম্পের মাধ্যমে ওপরের রিজার্ভারে জল পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টিও থাকবে। উত্তমের বক্তব্য, 'আমি কাজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছি। সেইমতোই কাজ করেছি। কাজ দেখে সংস্থার কর্মকর্তারাও ভীষণ খুশি।'

স্মার্ট বাজারের পয়সা উশুল সেল

নিউজ ব্যুরো

২৮ এপ্রিল : অবশেষে অপেক্ষার অবসান। 'ফুল পয়সা উশুল সেল' নিয়ে চলে এসেছে স্মার্ট বাজার। আগামী ৩০ এপ্রিল থেকে ৪ মে পর্যন্ত দেশের ৯৩০-এরও বেশি দোকানে এই সেল চলবে। গৃহস্থালির সরঞ্জাম থেকে শুরু করে জামাকাপড়ের ওপর রয়েছে দারুণ সব অফার। রিলায়েন্স রিটেইলের সিইও দামোদর মল বলেন, 'আমার সবাই সেল পছন্দ করি। স্মার্ট বাজারের এই সেল সকলের ক্যালেন্ডারে রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য ক্রেতারা এখান থেকে মুখে হাসি নিয়ে ফিরবে।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও কারণে মেজাজ হারিয়ে সম্পর্ক নষ্ট করবেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। **বৃষ :** নতুন বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ পেতে পারেন। পাওনা আদায় হবে। **মিথুন :** অফিসে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। বাড়িতে পুজোর আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন। **কর্কট :** আগুন ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। পথে বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। **সিংহ :** সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। **কন্যা :** ব্যবসায় বাড়তি লাভ হবে। অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকুন। **তুলা :** শরীর খারাপ হতে পারে। মায়ের পরামর্শে পরিবারিক সমস্যা মিটবে। **বৃশ্চিক :** পাওনা আদায়ে জোরাজুরি করবেন না। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে তৃপ্তি। **ধনু :** নতুন কাজের সুযোগ আসবে। খেলার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ভালো সুযোগ পাবেন। **মকর :** ভালো কাজ করে সামাজিক স্বীকৃতি। মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতায় প্রচুর অর্থব্যয়। **কুম্ভ :** রাজনীতির কারণে সমস্যা পড়তে পারেন। উচ্চশিক্ষায় বিদেশ যাত্রার যোগ। **মীন :** নতুন কোনও চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। সামান্য কারণে বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৫ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ৯ বৈশাখ, ২৯ এপ্রিল, ২০২৫, ১৫ বহাগ, সংবৎ ২ বৈশাখ সুদি, ৩০ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১০, অঃ ৬।০। মঙ্গলবার, দ্বিতীয়া রাত্রি ৮।২৪। কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ৯।৪৪। সৌভাগ্যযোগ রাত্রি ৬।৪২। বালবকরণ দিবা ৯।৩৫ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৮।২৪ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৯।৪৪ গতে নরগণ বিংশত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- চতুষ্পাদদোষ, রাত্রি ৮।২৪ গতে ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৯।৪৪ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ৮।২৪ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৬।৪৬ গতে ৮।২২ মধ্যে ও ১।১১ গতে ২।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২৪ গতে ৮।৪৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- রাত্রি ৯।৪৪ গতে গর্ভাধান। বিবাহ- রাত্রি ৯।৪৪ গতে শেষরাত্রি ৪।১৯ মধ্যে ধনু মকর কুম্ভ ও মীনলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৭ গতে ১০।১৪ মধ্যে ও ১২।৫১ গতে ২।৩৬ মধ্যে ও ৩।২৯ গতে ৫।১৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৯ মধ্যে ও ৯।০ গতে ও ১১।১১ মধ্যে ১।২২ গতে ২।৪৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রশাসনিক অভিযানে ফেলে দেওয়া আইসক্রিম। সোমবার জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন ফোল্ডিং মোড়ে।

আইসক্রিমে পোকা, বন্ধ কারখানা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : গ্রামাঞ্চলে গজিয়ে উঠছে একের পর এক আইসক্রিম কারখানা। অনেকক্ষেত্রে আইসক্রিম তৈরিতে স্বাস্থ্যবিধির তোয়াক্কা করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। রবিবার স্থানীয় একটি কারখানায় তৈরি আইসক্রিমে পোকা মেলার পর সোমবার জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন ফোল্ডিং মোড়ের ওই কারখানায় অভিযান চালান ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর, খাদ্য নিরাপত্তা দপ্তরের আধিকারিকরা। এরপর বিডিওর নির্দেশে বিকেলে ওই কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

জলপাইগুড়ি সদরের বিডিও মিহির কর্মকার বললেন, 'মানুষের স্বাস্থ্যজনিত বিষয় এভাবে অবহেলা করা যাবে না। কারখানা বন্ধ রাখতে মালিককে লিখিত নির্দেশও পাঠানো হবে।' জেলা ভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য ব্যবসায়িক অনুশীলনের সহকারী অধিকর্তা দেবাশিস মণ্ডলের বক্তব্য, 'এদিন জেলা শাসক এবং মহকুমা শাসকের নির্দেশে অভিযান চালানো হয়েছে।'

ওই আইসক্রিম কারখানার মালিকের উপস্থিতিতে এদিন প্রায় ৭০-৮০ কেজি আইসক্রিম, প্যাকেটজাত পানীয় নষ্ট করা হয়।

> আইসক্রিম বানাতে নিম্নমানের কোনও জিনিস ব্যবহার করিনি। তবে এবার থেকে আধিকারিকদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করব।
>
> **হরিপদ রায়** *কারখানার মালিক*

আইসক্রিম তৈরিতে নিম্নমানের বরফ, মেয়াদ উত্তীর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত রং, ফ্লেভার ব্যবহার করা হচ্ছিল। সেগুলিও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এসব যে খারাপ মানের তা এদিন চটজলদি পরীক্ষাতেই প্রশাসনের আধিকারিকরা স্পষ্ট করেন। কারখানার মালিক হরিপদ রায় অবশ্য বলেন, 'আইসক্রিম বানাতে নিম্নমানের কোনও জিনিস ব্যবহার করিনি। তবে এবার থেকে আধিকারিকদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করব।'

জলপাইগুড়ি শহর থেকে খানিক দূরত্বে ফোল্ডিং মোড়। এখানে স্থানীয় একটি সংস্থা প্রায় ৪ বছর ধরে আইসক্রিম কারখানাটি চালাচ্ছিল। রবিবার আইসক্রিমে পোকা মেলায় স্থানীয় বাসিন্দা এক শিশু ঘটনাটি মাকে জানায়। স্থানীয় বাসিন্দারা এরপর প্রতিবাদে শামিল হন।

এদিন ওই কারখানায় অভিযান চালিয়ে দেখা গেল, কারখানায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই, ঠান্ডা পানীয়র প্লাস্টিক একটি বড় চৌবাচ্চার জলে চোবানো রয়েছে। তাতে মরা পোকা ভাসছে। এছাড়া নিয়ম না মেনে ওই আইসক্রিম প্যাকেটজাত করার বিষয়টিও সামনে আসে। এদিন সংগ্রহ করা এসব নমুনা সেন্ট্রাল ল্যাবে পরীক্ষা করা হবে।

এদিন শহরের বেগুনটারি মোড়ে একটি রেস্তোরাঁয় হানা দিয়ে অস্বাস্থ্যকর ফ্রিজ সাফ করার নির্দেশ দেন ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর, খাদ্য নিরাপত্তা দপ্তরের আধিকারিকরা।

দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে ধাক্কায় দুর্ঘটনা

মালবাজার, ২৮ এপ্রিল : রাস্তার পাশে সারিবদ্ধভাবে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকায় এলাকায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে বলে সোমবার অভিযোগ জমা পড়ল মাল থানায়। রবিবার সকালে বীরপাড়া থেকে শিলিগুড়িগামী একটি ছোট গাড়ি মালবাজার ফায়ার ব্রিগেডের সামনে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। গুরুতর আহত হন ৫ জন। ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরা তাঁদের মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। ছোট গাড়ির চালক তাপস হালদার (৪০) এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন। তাপসের দাদা কৃষ্ণ রায় সোমবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। কৃষ্ণের মতে, রাস্তার পাশে গাড়িগুলি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে না থাকলে, তাঁর ভাই সহ বাকিরা দুর্ঘটনার কবলে পড়তেন না।

কিশোরীর কথায় সায় নেই

ধূপগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : প্রেমিকের প্ররোচনাতেই যে দুই কাকার বিরুদ্ধে ধর্ষণের মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছে নাবালিকা, সেবিষয়ে একরকম নিশ্চিত তার পরিবার। নাবালিকার জেঠুর দাবি, অভিযোগ মিথ্যা। একই বক্তব্য নাবালিকার মা ও পরিবারের অন্য সদস্যদেরও।

শনিবার ধূপগুড়ি থানার দুই কাকার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ জানিয়েছিল ওই নাবালিকা। অভিযোগ দায়ের হতেই পুলিশ দুই কাকাকে গ্রেপ্তার করে। মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি আছে। বর্তমানে জলপাইগুড়িতে হোমে রয়েছে অভিযোগকারী নাবালিকা। অভিযোগ, পরিবারের কাউকে না জানিয়ে দু'দিন বাড়ির বাইরে ছিল ওই নাবালিকা। বাড়ি ফেরার পর নাতনিকে ডেকে বকুনি দিয়েছিলেন ঠাকুরদা। পরিবারের অভিযোগ, সেই ঘটনার পরই অভিমানে ও প্রেমিকের প্ররোচনায় ধূপগুড়ি থানায় গিয়ে নাবালিকা তার দুই কাকার নামে ধর্ষণের মামলা রুজু করে।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু

বাগডোগরা, ২৮ এপ্রিল : ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। সোমবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ শিবমন্দির এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। মৃতের বয়স আনুমানিক পঞ্চাশ বছর। তবে তাঁর পরিচয় জানা যায়নি। খবর পেয়ে মাটিগাড়া থানার পুলিশ এবং আরপিএফ ঘটনাস্থলে আসে। দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আরপিএফ-এর ইনস্পেকটর বিপিন্দর সিং বলেন, 'মৃতের পরিচয় পাওয়া যায়নি। তদন্ত শুরু হয়েছে।' এদিন সন্ধ্যায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট লাগোয়া রেললাইন দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন এক ব্যক্তি। সেই সময় শিলিগুড়ি থেকে বাগডোগরার দিকে যাচ্ছিল রাধিকাপুর ডেমু। তখনই ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দা সবিতা রায় বলেন, 'চালক বারবার হর্ন দিলেও লাইন থেকে ওই ব্যক্তি সরছিলেন না। ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন তিনি।'

১৯ দফা দাবি

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা ও নৈরাজ্য বন্ধ করা সহ মোট ১৯ দফা দাবি জানিয়ে সোমবার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখায় নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। অন্য দাবিগুলির মধ্যে ছিল সব বই, ছাত্র-শিক্ষক হাজিরা খাতা সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র বছরের শুরুতে দিতে হবে, সরকারি স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত করা চলবে না। এছাড়াও শিক্ষাবহির্ভূত কাজে শিক্ষকদের নিয়োগ বন্ধ করার দাবি জানানো হয়।

জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের লাইভ প্রচারের প্রস্তুতি

দিঘা নিয়ে জোর প্রচার

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : তৃণমূলে পরিচিত স্লোগান, খেলা হবে। এবার বিজেপির ছকেই হিন্দুত্বের খেলা খেলতে চাইছে ঘাসফুল শিবির। আর সেই খেলা খেলতে রামনবমী ও হনুমান জয়ন্তীর পর এবার তাদের তুরুপের তাস দিঘার নবনির্মিত জগন্নাথ দেবের মন্দির। সেই মন্দিরের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে জেলাজুড়ে জোরদার প্রচারে নামতে চলেছে রাজ্যের শাসকদল। সোমবার মাইকিং করে জগন্নাথ দেবের দিঘার মন্দিরের উদ্বোধন কর্মসূচির ঢালাও প্রচার করা হয় তৃণমূলের তরফে।

জলপাইগুড়ি শহরে টাউন ব্লক তৃণমূলের প্রচার। সোমবার।

এতদিন এই ধরনের ধর্মীয় কর্মসূচি নিয়ে বিজেপির সমালোচনা করতে দেখা গিয়েছে তৃণমূলকে। এখন বিজেপি, তৃণমূলের ধর্মীর প্রচারকে কটাক্ষ করছে। তৃণমূলের স্লোগানের তালিকায় যুক্ত হয়েছে, 'জয় জগন্নাথ' ও 'রাধে রাধে'। জেলার ১,৬৬৮টি দলীয় অঞ্চল কমিটি ও পুরসভা এলাকায় মঙ্গলবার নামকীর্তন নিয়ে শোভাযাত্রা বের করবে তৃণমূল। সামনেই বিধানসভা ভোট। তাই বিজেপিকে টেক্কা দিতে জগন্নাথ দেব ভরসা তৃণমূলের।

জলপাইগুড়ি শহরের প্রধান প্রধান রাস্তার মোড়ে বড় বড় তোরণ তৈরি করেছে তৃণমূল। বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শহরবাসীকে দেখাতে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল এবং জলপাইগুড়ি পুরসভার তরফ থেকে জায়েন্ট স্ক্রিন বসানো হবে। যাঁরা কীর্তন করেন তাঁদেরও শোভাযাত্রায় রাখা হবে। প্রসাদ বিলি করা হবে। জলপাইগুড়ি টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির চেয়ারম্যান তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'জলপাইগুড়ি পুরসভার ২৫টি ওয়ার্ড থেকে ২৫ জন করে কর্মী নিয়ে মঙ্গলবার বিকেলে শোভাযাত্রা বের করব সমাজপাড়া থেকে। নামসংকীর্তনের ব্যবস্থা থাকবে শোভাযাত্রায়। জয় জগন্নাথ ও রাধে রাধে স্লোগান দেবেন দলীয় কর্মীরা।' আর বিজেপির মতো হিন্দুত্ব নিয়ে মাতামাতি করার প্রসঙ্গ উঠলে তাঁর জবাব, 'কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানই বিজেপির একার হতে পারে না।'

তবে বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামল রায় তৃণমূলের এই উদ্যোগকে কটাক্ষ করেছেন। তবে তিনি আত্মবিশ্বাসী যে, 'সনাতনী হিন্দুত্বের সমর্থকরা বিজেপির সঙ্গেই রয়েছে। তৃণমূলের এই মেকি হিন্দুত্বের মুখোশ বাংলার মানুষ চিনে গিয়েছে।'

গত বছর পর্যন্ত রামনবমী ও হনুমান জয়ন্তী উদযাপনে বিজেপিকে সবার আগে দেখা গিয়েছে। তৃণমূলকে তার সমালোচনা করতেও দেখা গিয়েছে। কিন্তু এই বছর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ রামনবমী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেও সরাসরি বিজেপির নেতাদের শোভাযাত্রায় সেভাবে দেখা যায়নি। আর হনুমান জয়ন্তী পালনের সময়ও একই ছবি দেখা গিয়েছিল।

অন্যদিকে, মমতাময়ী হনুমান জয়ন্তী কমিটির নাম দিয়ে হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রায় দেখা গিয়েছে তৃণমূল নেতাদের। প্রতিটি পুরসভা ও ব্লক এলাকার অন্তত এক জায়গায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠান সরাসরি দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধূপগুড়ি শহরের পুরবাস টার্মিনাসে মন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠান দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তৃণমূলের জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ বলেন, 'বিজেপি বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছে। বাংলার মানুষের মধ্যে জগন্নাথ দেবের প্রতি যে ভক্তি, তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই দিঘার মন্দিরের প্রচারের জন্য এই কর্মসূচি করছে তৃণমূল।'

দুজনে।। সোমবার মালবাজারে অ্যানি মিত্রের তোলা ছবি।

শোকজে ক্ষুব্ধ দুই শ্রমিক নেতা

ধূপগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : গত শুক্রবার মিটিং করে ধূপগুড়ি রেলস্টেশনের দুই দাপুটে তৃণমূলের শ্রমিক নেতা দীনবন্ধু রায় ও আব্বাস আলিকে দলবিরোধী কাজের অভিযোগে শোকজ করা হয়েছিল। সোমবার তার পালটা হিসেবে দলীয় নেতৃত্বকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন তাঁরা। চার সদস্যের তৃণমূলের কোর কমিটি তাঁদের শোকজ করেছিল। এদিন থানা রোডে টাউন ব্লক তৃণমূল দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দীনবন্ধু ও আব্বাস অভিযোগ করেন, দীর্ঘ দেড় দশক স্টেশনের লোডিং-আনলোডিং শেডে খাতা মাস্টার তথা সুপারভাইজার হিসেবে তাঁরা কাজ করছেন। তাঁদের দাবি, বর্তমান টাউন ব্লক আইএনটিটিইউসি সভাপতি আলম রহমান ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁদের দল থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছেন।

রাস্তা অবরোধ পাহাড়পুরে

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরেও বেশ কয়েক বছর কেটে গিয়েছে। বিল প্রদানের পরেও রুরাল ডেভেলপমেন্ট কনট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের জলপাইগুড়ি শাখার সদস্যরা এখনও টাকা পাননি। সোমবার বেলা ১২টা নাগাদ সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রায় ২০ মিনিটের জন্য বকেয়া টাকা পরিশোধের দাবিতে পাহাড়পুর মোড়ে প্রতীকী পথ অবরোধ করা হয়। সংগঠনের জেলা সভাপতি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'গত চার বছর ধরে আমরা কোনও টাকা পাইনি। আমরা যে প্রকল্পে কাজ করেছি সেটি কেন্দ্র ও রাজ্যের মিলিত প্রকল্প। আমরা কখনও শুনতে পাই, কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। আবার কখনও কেন্দ্র বলছে, রাজ্য নাকি সঠিক হিসেব পাঠাচ্ছে না।'

প্রয়াণ দিবস

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : রাতুল সরকারের ২৪তম প্রয়াণ দিবস পালিত হল। সোমবার কদমতলার এনএলসিসি অফিসে। রাতুল কংগ্রেসের শ্রমিক ইউনিয়ন ন্যাশনাল লেবার কোঅর্ডিনেশন কাউন্সিলের নেতা ছিলেন। সোমবার এই উপলক্ষ্যে পথচলতি প্রায় ১ হাজার মানুষকে জন আহার করানো হয় বলে এনএলসিসি'র তরফে সুদীপ্ত সরকার জানিয়েছেন।

অভিযুক্তকে চিনতেই পারল না পুলিশ

ধূপগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : চোখের সামনে ঘুরে বেড়ালেও নারী নির্যাতনে অভিযুক্ত বিজেপি নেতাকে নাকি চিনতেই পারল না পুলিশ! ফলে পুলিশের নাকের ডগা দিয়েই বহালতবিয়তে চলে গেলেন বিজেপির ধূপগুড়ি পূর্ব মণ্ডলের সভাপতি বসন্ত রায় নামে ওই অভিযুক্ত। এই পরিস্থিতিতে কিছুটা চাপের মুখে পড়েছে পুলিশ। তবে পুলিশের দাবি, অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

তৃণমূলের অভিযোগ, সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে জয়ের পর রবিবার রাতে দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গেই বসন্তকে দেখা যায়। সেই সময়ে ওই এলাকায় পুলিশ উপস্থিত ছিল। কিন্তু তবুও ওই বিজেপি নেতাকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। যদিও পুলিশ সূত্রে খবর, সেই সময় ঘটনাস্থলে নারী নির্যাতনের মামলার তদন্তকারী অফিসাররা না থাকায় পুলিশকর্মীরা বসন্তকে চিনতে পারেননি। তাই তাঁকে গ্রেপ্তারও করা যায়নি। যদিও এই বিষয়ে মুখ খুলতে চায়নি ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। অভিযোগ, বসন্ত কাজিপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীদের হয়ে প্রচার চালিয়েছেন। সমবায়ের সদস্যদের বাড়িতে গিয়ে প্রচারও চালিয়েছেন। তবে পুলিশের নজরে যাতে না পড়েন, সেজন্য নিজের ফোন নম্বর দীর্ঘদিন ধরে সুইচড অফ করে রেখেছেন। দুই মাস আগে নারী নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের হলেও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত বিজেপি নেতা পুলিশের নাগালের বাইরেই আছেন।

মূর্তি স্থাপন

গয়েরকাটা, ২৮ এপ্রিল : বানারহাট ব্লকের নাথুয়াহাট গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড আশ্রম হাইস্কুলে সোমবার স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন হল। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের অর্থসাহায্যে স্কুলে মূর্তিটি স্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সীমা চৌধুরী, স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য অনামিকা রায় বর্মন, শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পুনম লামা প্রমুখ। স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রলয় দে সরকার জানান, 'স্কুলের তরফে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি স্থাপনের জন্য জেলা পরিষদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। আবেদন পূরণ হওয়ায় আমরা খুশি।'

কেপমারদের কাছে জাল নোট

ফালাকাটা, ২৮ এপ্রিল : প্রথমে সহজ সরল মানুষকে চিহ্নিত করা। এরপর কখনও টাকা চারগুণ করে দেওয়ার প্রলোভন, কখনও বা মাদক জাতীয় কিছু খাইয়ে ব্যাগ নিয়ে চম্পট। এভাবেই ফালাকাটা ও কোচবিহারে একের পর এক ঘটছিল কেপমারির ঘটনা। অবশেষে ফালাকাটা থানার পুলিশের হাতে রবিবার রাতে ধরা পড়ল মনোজ মিয়াঁ (৪০) ও সুনীল শা (২৬) নামে দুই তরুণ। দুজনকেই বীরপাড়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের থেকে নগদ ৬ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। কেপমারদের থেকে জাল নোট উদ্ধার হওয়ায় চিন্তিত পুলিশ। তাহলে কি কেপমারদের মাধ্যমে বাজারে জাল নোট ছড়িয়ে পড়ছে? উঠছে প্রশ্ন।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'একটি অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা টোপ দিয়ে দুই কেপমারকে গ্রেপ্তার করি। তাদের থেকে ৬ হাজার টাকার জাল নোট, একটি বাইক সহ কেপমারিতে ব্যবহৃত বেশকিছু সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। এদিন তাদের আলিপুরদুয়ার আদালতে তুলে হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। জাল নোট তাদের কাছে কী করে এল তা খতিয়ে দেখা হবে।'

ফালাকাটা থানা সূত্রে খবর, ঘোকসাডাঙ্গার দুলাল মিয়াঁ নামে এক বাসিন্দা থানায় অভিযোগ করেন, তাঁর থেকে ২৫ হাজার টাকা কেপমারি হয়েছে। কয়েকদিন আগে তিনি ফালাকাটার বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এমন সময় দুই ব্যক্তি এসে তাঁকে জানায়, তারা বিহার থেকে প্রায় ১ লক্ষ টাকা কোনওভাবে পেয়েছে। কিন্তু এত টাকা রাখার মতো সুবিধামতো জায়গা তারা পাচ্ছে না। এই বলেই দুলালকে টোপ দেওয়া হয়। কেপমারদের একজন বলে, 'এই টাকা আপনার কাজে দেবে, রেখে দিন।' টাকার বান্ডিল দুলালকে দিয়ে পরিবর্তে ২৫ হাজার টাকা চায় তারা। প্রলোভনে পড়ে দুলাল এটিএম থেকে ২৫ হাজার টাকা তুলে তাদের দিয়ে দেন। সেই টাকা পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে এলাকা ছাড়ে তারা। কিছুক্ষণ পর দুলাল বুঝতে পারেন তিনি প্রতারিত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে থানার দ্বারস্থ হন তিনি।অভিযোগ পেয়েই তদন্তে নামে পুলিশ। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সহ নানা জায়গায় খবর নিয়ে কেপমারদের সন্ধান মেলে এবং দুষ্কৃতীদের বীরপাড়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মূর্তি ডিভিশনে বাইসনের আতঙ্ক

রহিদুল ইসলাম

মেটেলি, ২৮ এপ্রিল : এখনও ভালুকের আতঙ্ক কাটেনি। তার মধ্যেই বাইসনকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়াল মূর্তি ডিভিশন চা বাগানে। সোমবার বিকেলে এই বাগানে আচমকাই একটি বাইসন ঢুকে পড়ে। তারপর বাগান জুড়ে হুলুস্থুল পড়ে যায়। অবশ্য মূর্তি ডিভিশন থেকে বাইসনটি সামসিং চা বাগানে লুকিয়ে পড়ে। এখন বাইসনের খোঁজে হন্য হয়ে ঘুরছেন বনকর্মীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন বিকেলে শিবচু জঙ্গল থেকে ওই বাইসনটি চলে আসে মূর্তি ডিভিশন চা বাগানের সাত নম্বর সেকশনে। ওই এলাকার পাশেই রয়েছে শ্রমিক মহল্লা। চা বাগানের মধ্যে বাইসনটিকে ছোটাছুটি করতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেন তাঁরা। খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরের খুনিয়া স্কোয়াডে। সেখান থেকে বনকর্মীরা এলাকায় পৌঁছে বাইসনটির উপর নজর রাখতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর বাইসনটি মূর্তি ডিভিশন চা বাগান থেকে মেটেলি চা বাগানের দিকে চলে যায়। পরে সেটি চলে যায় সামসিং চা বাগানের দিকে।

বন্যপ্রাণীদের হানা

- শুক্রবার মূর্তি ডিভিশনে একটি ভালুক ঢুকে পড়ে
- সোমবার মূর্তি ডিভিশনেই একটি বাইসন হানা দেয়
- বাইসনটিকে শিবচুর জঙ্গলে পাঠানোর চেষ্টা করছেন বনকর্মীরা

গত শুক্র ও শনিবার মূর্তি ডিভিশন চা বাগানেরই চার নম্বর সেকশনে ভালুককে ঘিরে আতঙ্ক দেখা দেয়। ওই এলাকায় ভালুকের ছবি ক্যামেরাবন্দিও করা হয়। তারপর থেকেই ওই এলাকায় নিয়মিত টহলদারি দিচ্ছেন বনকর্মীরা। এখনও ভালুকের সেই আতঙ্ক কাটেনি। এবার বাইসনকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বন্যপ্রাণীদের হানায় রীতিমতো আতঙ্কিত এলাকাবাসী। এদিন অবশ্য বাইসনটি কারও কোনও ক্ষতি করেনি। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত বাইসনটির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। মূর্তি ডিভিশন চা বাগানের বাসিন্দা দীপেশ থাপার কথায়, 'সোমবার বিকেলে আচমকা একটি বাইসনকে মূর্তি ডিভিশন চা বাগানের সাত নম্বর সেকশনে দেখা যায়। পরে বন দপ্তরকে খবর দেওয়া হলে এলাকায় পৌঁছান বনকর্মীরা। এই বাগানে এখনও ভালুকের আতঙ্ক কাটেনি। এবার বাইসন ঢুকে পড়ল। আমরা রীতিমতো আতঙ্কিত। আমরা চাই বন দপ্তরের তরফে বাগানে নিয়মিত নজরদারি চালানো হোক।'

খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে বলেন, 'মূর্তি ডিভিশন থেকে বাইসনটি সামসিং চা বাগানে ঢুকে পড়েছে। তবে সামসিং চা বাগানে বাইসনটিকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। বাইসনটিকে খোঁজা হচ্ছে। খোঁজ পেলেই সেটিকে শিবচুর জঙ্গলে পাঠানোর চেষ্টা করা হবে।'

উঠে গেল রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস কোর্স

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৮ এপ্রিল : সান্ধ্যকালীন কোর্সে সংস্কৃতের পর এবার বন্ধ হয়ে গেল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইতিহাস বিভাগ। পড়ুয়ার অভাবে তিনটি বিভাগ আপাতত দিবা বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত করে চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। দু'বছর আগেও যেখানে স্নাতকোত্তরের সান্ধ্যকালীন কোর্সগুলিতে পড়ুয়ার সংখ্যা যথেষ্ট ছিল, সেখানে হঠাৎ করে এমন পরিস্থিতি হল কেন? অভিযোগ, কোর্সগুলি চালানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সেভাবে প্রচার করা হয়নি। তাছাড়া, দিবা বিভাগের বেশ কিছু কোর্সে এখনও আসন ফাঁকাই রয়েছে। বিষয়গুলি জানা সত্ত্বেও কেন কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে নজর দিচ্ছে না তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আব্দুল কাদের সাফেলির সাফাই, 'সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির ডিপার্টমেন্টাল কমিটি মিটিং করে বিষয়টি আমাদের জানিয়েছে। পড়ুয়া কম থাকায় সান্ধ্যকালীন কোর্স তিনটি দিবা বিভাগের সঙ্গে আপাতত এক করে চালানো হচ্ছে। ডিপার্টমেন্টাল কমিটির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে চলতি শিক্ষাবর্ষে আপাতত ওই তিনটি বিভাগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

দেবকুমার মুখোপাধ্যায় উপাচার্য থাকাকালীন স্নাতকোত্তরে পড়ুয়াদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে সন্ধ্যায় বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, ইতিহাস এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান কোর্স চালু করা হয়েছিল। সন্ধ্যায় হওয়া প্রতিটি বিভাগেই ১১১টি করে আসন ছিল। সন্ধ্যায় ক্লাস হওয়ায় চাকরি করেও অনেকে স্নাতকোত্তরে তাঁদের পড়া চালিয়ে যেতে পারতেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, সান্ধ্যকালীন কোর্সের দ্বিতীয় সিমেস্টারে ২৫ জন এবং চতুর্থ সিমেস্টারের ২২ জন পড়ুয়া ছিলেন। পড়ুয়ার সংখ্যা কম ইতিহাস বিভাগেও। সেখানে দ্বিতীয় সিমেস্টারে ইতিহাসে ৯ জন পড়ুয়া ছিলেন। চতুর্থ সিমেস্টারেও সেই সংখ্যাটা হাতেগোনা। এত কম সংখ্যক পড়ুয়া নিয়ে সান্ধ্যকালীন কোর্স চালাতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল কর্তৃপক্ষকে।

সেকারণেই মিটিং করে ওই সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক তথা প্রাক্তন ডিন কার্তিক দাস বলেন, 'পড়ুয়া কম থাকায় সংস্কৃত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইতিহাস বিভাগের সান্ধ্যকালীন কোর্স আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি মিটিংও হয়েছে।'

সান্ধ্যকালীন কোর্সে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের পাশাপাশি বাইরের অধ্যাপকরাও

ক্লাস নিতেন। তাঁদের সাম্মানিকের পাশাপাশি রয়েছে বিদ্যুৎ বিল সহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচও। ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মাধবচন্দ্র অধিকারীর কথায়, 'ছাত্রের অভাবে আপাতত আমাদের দিবা এবং সান্ধ্যকালীন বিভাগ একসঙ্গে করে দেওয়া হয়েছে। আগামী বছর ফের ছাত্র ভর্তি হলে সেটা আবার চালু হবে।' একদিকে, রাজ্য এবং রাজ্যপালের সংঘাতের জেরে মাসচারেক থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যহীন হয়ে রয়েছে। মাসকয়েক পর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারও অবসর নেবেন। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয় চলবে তা নিয়ে চিন্তিত অধ্যাপক থেকে শুরু করে পড়ুয়ারাও। তবে শুধু সান্ধ্যকালীন কোর্সই নয়, স্প্যানিশ কোর্সও পড়ুয়ার অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। তা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের চালু হওয়া কোর্স বন্ধ হওয়ায় রীতিমতো চিন্তিত অধ্যাপকরাও। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবকুপার সভাপতি সাবলু বর্মন বলেন, 'রাজ্যপাল যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে চালাবার চেষ্টা করছেন, তার জন্য পড়ুয়াদের ওপর প্রভাব পড়ছে। সেকারণে দ্রুত উপাচার্য নিয়োগ করে বিশ্ববিদ্যালয় সচল রাখার বিষয়েও তাঁর নজর আশা করছি।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বোলপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বোলপুর - এর একজন বাসিন্দা সুজয় হাজরা - কে

12.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 80G 02762 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্মের সাথে তার পুরস্কার বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এই সত্যটি আমাকে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করতে বাধ্য করেছে কারণ আমি ক্রমাগত বেশকিছু গণমাধ্যমে ডিয়ার লটারির বেশ কয়েকজনের কোটিপতি হওয়ার সুসংবাদ শুনে আসছিলাম। এখন আমি ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকা জিতেছি যা আমাকে আমার আর্থিক সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

"MB"

GREAT EASTERN TRADING CO.

NOW OPEN **BECK BAGAN** Opp. Zeeshan, Nr. Quest Mall, M : 9830124057

0% Interest* Down Payment

GREATEST AC Festival

Upto 36 MONTH EMI*

1 EMI OFF*

SOLID CHILL
Lowest Bill
With Inverter AC
Discount Upto ₹ 41000 OFF!

1 + 4 yrs. FREE COMPREHENSIVE WARRANTY*

GET FLAT 6000* EXCHANGE VALUE

15% CASHBACK UPTO ₹ 25000/-*

AIR CONDITIONERS AVAILABLE FROM CAPACITY - 0.8T / 1T / 1.5T / 1.8T / 2T / 2.5T & STAR RATING - 3 STAR / 4 STAR / 5 STAR

LLOYD SAMSUNG Godrej Whirlpool BOSCH Haier IFB LG Panasonic

180 LTR	184 LTR	188 LTR	190 LTR	207 LTR	207 LTR	210 LTR	224 LTR	235 LTR	240 LTR	244 LTR
₹ 14490*	₹ 14990*	₹ 15990*	₹ 15990*	₹ 16490*	₹ 18990*	₹ 19990*	₹ 20490*	₹ 21490*	₹ 24990*	₹ 24990*

268 LTR	272 LTR	243 LTR	293 LTR	358 LTR	408 LTR	445 LTR	401 LTR	596 LTR	600 LTR
₹ 26990*	₹ 27990*	₹ 30490*	₹ 33490*	₹ 37490*	₹ 39490*	₹ 52990*	₹ 57990*	₹ 61990*	₹ 67990*

LLOYD SAMSUNG Godrej Whirlpool BOSCH Haier IFB LG Panasonic

6.5 KG	7 KG	7 KG	7 KG	6.5 KG	7 KG	7 KG	7 KG	8 KG	8.5 KG	11 KG
₹ 13990*	₹ 14990*	₹ 16490*	₹ 17990*	₹ 18490*	₹ 18490*	₹ 19490*	₹ 19990*	₹ 21990*	₹ 22490*	₹ 27990*

7 KG	6.5 KG	7 KG	6.5 KG	8 KG	8 KG	8 KG	9 KG	9 KG	10 KG	13 KG
₹ 27490*	₹ 29990*	₹ 29990*	₹ 31990*	₹ 31990*	₹ 33490*	₹ 34490*	₹ 35490*	₹ 38990*	₹ 46490*	₹ 58490*

TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 99+ STORES

OUR LOCATIONS NEAR YOU

BRANCHES:

SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257

BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100

RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028

MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029

BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660

JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859

S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025

COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240

DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718

OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.

*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands

WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

Ganesh: Page 3(al__.pdf) from UBS, Siliguri for 29-04-2025

ONIDA FREE KETTLE
1.5 Ton - 3 S - Inv.
Offer Price ₹ 32990

ONIDA FREE KETTLE
1.5 Ton - 5 S - Inv.
Offer Price ₹ 37990

ONIDA FREE KETTLE
2 Ton - 3 S - Inv.
Offer Price ₹ 44990

MITSUBISHI ELECTRIC FREE KETTLE
1.5 Ton - 3 S - Inv.
Offer Price ₹ 38990

MITSUBISHI ELECTRIC FREE KETTLE
1.8 Ton - 3 S - Inv.
Offer Price ₹ 44990

MITSUBISHI ELECTRIC FREE KETTLE
1.5 Ton - 5 S - Inv.
Offer Price ₹ 46990

Whirlpool FREE KETTLE
1.5 Ton - 3 S - Inv.
Offer Price ₹ 33990

Whirlpool FREE KETTLE
1.5 Ton - 5 S - Inv.
Offer Price ₹ 38990

HITACHI FREE KETTLE
1.5 Ton - 3 S - Inv.
Offer Price ₹ 38990

HITACHI FREE KETTLE
1.5 Ton - 5 S - Inv.
Offer Price ₹ 45990

Carrier FREE KETTLE
1.5 Ton - 3 S - Inv.
Offer Price ₹ 37990

Carrier FREE KETTLE
1.5 Ton - 5 S - Inv.
Offer Price ₹ 43990

Godrej FREE KETTLE
1.5 Ton - 3 S - Inv.
Offer Price ₹ 33990

Godrej FREE KETTLE
1.5 Ton - 5 S - Inv.
Offer Price ₹ 38990

Panasonic FREE KETTLE
1.5 Ton - 3 S - Inv.
Offer Price ₹ 39990

Panasonic FREE KETTLE
1.5 Ton - 5 S - Inv.
Offer Price ₹ 49990

Panasonic FREE KETTLE
2 Ton - 3 S - Inv.
Offer Price ₹ 56990

IFB FREE KETTLE
1.5 Ton - 3 S - Inv.
Offer Price ₹ 35990

LLOYD FREE KETTLE
1.5 Ton - 3 S - Inv.
Offer Price ₹ 36990

LLOYD FREE KETTLE
1.5 Ton - 5 S - Inv.
Offer Price ₹ 42990

LLOYD FREE KETTLE
2 Ton - 3 S - Inv.
Offer Price ₹ 47990

Haier FREE KETTLE
1.5 Ton - 3 S - Inv.
Offer Price ₹ 36990

Haier FREE KETTLE
1.5 Ton - 5 S - Inv.
Offer Price ₹ 43990

IFB FREE KETTLE
1.5 Ton - 5 S - Inv.
Offer Price ₹ 40990

VOLTAS FREE KETTLE
1.5 Ton - 3 S - Inv.
Offer Price ₹ 36990

VOLTAS FREE KETTLE
1.5 Ton - 5 S - Inv.
Offer Price ₹ 42990

BLUE STAR FREE KETTLE
1.5 Ton - 3 S - Inv.
Offer Price ₹ 38990

BLUE STAR FREE KETTLE
1.5 Ton - 5 S - Inv.
Offer Price ₹ 45990

LG FREE KETTLE
1.5 Ton - 3 S - Inv.
Offer Price ₹ 38990

LG FREE KETTLE
1.5 Ton - 5 S - Inv.
Offer Price ₹ 46990

BAJAJ BUILT FOR LIFE
36 L Cost Price ₹ 6500/-

BAJAJ BUILT FOR LIFE
42 L Cost Price ₹ 6600/-

BAJAJ BUILT FOR LIFE
55 L Cost Price ₹ 9500/-

HAVELLS
35 L Cost Price ₹ 6500/-

HAVELLS
51 L Cost Price ₹ 9500/-

HAVELLS
55 L Cost Price ₹ 10500/-

HAVELLS
65 L Cost Price ₹ 10500/-

USHA
45 L Cost Price ₹ 9000/-

USHA
70 L Cost Price ₹ 12500/-

SAMSUNG

BESPOKE AI WindFree™
AI that truly saves and cools

AI FAST AND COMFORT COOLING
OPTIMIZES ROOM TEMPERATURE BY ANALYSING ROOM USAGE PATTERNS
WELCOME COOLING
DETECTS YOUR LOCATION AND AUTOMATICALLY SETS THE DESIRED TEMPERATURE BEFORE YOU REACH HOME
AI ENERGY MODE
MONITORS AND REDUCES ENERGY ESTIMATES ELECTRICITY BILL AND ADJUSTS COMPRESOR FREQUENCY TO SAVE ENERGY
AI ENERGY MODE A UNIQUE MODE THAT CREATES THE IDEAL CLIMATE FOR SLEEPING WITHOUT SMARTTHINGS
SMART FORWARD KEEPS YOUR DEVICES RELEVANT BY UPGRADING USER EXPERIENCE THROUGH OVER-THE-NETWORK SOFTWARE UPDATES
GOOD SLEEP A UNIQUE MODE THAT CREATES IDEAL CLIMATE FOR SLEEPING WITHOUT AN UNPLEASANT AIR FLOW
AI ENERGY MODE MONITORS AND REDUCES ENERGY USAGE, ESTIMATES ELECTRICITY BILL AND ADJUSTS

Save up to 30% Energy with AI Energy Mode**

AI Fast & Comfort Cooling | 3D Map View

5 বছরের কম্প্রিহেনসিভ ওয়ারেন্টি* | বিনামূল্যে ইনস্টলেশন^ | 7.5% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক# | 0 ডাউন পেমেন্ট~

BESPOKE AI WindFree™ Split AC (5.0 kW)
AR60F19D1ZW
5 star
MRP ₹ ~~81990~~
Special Offer Price
₹ 48000 (1 unit)

BESPOKE AI WindFree™ Split AC (5.3 kW)
AR60F19D1XW
3 star
MRP ₹ ~~63490~~
Special Offer Price
₹ 39990 (1 unit)

BESPOKE AI Split AC (5.0 kW)
AR50F19D1ZH
5 star
MRP ₹ ~~72990~~
Special Offer Price
₹ 44000 (1 unit)

BESPOKE AI Split AC (5.3 kW)
AR50F19D1XH
3 star
MRP ₹ ~~60990~~
Special Offer Price
₹ 37990 (1 unit)

Please dispose of e-waste and plastic waste responsibly. Customers can WhatsApp on 1800 5 7267864 for information on e-waste/plastic waste pickup.

Follow Samsung on: samsung.com | @SamsungIndia | @SamsungIndia | SamsungIndia | @samsungindia

Images simulated for representational purpose only, actual may vary. Offer valid till stocks last.**Based on internal testing on the AR07D9181HZ3 model under controlled laboratory conditions. Requires use of SmartThings App and Samsung account. Actual savings may vary by usage patterns and environment. *Comprehensive warranty valid for condenser, PCB, evaporator coil, fan motor, gas recharge. (Only when condenser is getting replaced). ^Applicable only on WindFreeTM Models. #Cashback at the sole discretion of the NBFCs/Bank. Only 1 transaction/card/calendar month is eligible for cashback offer. ~Down payment offer is applicable on select credit cards. Third party and finance offers are at the sole discretion of partner/NBFC/Financier

Contact us
WhatsApp Scan QR Code

শিশুদের নিয়ে পাশের বাড়িতে আশ্রয়

অঙ্গনওয়াড়িতে দাঁতাল

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৮ এপ্রিল : সকাল ১১টা বাজে। আর পাঁচটা দিনের মতো সোমবারও বামনডাঙ্গা চা বাগানের ৩০১ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটিতে তখন তুমুল ব্যস্ততা। চলছে খিচুড়ি রান্না সহ খুদেদের পড়াশোনা। হঠাৎই তাল কাটল গজরাজের আগমনে! দুলকি চালে অঙ্গনওয়াড়ির প্রায় সামনে এসে পড়ল একটি মস্ত দাঁতাল। দৃশ্যটি দেখতে পান আশপাশের বাসিন্দারাও।

অভিভাবকরা কোনওরকমে শিশুদের কোলে তুলে লাগোয়া একটি বাড়িতে আশ্রয় নেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাতিটি ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অদূরে ঘুরপাক খায়। শেষে গ্রামবাসীদের প্রতিরোধে জঙ্গলে ফেরে। নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা চা বাগানের ডায়না লাইনের এদিনের ঘটনায় সকলেই অবাক। বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সজল দে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'বামনডাঙ্গার হাতিটির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।'

অন্যদিকে, এদিনই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একাধিক শাবক সহ অন্তত ১০টি হাতির পাল থেকে যায় ক্যারন চা বাগান লাগোয়া টুকরো জঙ্গলে। হাতির ভয়ে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। ডায়না রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বললেন, 'ক্যারনের জঙ্গলে আটকে থাকা হাতির দলটি রাতে ফের জঙ্গলমুখী হয়। দিনভর আমাদের নজরদারি অব্যাহত ছিল। কোথাও কোনও সমস্যা হয়নি।'

বামনডাঙ্গার একদিকে ডায়না এবং অন্যদিকে গরুমারার জঙ্গল। সঙ্গে দু'পাশে রয়েছে জলঢাকা ও ডায়না নদী। প্রত্যন্ত ওই এলাকাটিতে বরাবরই হাতি ছাড়াও চিতাবাঘ, বাইসন, বুনো শুয়োরের উপদ্রব লেগেই রয়েছে। এমন কোনও শ্রমিক আবাস নেই যেখানে হাতির হামলার চিহ্ন নেই। স্থানীয় দুটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ একাধিক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং র‍্যাশনের দোকানেও একাধিকবার হাতির পাল হামলা চালিয়েছে। ৩০১ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি বামনডাঙ্গা চা বাগানের এই ডায়না লাইনেই অবস্থিত। এদিন সেখানেও হাতি হানা দেয়।

দলছুট হাতিটিকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে স্থানীয়রা ভয় পেয়ে যান। কেন্দ্রে আসা শিশুদের নিরাপত্তা সবার আগে। স্থানীয়রা তাই সবাইকে নিয়ে পাশের অমনদীপ হাঁসদা নামে একজনের বাড়িতে আশ্রয় নেন।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির সহায়িকা মণিকা টিগ্গা বলেন, 'হাতি আসতে দেখে ভয় পেয়ে যাই। কারও যাতে কোনও ক্ষতি না হয় সেজন্যই শিশুদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে হাতিটি কোনও ক্ষতি করেনি। কিছুটা দূর থেকে ফিরে যায়।'

ওই বাগানের এক শিক্ষক লক্ষ্মীনারায়ণ শা জানালেন, দাঁতালটি বেশ কয়েকদিন ধরেই যখনতখন লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে। দু' তিনদিন আগেও বিকেলবেলা চলে এসেছিল সেটি। এদিন তো একেবারে বেলা হতে না হতেই হাজির! এদিন রেডব্যাংক চা বাগান থেকেও একটি দলছুট হাতির আটকে থাকার খবর মেলে। বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের কর্মীরা সেটির ওপর নজর রেখেছেন।

এই দলছুট দাঁতালটিই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামনে চলে এসেছিল।

লোকালয়ে গজরাজ

- বামনডাঙ্গার ৩০১ নম্বর অঙ্গনওয়াড়িতে হানা দেয় দলছুট দাঁতাল
- কিছুক্ষণ কেন্দ্রের আশপাশে ঘুরপাক খেয়ে জঙ্গলে ফিরে যায় বুনোটি
- একাধিক শাবক সহ অন্তত ১০টি হাতিকে দেখা যায় ক্যারন চা বাগান লাগোয়া টুকরো জঙ্গলে
- রেডব্যাংক চা বাগানেও দেখা মেলে একটি দলছুট হাতির

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

নির্ভেজাল আড্ডা।। হলদিবাড়ি হাসপাতাল মাঠে ছবিটি তুলেছেন পূর্ণেন্দু রায়।

অন্তঃসত্ত্বাকে নিয়ে বাস হাসপাতালে

ধূপগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : এই তীব্র অসময়েও মানবতার মৃত্যু হয়নি, প্রমাণ মিলল ধূপগুড়িতে। সোমবার বাসে করে আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়ি যাচ্ছিলেন নয় মাস এক সপ্তাহের এক অন্তঃসত্ত্বা। বাসের মধ্যেই তাঁর প্রসবযন্ত্রণা শুরু হয়। বাসের কর্মী ও যাত্রীরা তড়িঘড়ি তাঁর পাশে দাঁড়ান। আর যাত্রী না তুলে দ্রুতগতিতে বাস চালিয়ে ওই মহিলাকে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিকিৎসকরা তাঁকে জলপাইগুড়ির মাতৃমা-তে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। চার ঘণ্টা পর সেখানেই তিনি এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। মহিলার স্বামী কর্মসূত্রে কিশনগঞ্জে থাকেন। ফলে তাঁর পক্ষে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। সুস্থ সন্তান প্রসবের পর ওই মহিলা চিকিৎসক এবং বাসের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

স্পিডব্রেকার ভাঙা, দুর্ভোগ

বেলাকোবা, ২৮ এপ্রিল : বেলাকোবা বাজারের ৭ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন যাতায়াতের রাস্তাটি দীর্ঘদিন বেহাল অবস্থায় ছিল। সম্প্রতি সেই রাস্তাটির সংস্কার হয়েছে। অবশ্য স্থানীয় বাসিন্দাদের নিত্যদিনের সমস্যার সমাধান হয়নি। কারণ রেলগেটে যাওয়ার রাস্তার স্পিডব্রেকার ভাঙা।

এই এলাকা রেলের আওতায় থাকায় পূর্ত দপ্তরের সংস্কারের কাজ চালানোর এক্তিয়ার নেই। এনজেপির এডিআরএম অজয় সিংয়ের আশ্বাস, 'সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্থানীয়দের পাশাপাশি বিপাকে টোটোচালকরাও। টোটোচালক অসীম রায় বললেন, 'ঘনঘন রেলগেট পড়ায় এমনিতেই এলাকায় যানজট সৃষ্টি হয়। আবার ভাঙা স্পিডব্রেকার পেরিয়ে রাস্তা দিয়ে গাড়ি, সাইকেল পার করাতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বিশেষত রাতে। কারণ এখানে আলোর ব্যবস্থা নেই।'

ভুক্তভোগীরা জানালেন, ৭ নম্বর রেলগেট দিয়ে আপ-ডাউনে প্রতিদিন ১০০টির মতো ট্রেন চলাচল করে।

স্মারকলিপি

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : সোমবার ওয়েস্ট বেঙ্গল এমআর ডিলার্স অ্যাসোশিয়েশনের তরফে জেলা শাসক ও খাদ্য নিয়ামকের কাছে ১৩ দফা দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। যেখানে বিভিন্ন দাবি তুলে ধরে তারা। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে, উন্নতমানের র‍্যাশন সামগ্রী বণ্টন ব্যবস্থা চালু রাখতে উন্নত ই-পস মেশিনের ব্যবস্থা করা, সারা রাজ্যে র‍্যাশন ডিলারদের বকেয়া ভাতা ২০০১-২০১৬ পর্যন্ত অন্নপূর্ণা প্রকল্পের কমিশন ও পরিবহণ খরচ বাবদ অর্থ প্রদান করা ইত্যাদি।

দুর্ঘটনা রুখতে একাধিক পদক্ষেপ পুরসভার

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : শহরের বুকে বাগজান নদীতে স্নান করতে নেমে রবিবার এক স্কুল পড়ুয়ার মৃত্যুর পর এবার দুর্ঘটনা রুখতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করল ময়নাগুড়ি পুরসভা। গত দশ বছরে বাগজান ও জরদা মিলিয়ে মোট ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়াতে এদিন পুরসভার কাউন্সিলার এবং প্রশাসনের কর্তারা নদীর একাধিক বিপজ্জনক ঘাট পরিদর্শন করেন। এরপরই সিদ্ধান্ত হয় বিপজ্জনক ওই নদীঘাট তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হবে, বাড়ানো হবে সতর্কতামূলক পোস্টার। এছাড়াও নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে কেউ যাতে নদীতে স্নান না করে সেজন্যও পুলিশ নিয়মিত নজরদারি চালাবে।

রবিবার বাগজানে স্নানে নেমে ময়নাগুড়ি আনন্দনগরপাড়া এলাকার উচ্চমাধ্যমিক পরিক্ষার্থী ঋত্বিক রায়ের মৃত্যু হয়। দু'বছর আগে ওই জায়গাতেই স্নানে নেমে একই এলাকার শুভাশিস দে নামে নবম শ্রেণির এক পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছিল। বাগজান নদীর ওই ঘাটের পাশেই তিনটি রেলসেতুর পিলারগুলিতে জল ধাক্কা খেয়ে পাশে গভীর গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। স্নান করতে নেমে অসাবধানতায় ওই গর্তে কেউ চলে গেলে দুর্ঘটনা ঘটছে বলে স্থানীয়দের অনুমান।

বাগজান নদীর ওই ঘাটে নিত্যদিন বহু মানুষ স্নান করা ছাড়াও দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজ করেন। এছাড়াও প্রতিমা বিসর্জন, পরলৌকিক কাজও করেন। অনেকে ওই স্থানে মাছ ধরার জন্য নদীতে নামেন। পুরসভা থেকে ওই স্থানে সতর্কতামূলক বোর্ড থাকলেও কেউই নিষেধাজ্ঞা মানেন না বলে অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের।

এদিন পুরসভার কাউন্সিলার ঝুলন সান্যাল, মৌসুমি সেন, গোবিন্দ পাল সহ অন্যরা দুর্ঘটনাস্থল সহ বাগজান ও জরদার বিপজ্জনক স্থানে গিয়ে সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে সতর্ক করেন। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বাহিনী নিয়ে জরদা নদীর বিভিন্ন বিপজ্জনক ঘাট পরিদর্শন করেন। কাউন্সিলার বলেন, 'গত কয়েক বছর ধরে নদীতে স্নান করতে নেমে একের পর এক মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন। প্রাণহানি রুখতে সব রকমের চেষ্টা করা হচ্ছে।' অন্যদিকে, ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ জানিয়েছেন, নদীর বিপজ্জনক ঘাটগুলিতে কেউ যাতে স্নানে না নামে সেব্যাপারে নজরদারি চালানো হবে।

স্কুল পড়ুয়ার মৃত্যুর জের

ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু ষাঁড়

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ২৮ এপ্রিল : এবার হাতি, বাইসন বা চিতাবাঘ নয়। ষাঁড়ের তাণ্ডবে হিমসিম খেতে হল চালসা সহ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের। গত কয়েকদিনে ওই ষাঁড়ের গুঁতোয় এলাকার তিনজন গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। শেষে ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ে খ্যাপা ষাঁড়টিকে কাবু করেন বনকর্মীরা।

কয়েকদিন ধরেই এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল ষাঁড়টি। ষাঁড়ের উপদ্রবে আতঙ্কিত এলাকাবাসী শেষে মেটেলি থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন। খবর পেয়ে মেটেলি থানার আইসি মিংমা লেপচা বনবিভাগ, প্রাণীসম্পদ বিভাগ ও দমকল বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সোমবার সংশ্লিষ্ট সব বিভাগের আধিকারিক ও কর্মীদের নিয়ে সাতখাইয়া এলাকায় অভিযান চালানো হয়। সেসময়ে কুর্তি নদীর ধারে ষাঁড়টি দাঁড়িয়ে ছিল। ষাঁড়কে কাবু করতে ঘুমপাড়ানি গুলি ছোড়েন বনকর্মীরা। তাতেই কাবু হয় খ্যাপা ষাঁড়। ষাঁড়টি নিস্তেজ হওয়ার পর তাকে ট্র্যাক্টরে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় শালবাড়ির গোশালায়। তারপরেই আতঙ্কমুক্ত হন এলাকাবাসীরা।

সাতখাইয়া এলাকার বাসিন্দা সঞ্জীব যোশি বলেন, 'গত কয়েকদিন ধরেই ষাঁড়টি এলাকায় তাণ্ডব চালাচ্ছিল। গুঁতো দিয়ে তিনজনকে গুরুতর জখমও করে ষাঁড়টি। তবে ওই ষাঁড়টি কেন এমন আচরণ করছিল, তা বোঝা যাচ্ছিল না। এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। এরপর বিষয়টি মেটেলি থানায় জানানো হয়। আজ ষাঁড়টিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে নিয়ে যাওয়া হয়।'

সোমবার সকলের উপস্থিতিতে ষাঁড়টিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করা হয় বলে জানিয়েছেন খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে। মাটিয়ালি ব্লক প্রাণীসম্পদ আধিকারিক ঋত্বিক হাজরার কথায়, 'বনকর্মীরা ষাঁড়টিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করেন। তারপর গোশালায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন সেখানেই সেটিকে রাখা হবে।'

ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু ষাঁড়কে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সোমবার চালসায়।

নাতির চিৎকারে বাঁচলেন বৃদ্ধা

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : নাতি যদি চিৎকার না করত, তাহলে হয়তো এখন বেঁচেই থাকতাম না। ঝড়ে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে একথাটাই বলছিলেন সত্তরোর্ধ্ব সবিতা নোনিয়া। তবে এখন কোথায় রাত কাটাবেন, সেই চিন্তায় দিশেহারা পূর্ব দোমোহনির ওই বৃদ্ধা।

তখন রাত আড়াইটে। নিজের ঘরে ঘুমিয়েছিলেন সবিতা। পাশের ঘরেই ছিলেন ভাইপো হীরালালের স্ত্রী পার্বতী ও তাঁর বছর পাঁচেকের ছেলে আদিত্য। সেসময়ে আকাশ কালো করে এসেছিল। ঘনঘন মেঘ ডাকছিল। সেই আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায় আদিত্যর। ভয়ে চিৎকার করতে থাকে সে। নাতির চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে যায় সবিতার। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাশের ঘরের দরজায় খিল নাড়তে শুরু করেন। আওয়াজ শুনে দরজা খুলে দেন আদিত্যর মা পার্বতী। নাতির কী হয়েছে জানতে বৃদ্ধা পার্বতীদের ঘরে ঢোকেন। আর তাতেই রক্ষা পান তিনি। ঠিক সেই সময়েই ঝড় শুরু হয়ে যায়। প্রবল ঝড়ে সবিতার ঘরের ওপর ভেঙে পড়ে বিশাল একটি পাকুড় গাছ। বিকট আওয়াজে কেঁপে ওঠেন তাঁরা। আতঙ্কে সকলে চিৎকার করতে থাকেন। তবে ঝড়ের মধ্যে তাঁদের চিৎকার আশপাশের

ভাঙা ঘরের সামনে সবিতা নোনিয়া।

কেউ শুনতে পাননি। কয়েক মিনিট ধরে ঝড় চলতে থাকে। ঝড় কমলে সকলে ঘরের বাইরে এসে চমকে ওঠেন। দেখেন, যে ঘরে সবিতা ঘুমিয়েছিলেন, গাছ পড়ে তা দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। নাতির চিৎকার শুনেই তিনি যে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন, তা বেশ ভালোই বুঝতে পারেন বৃদ্ধা। তবে তখনও বাড়ির সকলের চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট ছিল।

সবিতার ভাইপো হীরালাল সিভিক ভলান্টিয়ারের কাজ করেন। কাজের জন্য রবিবার রাতে বাড়িতে ছিলেন না। রাতেই বিপর্যয়ের খবর পেয়ে বাড়িতে ছুটে আসেন তিনি। হীরালাল বলেন, 'ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন পিসি।' তবে হতদরিদ্র পিসি কীভাবে ভাঙা ঘর মেরামত করবেন, তা ভেবেই পাচ্ছেন না। এবিষয়ে দোমোহনি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শুক্লা দত্ত রায় বলেন, 'ওই পরিবারটিকে কীভাবে সাহায্য করা যায়, সেই চেষ্টা চলছে।'

সমাপ্তি অনুষ্ঠান

ওদলাবাড়ি, ২৮ এপ্রিল : সোমবার ওদলাবাড়ি সুনীল দত্ত স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ে বর্ষব্যাপী রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন পর্বের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হল। এদিন বিএসএফ ব্যান্ডের সঙ্গে ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটি শোভাযাত্রা ওদলাবাড়ির বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মধুমিতা ধর, উৎসব আয়োজন কমিটির সভাপতি তপন ঘোষ সহ ওদলাবাড়ি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক নিরুমোহন রায় ছাড়াও বহু বিশিষ্ট নাগরিক এদিনের অনুষ্ঠানে শামিল হন।

বৃষ্টি ভেজা দিন...জলপাইগুড়ি ক্লাব রোডে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি। সোমবার।

আদালত রুখল নাবালিকার বিয়ে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : রাজ্যে প্রথম কোনও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করল আদালত। তার ফলে এবার নাবালিকার পরিবারের বিরুদ্ধে আগেভাগেই পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারবে বলে জানা গিয়েছে।

সোমবার জলপাইগুড়ির মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালত বানারহাট থানার বাসিন্দা একটি পরিবারের নাবালিকার বিয়ে আটকাতে নির্দেশ দেয়। জলপাইগুড়ি শিশু সুরক্ষা অফিসের প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর মৌসুমি দাস সংশ্লিষ্ট আদালতে ওই নাবালিকার বিয়ে দেওয়ার বিষয়টি জানিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আর্জি জানিয়েছিলেন।

চলতি মাসের ৩০ তারিখ সেই নাবালিকার বিয়ে ঠিক করেছে পরিবার। সিজেএম আদালতে বিয়ে আটকানোর মামলাটি উঠলে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সেকেন্ড কোর্ট) এই নির্দেশ দেন। এছাড়া বানারহাট থানাকে দ্রুত বিয়ে বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতেও বলা হয়েছে। এবিষয়ে জেলা শাসক শামা পারভিন জানান, আদালতের নির্দেশে বানারহাটে নাবালিকার বিয়ে আটকানো সম্ভব হল। সংশ্লিষ্ট থানাকেও আদালত থেকে নির্দেশনামা পাঠানো হয়েছে। জেলার শিশু সুরক্ষা আধিকারিক সুদীপ ভদ্র বলেন, 'নাবালিকার বিয়ের খবর পেয়ে আমাদের প্রতিনিধিদল নাবালিকার বাড়ি যায়। আইন অনুসারে নাবালিকার বিয়ে দেওয়া যায় না, এটা বোঝানোর পরেও তাঁরা বিয়ে বন্ধ করতে চাননি। তখন সিজেএম আদালতের দ্বারস্থ হই।'

সুদীপ এদিন জানান, নাবালিকার বিয়ে আটকাতে ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছে। সম্প্রতি ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইট-এর তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় বাল্যবিবাহ রুখতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা জানতে চাওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে কখনও কোনও আদালত নির্দেশিকা জারি করেছিল কি না, তাও জানতে চাওয়া হয়। তখনই জানা যায়, এতদিন রাজ্যে কোথাও এমন নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইনের ধারায় বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে না। ফলে লুকিয়ে বিয়ে দেওয়ার ঘটনা হামেশাই ঘটে। এই মামলার সরকারি আইনজীবী কল্লোল ঘোষ বলেন, 'অনেক ক্ষেত্রে বিয়ে আটকানোর প্রচেষ্টা করার পরেও অন্যত্র নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়। আইন মোতাবেক কিছুই করা যেত না। এবার আদালতের এই বিয়ে বন্ধের নির্দেশিকার পর নাবালিকার পরিবার ও আত্মীয়দের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।' পুলিশ প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থাও নিতে পারবে বলেও এদিন তিনি জানান।

রাজ্যে প্রথম

সুলভ শৌচালয় চালু

রাজগঞ্জ, ২৮ এপ্রিল : সোমবার গজলডোবা ব্যারেজ সংলগ্ন মিলনপল্লিতে একটি নবনির্মিত কমিউনিটি টয়লেটের উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক খগেশ্বর রায়। গজলডোবা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির অর্থানুকূল্যে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা খরচ করে এটি তৈরি হয়েছে। বিধায়ক বলেন, 'গজলডোবা একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্র। স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের কথা ভেবেই এই শৌচালয়টি তৈরি করা হয়েছে।' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালবাজারের মহাকুমা শাসক শুভম কুন্ডল, মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অর্চনা রায়, পঞ্চায়েত সদস্য সুব্রত বিশ্বাস প্রমুখ।

সামান্য বৃষ্টিতেই বেহাল আন্ডারপাস

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মুন্ডাবস্তি সংলগ্ন আসাম মোড় এবং কলেজপাড়া সংযোগকারী আন্ডারপাসটি সংস্কারের দাবি দীর্ঘদিনের। তবে আজও তার বাস্তবায়ন দেখা যায়নি। গত দু'দিনের একপশলা বৃষ্টিতেই জায়গাটিতে জল জমে গিয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই জায়গাটিতে সঠিক নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় অল্প বৃষ্টিতেই আন্ডারপাসটি জলে ভরে যায়। অন্যদিকে, আন্ডারপাসটি সার্ভিস লেনের থেকে নীচু হওয়ায় সেদিক দিয়ে জল বেরোনোর পথ নেই। এমনকি আন্ডারপাসের ভিতরের রাস্তায় বাতিও নেই। ফলে বৃষ্টিতে জলমগ্ন পথে রাতে যাতায়াত করার সময় সমস্যা বাড়ে। স্থানীয় অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাজেশ মণ্ডল এবিষয়ে বলেন, 'আন্ডারপাসের সংস্কারের জন্য আমরা একাধিকবার জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছি। তার উত্তর মেলেনি। আমরা জাতীয় সড়কের অধীন কোনও রাস্তার কাজ করতে পারি না। সাধারণ মানুষের কথা ভেবে আমরা আবার চিঠি দেব।'

তবে তাঁর মতে, আন্ডারপাসের যা উচ্চতা তাতে যদি রাস্তা উঁচু করা যায় তাহলেও বড় গাড়ি যাতায়াত করতে সমস্যা হবে। এব্যাপারে এক স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জীব সরকারের কথায়, 'ওই আন্ডারপাস দিয়ে যাওয়া আসা করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। দ্রুত সংস্কার করা প্রয়োজন। আমরা প্রতি বছর বর্ষাকালে সমস্যায় পড়ি। এবার বর্ষার আগে আন্ডারপাসটি মেরামত করা না হলে ফের একইরকম দুর্ভোগ পোহাতে হবে।' এনএইচএআই-এর উদ্যোগে জাতীয় সড়ক তৈরির সময় ওই এলাকায় আন্ডারপাসটি তৈরি হয়েছিল। তারপর আর সেভাবে সেটি রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি বলেই স্থানীয়দের দাবি। তবে বারবার অভিযোগ জানানোর পরও কেন প্রশাসন এব্যাপারে নজর দিচ্ছে না, প্রশ্ন তুলেছেন অঞ্জন এক্কার মতো এলাকাবাসীদের একাংশ। ওই পথ দিয়ে নিত্য যাতায়াতকারীরাও বেজায় ক্ষুব্ধ। সাধারণ মানুষের এই সমস্যা নিয়ে এনএইচএআই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও কোনও উত্তর মেলেনি।

মুন্ডাবস্তি সংলগ্ন আন্ডারপাস সংস্কারের দাবি দীর্ঘদিনের।।

প্রাণ ভরে শ্বাস নিরিবিলি কোঠিদাড়ায়

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : পাহাড়ি হাওয়া মন ভালো রাখার অব্যর্থ দাওয়াই। ছুটির দিনে সঙ্গী হোক পরিবার বা প্রিয়জন। দিনে গিয়ে ফিরে আসতে হবে আবার, তাই বেশি দূরে যাওয়ার উপায় নেই। রোহিণী লেক বা পার্কে এখন বড্ড ভিড়। অ্যাডভেঞ্চারে ইচ্ছুক না হলে প্যারাসুট গ্রাউন্ডে যাওয়ার মানে হয় না। চাই নতুন ঠিকানা। নিরিবিলি। দু'চোখ জুড়িয়ে যাবে যে পথে গেলে।

তেমন একটি কোঠিদাড়া। রোহিণী টোলগেট পেরিয়ে বাঁদিকে উঠে যায় খাড়া রাস্তা। সেই পথে উঠতে শুরু করলে কিছুক্ষণ পর দু'পাশে সবুজ গালিচা। ধাপে ধাপে লাগানো চা গাছ। আরও কিছুটা এগোলে রয়েছে ভিউপয়েন্ট। সেখান থেকে নীচে তাকালে রোহিণী লেকটি দেখা যায়। কিছুটা নজর ঘোরালে অনেকটা দূরে সমতলের জনপদ। সোশ্যাল মিডিয়ায় কোঠিদাড়ার ভিডিও দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন হায়দরপাড়ার বাসিন্দা সৌরভ দে। রবিবার সপরিবারে এসেছিলেন বেড়াতে। বললেন, 'এত বছর ধরে শিলিগুড়িতে আছি, এই প্রথমবার এলাম এদিকে। স্ত্রী আর বোন তো ছবি তুলেই যাচ্ছে। ভারী সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য।'

পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে যত ওপরে ওঠা যায়, প্রাণ খুলে শ্বাস ভরে নেওয়া যায় তত। শিলিগুড়ি শহরের অদূরে রোহিণী জায়গাটি আমাদের প্রত্যেকের কমবেশি চেনা। রোহিণী লেক, পার্ক ছাড়াও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে প্যারাস্যুট গ্রাউন্ড। কেউ কেউ আবার রাস্তার দু'ধারে থাকা ক্যাফে, রেস্তোরাঁগুলোতে একান্তে সময় কাটাতে ভালোবাসেন। এখন কোঠিদাড়া ভ্রমণপিপাসুদের নজর কাড়তে শুরু করেছে। পর্যটকদের দেখে মুখে হাসি ফুটছে এলাকাবাসীর। স্থানীয় অর্থনীতির

হালে পানি আসছে। কেউ খুলেছেন ফাস্ট ফুডের ছোট দোকান, কেউবা বিকোচ্ছেন চা।

ভিউপয়েন্টে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখছিলেন দেব দে। তিনি শিলিগুড়ির প্রধাননগরের বাসিন্দা। এই জায়গাটি খুব বেশি প্রচারের আলোয় না আসুক, চাইছেন তিনি। কেন এমন ভাবনা? যুক্তি দিলেন, 'যখন কোথাও আনাগোনা বাড়ে, তখন জায়গাটি নিজস্ব সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে। এখন যে শান্ত, স্নিগ্ধ বাতাবরণ রয়েছে, তা আর থাকবে না।'

তারপর 'তবে মনে হয় না বেশিদিন আড়ালে রাখতে পারব কোঠিদাড়াকে' বলেই হেসে ফেললেন তিনি। এখানে হাতেগোনা কিছু খাবারের দোকান আছে। তবে পর্যটকদের আগ্রহ দেখে অনেকেই ক্যাফে খোলার পরিকল্পনা করছেন। কথা হল স্থানীয় শিরিন লামার সঙ্গে। বলছিলেন, 'মাসছয়েক আগেও এই পথে তেমন বাইরের লোককে দেখতাম না। তুলনামূলকভাবে রোহিণীর অন্যত্র পর্যটকদের ভিড় চোখে পড়ে। তবে এখন ধীরে ধীরে লোক আসতে শুরু করেছে।'

বাড়ির সামনে মোমো, আলুমিমি আর নুডলসের দোকান দেবেন বলে পরিকল্পনা নিয়েছেন সুরোজ দোরজি। তাঁর কথায়, 'বাড়ির সামনে জায়গা রয়েছে। সেখানেই দোকান খুলব। পর্যটকরা এসে খাবারের দোকানের খোঁজ করেন। আশা করছি, আরও ভিড় বাড়লে আমাদের আর্থিক লাভ হবে।' কোঠিদাড়ায় একটি ক্যাফে রয়েছে স্বপন থাপার। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'আমাদের ক্যাফে থেকে সমতলের ঘরবাড়ি দেখা যায়। রাত বাড়লে আলোকমালা চোখ জুড়িয়ে দেয়। তাই প্রচুর মানুষ আসছেন। সবাই এসে জায়গাটির প্রশংসা করেন। খুবই ভালো লাগে।'

শহর শিলিগুড়ি থেকে ৪৫-৫০ মিনিটের দূরত্ব। ভিউপয়েন্ট ছাড়িয়ে আরও দূরে চলে যায় রাস্তাটি। একাধিক জায়গা থেকে নীচের মনোরম দৃশ্য চোখে পড়ে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন ওঁরা।

জয় তৃণমূলের

জয়নগরে সমবায় নির্বাচনে তৃণমূলের বিপুল জয়। কোনও দলীয় প্রতীক ব্যবহার করা হয়নি এই নির্বাচনে। ২৯টি আসনে ১৭ জন তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থী ছিলেন।

ঝড়-বৃষ্টি

আগামী সাতদিন তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা নেই বলে পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তরের। দক্ষিণের জেলাগুলিতেও ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা। কিছু জেলায় শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা।

কমল পড়ুয়া

চলতি শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের বিএড কলেজগুলিতে অনেকটাই কমল পড়ুয়ার সংখ্যা। ৬০০টির বেশি কলেজে প্রায় ৭০০০ আসন ফাঁকা রইল।

হেনস্তা

হাওড়ার আমতায় শিক্ষিকাকে হেনস্তার ঘটনায় এক শিক্ষক সহ শিক্ষিকাদের মারধরের অভিযোগ উঠল। ঘটনায় তিন তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সোমবার হাজরা থেকে কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি অবধি অভিযান ছিল শিক্ষাকর্মীদের। সেখানেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন চাকরিহারারা।

হাসেন অন্তর্যামী...

জয় শ্রীরামের জবাব ‘জয় জগন্নাথ’

পুলকেশ ঘোষ

দিঘা, ২৮ এপ্রিল : জগন্নাথধামের দিকে আঙুল তুলে স্বামী বললেন, ‘দেখো দেখো, মোদির যেমন অযোধ্যা মন্দির, সেরকম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দিঘার জগন্নাথধাম।’ আর শোনা গেল না। কারণ, পুলিশ ততক্ষণে তাঁদের সরিয়ে দিয়েছে রাস্তার অন্যদিকের ফুটপাথে।

পথচলতি মানুষের এই কথাটা পাড়তেই মুচকি হাসলেন রাধারমণ দাস। ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জগন্নাথধামের উদ্বোধন করার পরেই এর পরিচালনভার যাচ্ছে ইসকনের ওপরেই। রাধারমণ মুচকি হেসে বললেন, ‘এই মন্দিরে ঢুকলেই আপনি বুঝবেন আর দশটা মন্দিরের সঙ্গে এর ফারাক। একটা আলাদা অনুভূতি হবে। আমি বুঝতে পারছি মুখ্যমন্ত্রী প্রভুর আশীর্বাদধন্য। নইলে এরকম মন্দির তৈরি হতে পারত না।’

একই কথা বলছে রাজনৈতিক মহল। ২০২৬-এর নির্বাচনে ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগানকে ভোঁতা করতেই মমতা ‘জয় জগন্নাথ’ স্লোগান ভাসিয়ে দিলেন দিঘার সমুদ্রতট থেকে। তার ঢেউয়ে জয় শ্রীরামের টেকা দায় হবে। কেন ‘জয় জগন্নাথ’ স্লোগান বেশি গ্রহণযোগ্য, তাও ব্যাখ্যা করেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তাঁরা বলছেন, আম বাঙালির কাছে রামের চেয়ে জগন্নাথ দেব অনেক কাছের। কমবেশি সব বাঙালিই অন্তত একবার পুরীর জগন্নাথধামে গিয়েছেন। ছোট থেকে জয় জগন্নাথ ধ্বনির সঙ্গে কান অভ্যস্ত। তাই চেনা ধ্বনি মনের গভীরে ঢুকতে বেশি সময় নেবে না। এটা বুঝেই মমতা দলের সব পর্যায়ে জয় বাংলার পাশাপাশি এই ‘জয় জগন্নাথ’ ধ্বনি ছড়িয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

উদ্বোধনের লাইভ কভারেজ যাতে বড় পর্দায় সব জায়গায় দেখানো হয়, ভালো করে সে ব্যাপারেও জেলায় জেলায় সব স্তরের কর্মীদের কাছে নির্দেশ পৌঁছে গিয়েছে।

২০ একর জমিতে ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই মন্দির তৈরির পরিকল্পনা ছিল দীর্ঘদিন ধরেই। ২১৩ ফুট উঁচু এই মন্দির তৈরির ঘোষণা হয়েছিল ২০১৯ সালেই। কিন্তু মাঝে একটা বিধানসভা নির্বাচন এসে যাওয়ায় কাজ শুরু করা যায়নি। শেষমেশ ২০২২ সালে হিডকোর অধীনে নির্মাণকাজ শুরু হয়। এই মুহূর্তে মমতার কাছে এটিই টপ প্রায়োরিটি। তাই বহু মন্ত্রী-সান্ত্রী নিয়ে তিনি সোমরার দুপুর থেকেই এখানে এসে ঘাঁটি গেড়েছেন। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী ও শীর্ষ পদাধিকারীরা এখন দিঘায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী দুপুরে দিঘায় পৌঁছেই কটকটে রোদে একবার মন্দির পরিদর্শনে আসেন। মাঝে কিছুটা সময় বিশ্রাম নিয়েই তিনি আবার বিকালে চলে আসেন মন্দির চত্বরে।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘাঁটিতে মমতার এই মন্দির রাজনীতি নিঃসন্দেহে তাঁকে অনেকটাই অস্বস্তিতে ফেলেছে। তিনি আগেই বলে রেখেছিলেন, এই মন্দিরে তিনি আদৌ আসবেন না। তবে মন্দির উদ্বোধনের প্রাক মুহূর্তে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন প্রণামীর অধিকার নিয়ে। তাঁর জিজ্ঞাসা, ‘মন্দিরে জগন্নাথ দেবের চরণে যে প্রণামী দেবেন তা কে পাবে, এটা কি মন্দিরের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে, নাকি এটা হিডকোর আয়ের একটা উৎস হিসাবে গণ্য হবে?’ বিজেপির অস্বস্তি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে নেতাদের মন্তব্য থেকে। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, এটা কি আদৌ মন্দির? কাগজে-কলমে তো বলা আছে এটি জগন্নাথধাম সংস্কৃতিকেন্দ্র। এভাবে ভক্তদের বিশ্বাস নিয়ে খেলা করা হচ্ছে কেন?

তৃণমূল নেতারা বলছেন, দিদিকে ‘জয় শ্রীরাম’ বলে একটা সময় রীতিমতো উত্যক্ত করা হয়েছে। এবার ওরা জয় জগন্নাথ সামলাক। দেখ, কেমন লাগে!

কৌশল

- রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বাঙালির কাছে রামের চেয়ে জগন্নাথ অনেক কাছের
- ছোট থেকে জয় জগন্নাথ ধ্বনির সঙ্গে কান অভ্যস্ত
- তাই চেনা ধ্বনি মনের গভীরে ঢুকতে বেশি সময় নেবে না
- সেজন্যই মমতা জয় বাংলার সঙ্গে ‘জয় জগন্নাথ’ ধ্বনি ছড়িয়ে দিতে চাইছেন

ভগবানের সঙ্গে কোনও ঝগড়া নেই : দিলীপ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : আমন্ত্রণ পেলেও দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনে যে যাবেন না, আগেই তা জানিয়ে দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবে তাঁর দলের সতীর্থ, প্রবীণ নেতা দিলীপ ঘোষ সোমবার জানিয়ে দিলেন, আমন্ত্রণ তাঁকেও করা হয়েছে। সময়-সুযোগ করতে পারলে তিনি নিশ্চয়ই বুধবার দিঘার মন্দির উদ্বোধনে যাবেন। ওই দিন হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় দলের একটা অনুষ্ঠান আছে। এটা পূর্বঘোষিত। তাঁর থাকার কথা। ওই অনুষ্ঠানে দলের উদ্যোক্তার সঙ্গে কথা বলে সময় বের করতে পারলে অবশ্যই বুধবার তিনি দিঘায় পৌঁছোবেন। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি বলেন, ‘শুভেন্দুবাবু যাবেন না, এটা ওঁর একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। ভগবানের সঙ্গে আমার কোনও ঝগড়া নেই। মন্দির উদ্বোধনে যেতে বাধা কোথায়? যেতেই পারি।’

সোমবার ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’-এর কাছে মন্দির উদ্বোধন নিয়ে এই মন্তব্য করলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করতেও ছাড়েননি তিনি। টেনে এনেছেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বাতিলের কথা, ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের গুরুত্বপূর্ণ মামলা, আর দিনের পর দিন রাস্তায় বসে আন্দোলনকারী হাজার হাজার টেট পাশ করা অসংখ্য চাকরিপ্রার্থীর কথা। তিনি বলেন, ‘মন্দির, পুজোপাঠ এসব তো থাকবেই, তবে তার আগে মুখ্যমন্ত্রীর এসব নিয়ে ভাবা উচিত। ওটা তো মানুষের রুটিরুজির প্রশ্ন। মন্দিরের আগে মুখ্যমন্ত্রীর উচিত যোগ্য শিক্ষিতদের রুটিরুজির বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া। সব দেখে তো মনে হচ্ছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এসব নিয়ে উদাসীন।’

দিলীপ বলেন, ‘দিঘায় জগন্নাথ দেবের মন্দির উদ্বোধন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হাজার হাজার বছরের কথা বলেছেন। তাহলে বলতে হয়, আসল দায়িত্বে মন না দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মন্দির উদ্বোধন করে নিজে অমর হতে চাইছেন? নাহলে রাজ্যের শিক্ষিত সমাজের চাহিদার কথা ভুলে গিয়ে মন্দির উদ্বোধনে কেন মেতে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী?’ উদ্দেশ্য তাঁর মোটেই ভালো নয় বলেই ধারণা তাঁর।

দিলীপ বলেন, ‘এরপর তো মুখ্যমন্ত্রীকে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থে মসজিদ তৈরির উদ্যোগও নিতে হবে। ইতিমধ্যেই এই দাবি তাঁরা তুলতেও শুরু করেছেন। কী করবেন মুখ্যমন্ত্রী? এমনিতেই হাজার হাজার চাকরি বাতিল, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় বিভিন্ন দুর্নীতির ইস্যুতে প্রায় দিশাহারা অবস্থা মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দল তৃণমূলের। বিপাকে পড়ে অস্বস্তির মধ্যে রাজ্য সরকার সব অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। যা পরোক্ষে আদালত অবমাননার শামিল।’

প্রাথমিকের চাকরি বাতিল মামলার শুনানি ৭ মে

রিমি শীল

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে একক বেঞ্চে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলাকালীন আবেদনকারীদের বক্তব্য শোনা হয়নি বলে জানালেন তাঁরা। তাই সোমবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানিতে আবেদনকারীদের বক্তব্য, একক বেঞ্চে পর্ষদ কী বক্তব্য রেখেছে তা জানতে চান তাঁরা। এই মামলার সমস্ত নথি তাঁদের কাছে নেই। তাই এদিন প্রাথমিকে মামলার সকল পক্ষকে ৭ মে সমস্ত কাগজপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ‘একাধিক আইনজীবীর বক্তব্য একসঙ্গে শোনার সময় নেই আদালতের। যে আইনজীবীদের বক্তব্য একই তাঁদের কোনও একজনের নেতৃত্বে সকলের বক্তব্য একসঙ্গে পেশ করতে হবে।’ ওই দিন প্রথম বক্তব্য জানাবে পর্ষদ।

এদিন আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী জানান, ২০১৪ সালের টেটের ভিত্তিতে ২০১৭ সালে নিয়োগ হয়। এর বিরুদ্ধে ২০২২ সালে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। ২০২৩ সালে তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একক বেঞ্চের নির্দেশে ৪২৫০০ শিক্ষকের মধ্যে ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়। তবে তাঁরা স্কুলে যেতে পারবেন। পার্শ্বশিক্ষকদের মতো তাঁদের বেতন দেওয়া হবে বলা হয়। কিন্তু তিন মাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল রাজ্যকে। ওই মামলায় তাঁরা যুক্ত ছিলেন না। তাঁরা এখনও কর্মরত রয়েছেন। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ‘আবেদনকারী কারা?’ আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি জানান, দুই ধরনের আবেদনকারী রয়েছেন। আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, ‘শীর্ষ আদালত সকল পক্ষের বক্তব্য শুনতে বলে। আপনি দিন নির্ধারণ করুন।’ আবেদনকারীদের তরফে জানানো হয়, পেপারবুকে কী ছিল, তা আমরা জানতে চাই। একক বেঞ্চে পর্ষদ কী বক্তব্য রেখেছিল, সেই সম্পর্কে আমরা অবগত হতে চাই। রাজ্যের উদ্দেশে ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, ‘আপনারা কেন পেপারবুক শেয়ার করছেন না?’ তারপরই ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, ৭ মে মামলার শুনানি শুরু হবে। প্রথম সওয়াল করবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। মামলার সমস্ত পক্ষকে কাগজপত্র বা পেপারবুক আদালতে জমা দিতে হবে।

শীর্ষ আদালতের নির্দেশে ২৫৭৫২ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশের পর প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলা নিয়ে ইতিমধ্যে উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে। পরবর্তী শুনানির দিন পর্ষদের তরফে কী বক্তব্য রাখা হয় তা নিয়ে এখন চর্চা।

ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তৃণমূলের

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : রবিবার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আগেই ঘোষিত হওয়া দিঘা যাওয়ার দুটি ‘বিশেষ’ লোকাল ট্রেন বাতিল করেছিল দক্ষিণ-পূর্ব রেল। কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত রেলের এই সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সমাজমাধ্যমে একাধিক পোস্ট করেছে সোমবার। তাদের অভিযোগ, ‘গুরুত্বপূর্ণ উৎসব বা অনুষ্ঠানের আগে ট্রেন বাতিল করাটা বিজেপির হাতের অস্ত্র হয়ে উঠেছে। অনেক আগে থেকে ঘোষণা হওয়া সত্ত্বেও দিঘাগামী দুটি ট্রেন রাজনৈতিক চাপেই দক্ষিণ-পূর্ব রেল বাতিল করেছে। যে দল হিন্দুত্বের জামা পরে ঘোরে তারাই শুধুমাত্র সংকীর্ণ স্বার্থের জন্য ভক্তদেরকে জগন্নাথ মন্দিরে যেতে বাধা দিচ্ছে।’

বিজেপির আগের একাধিক ‘রেল চক্রান্ত’-এর কথা তুলে ধরেছে তৃণমূল। ২০২৩ সালে একশো দিনের কাজ ও আবাস যোজনার টাকার দাবিতে জব কার্ড হোল্ডারদের নিয়ে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা যখন বিক্ষোভ কর্মসূচি করতে দিল্লি গিয়েছিলেন, তখনও কেন্দ্রের কাছে বিশেষ ট্রেনের আবেদন করা হয়েছিল তৃণমূলের তরফে। আগেই সিকিউরিটি ডিপোজিট জমা করা হয়ে গেলেও দিল্লি যাওয়ার আগের দিন বিকালে ই-মেল করে রেল কর্তৃপক্ষ ট্রেন বাতিলের কথা জানান। সেই সময়ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের তরফে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনের সময়েও ডাবল ইঞ্জিন সরকার বিশেষ ট্রেন এবং প্লেনের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু দিঘায় মন্দির উদ্বোধনের আগে এমনভাবে ট্রেন বাতিল করাকে কেন্দ্রের প্রতিহিংসার রাজনীতি বলেই মনে করছে তৃণমূল।

উদ্বোধনের আগে সোমবারই দিঘায় পৌঁছে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরজমিনে খতিয়ে দেখলেন সবকিছু।

মন্দির নিয়ে রাজনীতির অঙ্ক

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সৌজন্যে বাঙালির অক্ষয় তৃতীয়া এবার মন্দিরময়। ৩০ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দিঘায় জগন্নাথধামে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত ৯টি মন্দিরের সংস্কার ও নতুন করে সেখানে পূজার্চনা শুরু হবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, লক্ষ্য একটাই, বিধানসভা ভোটের প্রাক বর্ষে মন্দির রাজনীতি নিয়ে প্রচারের ‘অমৃত’ ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ ছাড়তে নারাজ তৃণমূল-বিজেপি।

দিঘার জগন্নাথধামের উদ্বোধনের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার শুরু হচ্ছে যজ্ঞানুষ্ঠান। বুধবার বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা যখন শুরু হবে, প্রায় একই সময়ে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে সুকান্তর হাতে মূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হতে পারে। স্বাভাবিকভাবে একইদিনে দিঘা ও মুর্শিদাবাদের শাসক-বিরোধী এই মন্দির রাজনীতির তর্জায় নতুন করে সরগরম হতে চলেছে রাজ্য রাজনীতি। মুখ্যমন্ত্রীর বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করাকে কটাক্ষ করে সুকান্ত বলেছেন, ‘রাজ্যে হিন্দুদের যে মন্দির রয়েছে, তাকে রক্ষা করতে পারেন না মুখ্যমন্ত্রী। অথচ নতুন মন্দির করে হিন্দুত্বের জাহির করতে চান তিনি।’

এদিকে, শুভেন্দু অধিকারীর মন্দিরগুলি রয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত মন্দিরের তালিকায়। সব ঠিকঠাক থাকলে বুধবার জগন্নাথধামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠার শুভক্ষণেই মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে সুকান্তর হাতে মূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হতে পারে। স্বাভাবিকভাবে একইদিনে দিঘা ও মুর্শিদাবাদের শাসক-বিরোধী এই মন্দির রাজনীতির তর্জায় নতুন করে সরগরম হতে চলেছে রাজ্য রাজনীতি। মুখ্যমন্ত্রীর বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করাকে কটাক্ষ করে সুকান্ত বলেছেন, ‘রাজ্যে হিন্দুদের যে মন্দির রয়েছে, তাকে রক্ষা করতে পারেন না মুখ্যমন্ত্রী। অথচ নতুন মন্দির করে হিন্দুত্বের জাহির করতে চান তিনি।’

এদিকে, শুভেন্দু অধিকারীর ওইদিনে কাঁথিতে বিশেষ কর্মসূচি এখনও আদালতের গেরোয় আটকে। মুখ্যমন্ত্রীর দিঘার মন্দিরের উদ্বোধনের ঘোষণার দিনেই তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে শুভেন্দুও কাঁথিতে জগন্নাথ মন্দিরের শিলান্যাসের কর্মসূচির ঘোষণা করেছিলেন। ঘোষণা অনুযায়ী ৩০ তারিখ কাঁথিতে সেই মন্দিরের শিলান্যাস হওয়ার কথা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর দিঘার কর্মসূচির জেরে ওইদিনে একই জেলায় শুভেন্দুর কর্মসূচিতে বাদ সেধেছিল পুলিশ প্রশাসন। তার বিরুদ্ধে আদালতে গেলেও সোমবার পর্যন্ত সেই মামলায় রায় পাননি শুভেন্দু। এই পরিস্থিতিতে ৩০ এপ্রিল শুভেন্দুর কাঁথির জগন্নাথ মন্দিরের শিলান্যাস কর্মসূচি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন আভা সার্জি সেন্টারের ডাঃ বিকে মিত্র এবং ডাঃ কঙ্কণ দাস মিত্র, অভিনেত্রী গার্গী রায়চৌধুরী, পদ্মভূষণপ্রাপ্ত ঊষা উত্থুপ এবং পুরস্কারপ্রাপকরা।

‘অন্য নারীর গল্প’ সম্মান

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : পূর্ব ভারতের শীর্ষস্থানীয় আইভিএফ কেন্দ্র ‘আভা সার্জি সেন্টার’-এর ৩০ তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হল ‘অন্য নারীর গল্প’ সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পদ্মভূষণ ঊষা উত্থুপ, জনপ্রিয় অভিনেত্রী গার্গী রায়চৌধুরী প্রমুখ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে চার নারীকে ‘অন্য নারীর গল্প’ সম্মান দেওয়া হয়েছে। সেই চারজন হলেন প্রতিমা পোদ্দার, টুম্পা দাস, তানিয়া সান্যাল এবং দেবযানী মুখোপাধ্যায়। সবাইকে ট্রফি, সার্টিফিকেট এবং ৫০ হাজার টাকা করে নগদ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। আভা সার্জি সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ বাণীকুমার মিত্র জানিয়েছেন, সম্মানপ্রাপকরা প্রত্যেকেই নানা বাধা পেরিয়ে জীবনে সফলতা পেয়েছেন, যা গল্পের মতো এবং অন্যদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। তাই তাঁদের সম্মানিত করে ধন্য হল আভা সার্জি সেন্টার।

উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ ৭ মে

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : ৭ মে উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ। সোমবার বিকালে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ জানিয়েছে, ৭ মে বুধবার বেলা ১২.৩০-এ বিদ্যাসাগর ভবন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে তারা ফলপ্রকাশ করবে। দুপুর ২টো থেকে পরীক্ষার্থীরা নিজেদের ফলাফল দেখতে পারবে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপ থেকে। তখনই রেজাল্ট ডাউনলোডও করা যাবে। ৮ মে স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা পরীক্ষার্থীদের হাতে মার্কশিট ও শংসাপত্র তুলে দেবেন। গত ১৮ মার্চ শেষ হয়েছে রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষের প্রায় দেড় মাসের মাথায় ফলপ্রকাশ করা হচ্ছে।

‘যোগ্য’ চিন্ময়

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : স্কুল সার্ভিস কমিশন যে ‘যোগ্য’দের তালিকা আগেই প্রতিটি স্কুলে পাঠিয়েছিল, সেখানে বঞ্চিত হয়েছিলেন ‘যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ২০১৬’-এর আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিন্ময় মণ্ডল। সেই নিয়ে বিরোধী শিক্ষক মঞ্চগুলির সমালোচনাও কম হয়নি। তবে প্রায় ছয়দিন পর এসএসসির সংশোধিত ‘যোগ্য’ শিক্ষকদের নামের তালিকায় যুক্ত হল চিন্ময়ের নাম।

স্বপ্ন আন্তর্জাতিক পর্যটনকেন্দ্র হওয়ার

এত আয়োজন... পর্যটক কই?

পুলকেশ ঘোষ

দিঘা, ২৮ এপ্রিল : পর্যটকশূন্য দিঘায় সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন, দিঘার নতুন জগন্নাথধাম এই পর্যটনকেন্দ্রকে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে দেবে। উদ্বোধনের দু’দিন আগেই তিনি এখানে পৌঁছে গিয়েছেন। একবার নয়, সন্ধে নামার আগে দু’বার তিনি মন্দির প্রাঙ্গণ ঘুরে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘কৃষ্টি, স্থাপত্য, সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মবাদের মেলবন্ধন হবে এই দিঘায়। দিঘায় এমনিতেই মানুষ সমুদ্রের টানে আসে। তার সঙ্গে এই তীর্থস্থান পরিচিতি একে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে দেবে। কিন্তু যে পর্যটকদের জন্য এত আয়োজন হচ্ছে, তাঁরা কোথায়? দিঘা এখন পর্যটকশূন্য। মমতা এখানে পৌঁছোনোর আগেই পর্যটকরা দিঘা ছেড়েছেন। কলকাতা থেকে আসা মন্ত্রী, আমলা, সরকারি অতিথি আর সাংবাদিক ছাড়া কোনও বাইরের লোক এখানে নেই।

কলকাতা থেকে আসার সময়েই নজরে এসেছে রাস্তায় যানবাহন খুবই কম। গোটা রাস্তায় গার্ড রেল দিয়ে গতি কমিয়ে রাখার চেষ্টা দেখা গিয়েছে। দিঘার রাস্তা আরও শুনসান। চতুর্দিকে গার্ড রেল দিয়ে ঘেরা। পুলিশে পুলিশে রাস্তা থেকে সমুদ্রতীর সর্বত্র ছয়লাপ। দোকানপাট প্রায় সবই বন্ধ। স্থানীয়রা বললেন, পুলিশ এসে বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। বুধবার পর্যন্ত ব্যবসা বন্ধ। শুকনো মুখে দোকানদাররা আশপাশে ঘুরে বেড়ালেও মুখ খুলতে নারাজ। শুধু জানালেন, আপাতত দোকান বন্ধ। কাছাকাছি গ্রামগুলিতে যাঁদের বাড়ি তাঁরাও এই তিনদিন দিঘায় থাকবেন না। চলে গিয়েছেন।

জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের তোড়জোড়।

তাঁরা মুখ না খুললেও দুঃখের কথা জানিয়েছেন দিঘা হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী। বললেন, ‘কাদের জন্য জগন্নাথ মন্দির? পর্যটকরা যদি নাই থাকেন তাহলে আর কাদের জন্য মন্দির? একেই ব্যবসা নেই। তার ওপর হোটেলে টানা তিনদিন পর্যটক নেই। এতে কীভাবে পর্যটনের উন্নতি হবে কে জানে?’

আপাতদৃষ্টিতে স্থানীয়দের হিসাব অনুযায়ী, মন্দিরের জন্য সরাসরি লাভবান হতে পারেন ৭৬ জন। দিঘা শংকরপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি মন্দির চত্বরে ডালা নিয়ে বসার জন্য ৭৬ জনকে অনুমতি দেবে। এর মধ্যে ১৬টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বাকি হল ওই জমিতে থাকা হকারদের ৬০ জনকে পুনর্বাসনের বিষয়টি। এর বাইরে সামগ্রিকভাবে মানুষজন এলে সামগ্রিকভাবেই সব ব্যবসাই ভালো চলবে।

শুনসান দিঘা কিন্তু সেজে উঠেছে অপরূপ সাজে। চন্দননগরের আলোয় ঝলমল করছে এই তটনগরী। দিঘা জুড়ে মাইকে গান চলছে মমতার লেখা ও তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের গাওয়া ‘নয়নপথগামী জগন্নাথস্বামী’। পর্যটকের ভিড় সরতেই পাথরের সারি পেরিয়ে ঢেউয়ের মধ্যে খেলা করতে নেমে পড়েছে কুকুরের দল। ফাঁকা তটে জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে মন্দির পরিদর্শনরত মুখ্যমন্ত্রীর লাইভ সম্প্রচার।

দ্বিতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মন্দিরে সপার্ষদ এলেন বিকেলে। বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য,পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায় ও দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু সর্বক্ষণ মন্দির সংক্রান্ত কাজের খুঁটিনাটি বিষয় দেখভাল করছেন। ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাসের মুখে স্পষ্ট ক্লান্তির ছাপ। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকছেন তিনি।

দিঘাজুড়ে হাজারখানেক টোটো চলে। কিন্তু এদিন বিকেল থেকে আর একটি টোটোও চলছে না। তাদেরও বারণ করা হয়েছে। এই দিঘা একেবারেই অচেনা। আমার আপনার চিরকেলে চেনা সমুদ্র শহর দিঘা নয়।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৩৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৫ বৈশাখ ১৪৩২

বাঙালির ধর্মসংকট

বাঙালি পরিচয় ছাপিয়ে চারদিকে বড় হয়ে উঠছে ধর্মীয় বন্ধন। শুধু বাংলাদেশে নয়, পশ্চিমবঙ্গেও। পৃথিবীর যেখানেই বাঙালি থাকুক, এই ভেদ চেতনা আচ্ছন্ন করছে অধিকাংশকে। সেই ভেদে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের বাঙালি পরিচয় গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে। বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালি পরিচয়টাই যেন গৌণ হয়ে যাচ্ছে। আজকের বাঙালি ভুলে যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাকে। যিনি ১৯০৫-এ রাখিবন্ধনকে হিন্দু-মুসলমান বাঙালির মিলনোৎসব করে তুলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় সেই প্রথম বাঙালি জাতীয়তাবোধে মুসলিম অংশীদারিত্বের সূচনা হয়েছিল। সেই শিক্ষায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সার সত্যটি বলেছিলেন- 'বাঙালি হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রিস্টান হউক, বাঙালি বাঙালি।' সেই সত্য থেকে ক্রমেই দূরে সরছে বাঙালি। সাংস্কৃতিক মননে বাউল, এমনকি ফকিরদের মধ্যে চণ্ডীদাসের ভাবনা বইছে বলে বাংলাদেশে লালন উৎসবে বাধা দেওয়া হচ্ছে। আক্রান্ত হচ্ছে সুফি সমাজ। নজরুল ইসলামকে মুসলিম না মনে করার ভাবনা ছড়ানো হচ্ছে।

বাঙালি শুধু কাঁটাতারের বেড়ায় দ্বিখণ্ডিত নয়, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদে বিভাজিত হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ প্রতিবেশীকে অচেনা মনে হয়েছে মুর্শিদাবাদে, মালদার মোথাবাড়িতে। প্রতিটি ক্ষেত্রে বাইরের ইন্ধন, প্ররোচনা প্রমাণ হলেও সৌভ্রাতৃত্বের, সহাবস্থানের পরিবেশটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জেনে হোক, না জেনে হোক, বাঙালি বিভাজনের সেই ফাঁদে পা দিয়ে ফেলছে। যে কারণে সিপিএম সমর্থক পরিবারও হিন্দুত্বের রাজনৈতিক ভাবনায় আশ্রয় নিচ্ছে। মুর্শিদাবাদে যা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

আবার বাংলাদেশে হিন্দু সন্ন্যাসীকে হেনস্তা কিংবা মন্দির ধ্বংসের পিছনে প্রতিবেশীর বাঙালি পরিচয়টিকে লঘু করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র নির্লজ্জভাবে প্রকট হয়ে উঠছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বদলে জন্ম নিয়েছে হিন্দু ও মুসলিম জাতীয়তাবোধ। যা পরস্পরের 'অপর', বৈরী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে। এতে বাঙালি যে বাস্তবে হীনবল হয়ে পড়ছে, বাঙালি ঐক্যে আঘাত লাগছে- সেই চেতনা যেন ফিকে হয়ে আসছে। ভাষা এক হলেও নিছক ধর্মীয় ফারাক আচ্ছন্ন করছে বাঙালি মননকে।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই পরিস্থিতি হঠাৎ তৈরি হয়নি। নতুন করে দুই ভিন্ন জাতীয়তাবোধ বাঙালিকে গ্রাসও করেনি। অনেক আগে থেকে ভাবনাগুলি ছিল। কখনও সুপ্তভাবে, কখনও ছিল সোচ্চার প্রকাশ। যে কারণে ভারতের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণে পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম সমাজের একাংশের অনীহা অনুভূত হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব তা বুঝতে পেরেছিলেন।

ঊনবিংশ শতকের গোড়া থেকে তাই স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সার্বিক ভারতীয় ও বাংলায় সার্বিক বাঙালি পরিচয়ের সূত্রে গাঁথতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল এমন কথাও বলেছিলেন যে, 'বাঙালি যদি বাংলাকে ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহারও আর জীবনের ওপর কোনও দাবি থাকিবে না।' এরপরেই বিপিনচন্দ্র যা বলেছিলেন, তা আজকের বিভাজনের পটভূমিকায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তিনি সতর্ক করেছিলেন, 'এই কথাটাই আজ বাঙালিকে সকলের আগে বাঙালিকে ভালো করে বুঝতে হবে।'

দুর্ভাগ্য বাঙালির! কথাটা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাঙালি দ্রুত ভুলতে থাকে। ধর্মনিরপেক্ষতার ঝান্ডা ঊর্ধ্বে তুলে ধরার কথা বলে মুজিবুর রহমানই আটকাতে পারেননি। বাংলাদেশের জন্মের আগে মুসলিম জাতীয়তাবাদ পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু তকমা দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে ব্রাত্য করতে চেয়েছে, পয়লা বৈশাখ নববর্ষের উদযাপন আটকাতে চেয়েছে। তবে সনজীদা খাতুনদের মতো কিছু ব্যক্তিত্বের প্রচেষ্টায় বাঙালি সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ কিছুটা গড়ে ওঠে।

বাঙালি মননে সেই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধ দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলতে পারেনি। যে কারণে ইসলামিক মৌলবাদীদের আক্রমণ থেকে দাউদ হায়দরকে নির্বাসনে পাঠানো ছাড়া অন্য উপায় ছিল না মুজিবুর রহমানেরও। একই কারণে নির্বাসিত করা হয়েছিল তসলিমা নাসরিনকে। ধর্মের এই ভাগাভাগি বাঙালি জাতিসত্তায় আত্মপরিচয়ের সংকটকে ক্রমশ ঘনীভূত করে তুলছে। ইসলামেও এই দ্বন্দ্ব বহমান। বাঙালি জাতীয়তাবাদের শাহবাদ সমাবেশের পালটা ইসলামিক জাতীয়তাবোধের শাপলা জমায়েতে তা স্পষ্ট।

অমৃতধারা

কখনও কোনও প্রলোভনের মধ্যে পড়িলে নিজগত জীবনের ব্যাধি-যন্ত্রণা এবং এই নশ্বর দেহের চরম পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। জীবনের অমূল্য সময়কে আলস্য, জড়তা ও শৈথিল্যবশত নষ্ট করিও না। কোনওক্রমেই সময়-সুযোগ নষ্ট করা কাহারও পক্ষে সমীচীন নয়। বীর সাধক যে, সে কখনও কোনও ব্যর্থতা বিফলতাতে বিব্রত না হইয়া আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া আত্মবিশ্বাসী বলে বলীয়ান হইয়া আপন কর্তব্য পথে সিংহ-বিক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। অন্যায়ের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা করিও যাহাতে পুনরায় আর তাহা করিতে না হয়। এই ধারণা সতত হৃদয়ে জাগরুক রাখিও যে, তোমার শক্তি সামর্থ্য কাহারও অপেক্ষা কম নহে। জীবনের উন্নতির মূল -আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

চম্পাই সোরেন ও তাঁর নয়া আন্দোলন

ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী রাজনীতির উত্তাপ উত্তরবঙ্গের মালদা, দুই দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি-ডুয়ার্সেও আছড়ে পড়তে পারে।

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

হ্যাঁ! এবার আদিবাসী নববর্ষে ঝাড়খণ্ডের কোলহান অঞ্চলে একটি নতুন উলগুলানের সূচনা হল! আদিবাসীদের মধ্যে যাঁরা নিজেদের পরম্পরাগত ঐতিহ্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে, নিজস্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রিস্টান হচ্ছেন, এবং পাশাপাশি 'তপশিলি জনজাতি'র জন্য সংরক্ষণের সমস্ত সুযোগসুবিধা নিচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে একাধারে ধর্মান্তিরণ ও অন্যদিকে ধর্মান্তরিতদের এসটি বা তপশিলি জনজাতিত্বের স্ট্যাটাস বাতিলের জোরালো দাবি তুলেছেন, ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিশিষ্ট আদিবাসী জননেতা, চম্পাই সোরেন। সম্প্রতি এই স্পর্শকাতর ইস্যু নিয়ে প্রতিবেশী ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী রাজনীতি জমে উঠেছে। ভেতরে ভেতরে সেই উত্তাপ পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলে এমনকি উত্তরবঙ্গের মালদা, দুই দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি-ডুয়ার্সেও যে আছড়ে পড়তে পারে, এই আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যাচ্ছে না। কারণ একটি ভিন্ন রাজনৈতিক পরিবেশে থাকলেও উত্তরবঙ্গের 'ঝাড়খণ্ডি আদিবাসীরা' (ওরাওঁ, মুন্ডা, সাঁওতাল, খাড়িয়া প্রভৃতি ছোটনাগপুর উপত্যকা থেকে আসা মানুষজন) তাঁদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভালোমন্দের ব্যাপারে তাঁদের মাতৃভূমি, ঝাড়খণ্ড-বিহারের দিকেই তাকিয়ে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে বা বলা ভালো, উত্তরবঙ্গে আজও করমপুজোর দিন ঠিক হয় ঝাড়খণ্ড নির্ধারিত আদিবাসী পঞ্জিকা অনুযায়ী। আজও আদিবাসী উৎসব-পরবে, সরহুল-সহরাইয়ের চাঁদ প্রথমে ওঠে লোহারদাগা, সিংভূম, রাঁচি বা ঝাড়খণ্ডর আকাশে। তারপর সেই চাঁদের আলো পড়ে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন, জঙ্গলমহল বা উত্তরবঙ্গের ঝাড়খণ্ডি আদিবাসী আকাশে। ফলে কি উত্তর কি দক্ষিণ, বাংলার আদিবাসীদের হৃদয়ে ঝাড়খণ্ড, চেতনায় ঝাড়খণ্ড! যদিও বাংলার পাহাড় ও সমতলের তিব্বতি-মঙ্গোলীয় জনজাতিদের ক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য নয় কারণ তাদের জনজাতীয় আবেগ ভিন্ন দিশায় চলে।

সম্প্রতি, এবারের চৈত্র মাসের আদিবাসী নববর্ষ, সরহুল বা বাহা পরবের সন্ধিক্ষণে ধর্মান্তরিত আদিবাসীদের (বিশেষ করে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিতদের) 'তপশিলি জনজাতিত্ব' বাতিল করার দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন, খোদ ঝাড়খণ্ডের চার দশকের পোড়খাওয়া আদিবাসী জননেতা ও সে রাজ্যের বহুবারের মন্ত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, চম্পাই সোরেন। মজাটা হচ্ছে অন্তত ১৯৯০ থেকে গতবছরের জুলাই অবধি চম্পাই ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চায় ছিলেন। এর মধ্যেই ছ'মাসের জন্য ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছিলেন। তারপর হেমন্ত সোরেনের মুখ্যমন্ত্রী পদে পুনর্বহালের পর তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। বিজেপিতে এসেই তিনি আদিবাসীদের এই ধর্মান্তরণবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছেন। গত মার্চ-এপ্রিল জুড়ে এই ভাইরাল ঘটনায় মোটামুটি তোলপাড় ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশার রাজনীতি। পশ্চিমবঙ্গের মিডিয়ায় খবরটি গুরুত্ব না পেলেও সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে প্রতিবেশী বাংলার আদিবাসী মহলেও এ নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, এখন বিজেপি হোন আর যাই হোন, দীর্ঘদিনের ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতা ও ঝাড়খণ্ডি রাজনীতিতে 'কোলহান টাইগার' হিসেবে পরিচিত চম্পাই এই জেহাদ ঘোষণা করেছেন। (ব্রিটিশরা তৎকালীন বিহারের ছোটনাগপুর এলাকার সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, ভূমিজদের কোলহান ট্রাইব বলত। ঝাড়খণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম সিংভূম, সরাইকেল্লা-খারসোয়ান, এই তিনটি জেলা নিয়ে ঝাড়খণ্ডের পঞ্চম প্রশাসনিক বিভাগটি এখনও কোলহান বিভাগ নামে পরিচিত।) চম্পাই অকপটে বলছেন, 'দীর্ঘ আন্দোলনের পর ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠিত হয়েছে, আজ ২৫ বছর। কিন্তু এখন সেই আদিবাসী আন্দোলনের গর্ভ থেকে সৃষ্ট ঝাড়খণ্ড সরকার আদিবাসীদের স্বার্থ দেখছে না। কাতারে কাতারে আদিবাসীরা খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত জীবনচর্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। কিন্তু তারা সংরক্ষণের সমস্ত সুযোগসুবিধা নিচ্ছে। আদিবাসী ঐতিহ্য রক্ষণাবেক্ষণের লোক নেই! এটা একটা সাংঘাতিক সংকট! এটা চলতে পারে না!' চম্পাইয়ের দাবি, 'ঝাড়খণ্ডে ব্যাপকভাবে বাংলাদেশিরা আসছেন। তাঁরা আদিবাসী মেয়েদের বিয়ে করছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন, জনপ্রতিনিধিও বনে যাচ্ছেন। সাঁওতাল পরগনায় যেমন ধর্মান্তরণ হচ্ছে, সাহেবগঞ্জ, পাকুড়ে তেমনি ইন্টারকাস্ট বিয়ে হচ্ছে ব্যাপক। এছাড়া, শিল্পের নামে ব্যাপকভাবে জঙ্গলের লিজ দেওয়া হচ্ছে শিল্পপতিদের!' চম্পাইয়ের মতে, 'জঙ্গল থাকলে আদিবাসী থাকবে, আদিবাসী থাকলে জঙ্গল থাকবে।' চম্পাই গ্রামে গ্রামে গিয়ে নতুন প্রজন্মকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন, আদিবাসীরা প্রকৃতির পূজারি। তারা গাছ-পাথর, পাহাড় ও জলের পূজারি। খ্রিস্টান হয়ে গির্জায় চলে গেলে আদিবাসীদের সারনাস্থল, দেশাওলি কারা দেখবে? তিনি মনে করিয়ে দিচ্ছেন, 'জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি আদিবাসীদের জীবনে মাঝি, পরগনা, পাহান, মানকি-মুন্ডা, পাড়হা-রাজার মতো বিষয়গুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গির্জাকেন্দ্রিক জীবনের সঙ্গে এইসব আদিবাসী লোকজীবনের কোনও সম্পর্ক নেই।' তাঁর দাবি, গোটা ঝাড়খণ্ড রাজ্যজুড়ে, এমনকি ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত আদিবাসী এলাকায় তারা মানুষকে এসব বিষয় নিয়ে বোঝাচ্ছেন, সংগঠিত করছেন এবং ব্যাপক সাড়াও পাচ্ছেন।

সম্প্রতি, এবারের চৈত্র মাসের আদিবাসী নববর্ষ, সরহুল বা বাহা পরবের সন্ধিক্ষণে ধর্মান্তরিত আদিবাসীদের (বিশেষ করে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিতদের) 'তপশিলি জনজাতিত্ব' বাতিল করার দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন, খোদ ঝাড়খণ্ডের চার দশকের পোড়খাওয়া আদিবাসী জননেতা ও সে রাজ্যের বহুবারের মন্ত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, চম্পাই সোরেন।

প্রসঙ্গত আদিবাসীদের 'ধর্মান্তর ও ইশাই মিশনারি'-দের বিরুদ্ধে আদিবাসীদেরই একটি প্রাচীনপন্থী গোষ্ঠী এই জেহাদ আগেও তুলেছিল। ১৯৬৭ সালে লোকসভায় ধর্মান্তরিতদের তপশিলি স্ট্যাটাস বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন, জাতীয় স্তরের বরেণ্য আদিবাসী নেতা, তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বিহারের আদিবাসী সাংসদ কার্তিক ওরাওঁ। ইন্দিরা গান্ধির সরকার এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি যুগ্ম সংসদীয় কমিটি গঠন করে। ৩২২ জন লোকসভা ও ২৬ জন রাজ্যসভার সাংসদ এই দাবিকে সমর্থন করলেও আদিবাসী রাজনীতির আবর্তে এই দাবি নাকচ হয়ে যায়। এবার দেখার নতুন করে চম্পাইয়ের এই আন্দোলনের ফলে জল কতটুকু গড়ায়!

চম্পাইয়ের নেতৃত্বে এই আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র, ঝাড়খণ্ডের কোলহান ডিভিশনের জনসংখ্যা ২০১১-র হিসেবে প্রায় ৫০ লক্ষ। এর মধ্যে ৫২ শতাংশ বাংলা, হিন্দি, উর্দু ও অন্যান্য অ-আদিবাসী ভাষাভাষী। সাঁওতালি, হো, মুন্ডারি মিলিয়ে আদিবাসী ভাষাভাষীর অনুপাত বড়জোর ৩৮ শতাংশ। বাকি ১০ শতাংশ ওড়িয়া ভাষাভাষী। আদিবাসী ভাষাভাষী মানুষের অনুপাত স্বাভাবিকভাবেই আরও কমবে কারণ ২০১১-র জনগণনার পর ১৪ বছরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই ওই এলাকাতেও বড় রকমের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে। এহেন পরিস্থিতিতে বিষয়টিকে দেখলে চম্পাইয়ের কাজটিকে কঠিনই মনে হয়!

এবার প্রসঙ্গক্রমে ঝাড়খণ্ডের প্রতিবেশী রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গের জনজাতি সমাজের ধর্মীয় শ্রেণিবিভাজনটা কেমন? সেটা একটু দেখা যাক! এই প্রশ্নের উত্তর বা বাংলার জনজাতি সমাজের সাম্প্রতিক ধর্মীয় অবস্থান নানা কারণে আমাদের জেনে রাখা দরকার। কিন্তু সেটা জানলে একটু বিস্মিত হতে হয় বৈকি! সেন্সাসের হিসেব বলছে, পশ্চিমবঙ্গেও জনজাতিদের মধ্যে ১৯৭১-২০১১, এই ৪০ বছরে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অনুপাত (রাজ্যের জনজাতি জনসংখ্যায়) কমেছে, ২০ শতাংশ। পক্ষান্তরে, খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ও বৌদ্ধদের অনুপাত বেড়েছে যথাক্রমে প্রায় ৪ ও ২.৬৭ শতাংশ। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে জনজাতিদের মধ্যে এই সময়ে খ্রিস্টানদের অনুপাত যেমন বেড়েছে প্রায় ৮ শতাংশ, তেমনি বুদ্ধিস্টদের অনুপাতও ৭ শতাংশ বেড়েছে! সেন্সাস বলছে ১৯৭১-২০১১, এই ৪ দশকে উত্তরবঙ্গে হিন্দু জনজাতির অনুপাত কমেছে ১৩ শতাংশ!

আর মনে রাখতে হবে ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী 'তপশিলি জাতি'(এসসি)-দের ক্ষেত্রে ধর্ম একটি শর্ত হলেও, 'তপশিলি জনজাতি'(এসটি)-দের ক্ষেত্রে ধর্ম কোনও বিবেচ্য বিষয় নয়। আদিবাসীদের ধর্মান্তরণ বিষয়টি সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে প্রশ্নাতীত না হলেও সংরক্ষণের অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রশ্নটি কিন্তু ভীষণভাবে রাজনৈতিক বা বলা ভালো রাষ্ট্রনৈতিক। ফলে সমস্যাটি একটু জটিলই!

(লেখক লোকগবেষক ও সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯১৯

তবলিয়া ওস্তাদ আল্লারাখার জন্ম আজকের দিনে।

২০২০

অভিনেতা ইরফান খান প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

বিলাওয়াল ভুট্টোর রক্তগঙ্গা নিয়ে বালকসুলভ কথা ভুলে যান। ও নিজেই জানে না, ওর দাদুর কী হয়েছিল! ওর মায়ের কী হয়েছিল! ওর মাকে উগ্রপন্থীরা মেরে ফেলেছিল। অন্তত ওর এসব কথা বলা উচিত নয়। আমেরিকা সাহায্য না করলে, ওদের দেশটাই তো চলবে না।

- আসাদউদ্দিন ওয়াইসি

ভাইরাল/১

ব্যাংককে যাওয়ার জন্য গুজরাটি অভিনেতা হীতেশ ঠক্কর ও তাঁর বন্ধুরা সুরাট বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিলেন। বিমানবন্দরের লাউঞ্জের মেঝেয় গোল হয়ে বসে পড়েন তাঁরা। খবরের কাগজে রাখা খাবার খেতে থাকেন। নেটদুনিয়ায় তর্কের ঝড়।

ভাইরাল/২

টেবিলে রাখা ভুট্টা, তরমুজ আর কলা। মাঝে জ্বলছে মোমবাতি। সামনে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি ও একটি ছোট্ট হাতি। হাতির জন্মদিন। হাতিটি শুঁড় মোমবাতির কাছে নিয়ে গিয়ে ফুঁ দেয়। বাতি নিভতেই খাবার খেতে শুরু করে সে।

জনমন **জনমত**

সংকটে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা

হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্টে যোগ্য-অযোগ্য তালিকা না দিয়ে টাকার বিনিময়ে চাকরি পাওয়াদের বাঁচাতে চেয়েছিল সরকার। পরে বিশেষ আদেশনামায় শিক্ষকদের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হলেও শিক্ষাকর্মীদের সেই ছাড় দেওয়া হয়নি। যোগ্য শিক্ষাকর্মীরা চাইছিলেন যোগ্যদের তালিকা অবিলম্বে প্রকাশ করা হোক। তা না করে মুড়িমুড়কির একদর করে গ্রুপ-সি'র জন্য মাসে ২৫ হাজার এবং গ্রুপ-ডি'র জন্য মাসে ২০ হাজার টাকা করে ভাতা ঘোষণা করা হল। অর্থাৎ আবার অযোগ্যদের স্বার্থরক্ষার এক মরিয়া চেষ্টা।

অর্থাৎ অযোগ্যরাও আমার-আপনার করের টাকায় বসে বসে মাসে ২০-২৫ হাজার টাকা করে পাবেন। কিন্তু যোগ্যদের 'কাগজ নেহি দিখায়েঙ্গে'।

অন্যদিকে, রাজ্যের হাজার হাজার পার্শ্বশিক্ষক, কনট্রাকচুয়াল শিক্ষকরা গত ১৫ বছরে উদয়স্ত পরিশ্রম করেও মাসে ১০ থেকে ১৩ হাজার টাকার বেশি হাতে পান না। তখন তথাকথিত 'মানবিক' মুখ্যমন্ত্রীর অমানবিক মুখটাই প্রস্ফুটিত হয়।

এই পার্শ্বশিক্ষক, কনট্রাকচুয়াল শিক্ষকরা প্রশিক্ষিত (বিএড), সকলেই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বা গ্র্যাজুয়েট। দীর্ঘদিন স্কুলে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। অর্থাৎ উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন। অন্য অনেক রাজ্যে বেতন কাঠামো অনেক উন্নত হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর অমানবিক মনোভাবের জন্যই এই অবস্থা। রাজ্যের উদ্ভূত শিক্ষা-সংকট সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন পার্শ্বশিক্ষক, কনট্রাকচুয়াল শিক্ষক ও ভোকেশনাল শিক্ষকরা।

সরকারের উচিত এঁদের সীমাহীন বঞ্চনার নিরসন ঘটিয়ে রাজ্যের শিক্ষা-সংকট সমাধানে অগ্রসর হওয়া।

অমৃতেন্দু চ্যাটার্জি, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

পাঠ্যসূচিতে অর্থনৈতিক ভূগোল ফেরানো হোক

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের অধীনস্থ বাণিজ্য বিভাগের একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির বিষয়গুলির মধ্যে আগে অর্থনৈতিক ভূগোল নামক বিষয় ছিল। অর্থনৈতিক ভূগোলের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা ভারত, বিশ্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক বিভাগের বিভিন্ন বিষয় যেমন পরিবহণ, খনিজ, শিল্প, মৎস্য চাষ, কৃষি প্রভৃতি আরও অনেক বিষয় জানতে পারত, যা ভবিষ্যতে তাদের চাকরির পরীক্ষার ক্ষেত্রেও কাজে লাগত। কিন্তু বর্তমানে এই বিষয়টি রাখা হয় না।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ যদি আগের মতো অর্থনৈতিক ভূগোল আবার ফিরিয়ে আনে তাহলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা অর্থনৈতিক ভূগোল নিতে চায় তাদের সুবিধা হবে। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা করলে ভালো হয়।

আশিস ঘোষ
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পুরুলিয়া টু আলিপুরদুয়ার : মানুষ ও প্রকৃতি

দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গের প্রান্তে চলে এলে কত রকম বদল দেখা যায় চারদিকে, তা ব্যাখ্যা করার সামর্থ্য থাকে না মানুষের।

আশুতোষ বিশ্বাস

কলেজ সার্ভিস কমিশন থেকে অধ্যক্ষ হিসেবে উত্তরবঙ্গের কলেজে যুক্ত হওয়ার সুপারিশপত্র হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন-ময়ূরী পেখম তুলে নাচতে শুরু করে দিল। আমি যে এবার চরম রুক্ষ পুরুলিয়া জেলা থেকে সবুজের দেশে যাব! মেঘ যেখানে গাভীর মতো চরে। হিমালয় থেকে আসে বরফ শীতল-স্পর্শ, কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণালি আলোকচক্র থেকে ভগবান বুদ্ধ আশীর্বাদ-মুদ্রায় আমাদের দেখছেন। বৃষ্টির ছাট এসে অবিন্যস্ত চুল দেয় ভিজিয়ে।

সত্যিই যখন আলিপুরদুয়ার রওনা দিলাম, তখন যে আর পা এগোতে চায় না। কুড়ি বছরের কর্মস্থল, অন্ন উপার্জনের প্রথম শহর মানবাজারের জন্য মনটা হুহু করে উঠেছিল। পুরুলিয়া রুখা হোক, শুখা হোক সে আমার। নুড়ি, কাঁকড় লালমাটিতে প্রাণের স্পন্দন। অসমতল দিগন্তজোড়া খাঁখাঁ প্রান্তর। চৈত্রের দহন-দুপুর আগুন ঝরাতে ঝরাতে সর্পিল পিচপথ মিশে গিয়েছে দূরে সোনাঝুরি শালবনের গাছের আড়ালে। আপনি ভ্রমণবিলাসী হেঁটে চলেছেন, একটু পরেই দেখবেন আপনার কেশদাম সোনাঝুরি ফুলের হলুদ পরাগে ভরে গিয়েছে। আপনার চোখ যাবে পলাশ বিছানো পথের কিনারে, যেখানে অজস্র রক্তিমপলাশ ফুল কেউ ছড়িয়ে রেখেছে! ডান-বাম যেদিকেই চোখ পাতবেন পলাশের হাতছানি পাবেন- যদি জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের মুসাফির হন।

দহন-ক্লান্ত রাখাল গোরুরপাল প্রান্তরে ছেড়ে দিয়ে পলাশ গাছের তলায় গামছাখণ্ডকে বালিশ করে নির্বিকার ঘুমিয়ে পড়ে। আমাদের অসুখী মনের হারমোনিয়ামে বেজে ওঠা

গানের ধুন থমকে দাঁড়ায়- আদিবাসী পরিবারের মাটির দাওয়ায় এসে। টিলা, পাহাড়, বনবাদাড়, শালপিয়ালের গাছের তলায় একদণ্ড জিরিয়ে নেওয়ার স্বর্গসুখ। রুদ্র প্রকৃতির সঙ্গে সংগত নেওয়া পুরুলিয়ার আদিবাসী মানুষগুলি আমার প্রাণের মানুষ। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদাটুকু মিটে গেলেই তাদের আনন্দ। যে আনন্দে কুমারী, কংসাবতী, দামোদর, সুবর্ণরেখা ছুটে যায় পাহাড় পেছনে ফেলে। খেলা-মেলা-নাচ-গান, ছৌনাচ, ভাদু, টুসু, করম, মোরগের লড়াই, কাড়া লড়াই নিয়ে ঋতু রঙ্গশালায় তারা নটরাজ। সন্ধে গড়ানো হ্যাজাক-জ্বলা মোরগ লড়াইয়ের মাঠে একজন মোরগ বিজয়ী মনিবের কী যে আনন্দ তা ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। পশুপালন, কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত আদিবাসী সাঁওতাল, মুন্ডা ও ওরাওঁ, কুর্মি জনজাতির নারী-পুরুষ হাটে-মাঠে খাটে, প্রাণ খুলে হাসে।

এলাম উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার শামুকতলা কলেজে। সবুজ ঘাসের নরম গালিচায় মোড়া কলেজ-প্রাঙ্গণ, পাশে আমলকী বন। বৃষ্টিপ্রবণ এলাকা বলে এখানকার তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, ব্রহ্মপুত্র, কালজানি নদীকণ্ঠের গান থামে না। রাভা, বোরো, তামাং, ভুটানি, অসুর, টোটো, রাজবংশী জনজাতির মানুষ স্বীয়-সংস্কৃতির বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল। কৃষি, বনসম্পদ এবং চা বাগান শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে এদের জীবিকা। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প, জলদাপাড়া অভয়ারণ্য, জয়ন্তী, চিলাপাতা পর্যটনকেন্দ্রগুলি স্থানীয়দের আয়ের পথ। সদ্য-আগন্তুক আমার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেল যে আমি এই জনপদেরই একজন। মাসকয়েক আগে স্ত্রীর এ-নেগেটিভ গ্রুপের রক্তের দরকার হয়েছিল। আমি সন্ধেবেলায় কলেজ থেকে ফিরে ফোন করেছিলাম কলেজের সহকর্মীকে। রাত এগারোটার সময় একজন রক্তদাতাকে সঙ্গে করে সে হাজির! সেই রক্তে সে যাত্রায় স্ত্রী প্রাণে বেঁচে গেল। পরে সে যখন বলেছিল, স্যর, সেদিনের সেই রক্তদাতা ছেলেটি তার বন্ধুর ভাই, ওরা জাতিতে মুসলমান! আমি নির্বাকদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে চেয়ার থেকে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম মনে নেই।

(লেখক শামুকতলা সিধো-কানহো কলেজের অধ্যক্ষ। আলিপুরদুয়ার)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২৭

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। তালপাতার পাখা বা হাতে নিয়ে বাতাস করার মতো ছোট পাখা ৩। এই লম্বা ফল সবজি হিসেবে খাওয়া হয় ৫। নিজের কৃতকর্মের জন্য দুঃখভোগ ৬। লোহার শেকল, কারাগারও হতে পারে ৭। সংখ্যায় কমপক্ষে একশো ৯। সময়ের পারম্পর্য অনুসারে ১২। নোনতা ভাব অথবা সৌন্দর্য ১৩। অধস্তন সরকারি কর্মচারী।

উপর-নীচ : ১। অত্যন্ত দুষ্টু বা ভীষণ বদমাশ ২। অহেতুক বা বিনা কারণে ৩। যাতে রস আছে ৪। সাপের সঙ্গে যে প্রাণীর শত্রুতা আছে ৫। গলার আওয়াজ ৭। শালিবাহন ছিলেন এই জাতের রাজা ৮। টাকাপয়সা ৯। দিন মজুরিতে নিযুক্ত শ্রমিক ১০। আলোর ঝলকানি বা দ্যুতি ১১। যে মিশতে দ্বিধাবোধ করে না।

সমাধান ■ ৪১২৬

পাশাপাশি : ১। আপনি ৪। জহিন ৫। ভাত ৭। লঙ্গর ৮। বহির্বাস ৯। তৃপ্তি মিত্র ১১। মক্কেল ১৩। দণ্ডি ১৪। রবেকা ১৫। ইলিশ।

উপর-নীচ : ১। আগল ২। নজর ৩। জনরব ৬। তমস ৯। তৃণাদ ১০। এসরেণু ১১। মকাই ১২। লঙ্কেশ।

বিন্দুবিসর্গ

ছোট্ট তারা

ময়নাগুড়ি এসপিএম শিক্ষানিকেতনের প্রথম শ্রেণির ছাত্র রাজ সরকার ২০২৪-এর ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কলার সার্চ পরীক্ষায় রাজ্যে সপ্তদশ স্থান পেয়েছে।

এটিএমে টাকা গায়েবের ফাঁদ

কার্ড লক ● ফোন করলেই বিপদ

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ২৮ এপ্রিল : একটা ভুলেই টাকা উধাও। এটিএম জালিয়াতদের হাতে পড়ে মাল শহরের উপভোক্তারা সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। প্রতারকরা এটিএম মেশিনে এমন কিছু কারসাজি করে রেখেছে যাতে কার্ড ঢোকালে তা আটককে যাচ্ছে। এটিএমের দেওয়ালে বিশেষ ফোন নম্বর লেখা থাকছে। মেশিনে কার্ড ঢোকানোর পর তা আটকে যাওয়ায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়া উপভোক্তা সেই নম্বরে ফোন করলেই বিপদে পড়ছেন। সমস্যা মিটবে বলে জানিয়ে ফোনের অপর প্রান্ত থেকে যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তা মানতে গিয়ে উপভোক্তা দেখছেন, তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব হয়ে যাচ্ছে। মাল শহরের বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া একটি এটিএমকে ঘিরে এমনই অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, কয়েক সপ্তাহ ধরে এভাবে অনেকে তাঁদের টাকা খুইয়েছেন।

দু'দিন আগে নিতেশ ছেত্রী নামে এক গ্রাহক ওই এটিএম কাউন্টারে টাকা তুলতে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'মেশিনে কার্ড ঢোকাতেই সমস্যা দেখা দেয়। এরপরই মেশিনের পাশে দেওয়ালের গায়ে দেওয়া একটি হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করি। অপরপ্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে নির্দেশ দিতে থাকে। কিন্তু সেই ব্যক্তি এমন কিছু তথ্য জানতে চায় যাতে আমার সন্দেহ হয়।' এরপরই নিতেশ ফোন কেটে দেন। তড়িঘড়ি নিজের এটিএম কার্ড ব্লক করে দেন। পরে স্থানীয় থানায় সবকিছু জানান। যে এটিএমটিকে ঘিরে অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট সেই ব্যাংকের মালবাজার শাখার এক আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'এটিএম কাউন্টারগুলির নিরাপত্তা আমাদের দায়িত্বে নেই। ওগুলো নির্দিষ্ট এজেন্সির দায়িত্বে রয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।'

বছরখানেক আগে ডামডিমবাসী এক মহিলা ঠিক একইভাবে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। তারপর পুলিশি নজরদারি বাড়তে প্রতারকদের বাড়বাড়ন্ত অন্তরালে চলে যায়। কিন্তু কিছুদিন ধরে আবার তাদের কার্যকলাপ শুরু হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে সন্ধ্যার পর বাসস্ট্যান্ড চত্বরে কিছু অপরিচিত তরুণ আনাগোনা করছে। রাত নামতেই প্রতারকরা এটিএম কাউন্টারের দেওয়ালে জাল হেল্পলাইন নম্বর সেঁটে রেখে যাচ্ছে। এটিএম মেশিনগুলিকে কায়দা করে বিকল করে দেওয়া হচ্ছে। উপভোক্তারা কীভাবে প্রতারকদের ফাঁদে পা দিচ্ছেন তা এই প্রতিবেদনের গোড়াতেই পরিষ্কার।

স্থানীয় বাসিন্দা কমলেশ রায় বলেন, 'রাতের অন্ধকারে কিছু আগন্তুক এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রশাসনের উচিত এ ধরনের এলাকাগুলোতে এটিএমের নিরাপত্তা আরও জোরদার করা।' আইনজীবী সুমন শিকদার বললেন, 'এটিএম কাউন্টারগুলিতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো থাকলেও নিয়মিতভাবে সেগুলি পর্যবেক্ষণ করা হয় না। অবিলম্বে এ বিষয়ে নজরদারি প্রয়োজন।'

- এআই

যেভাবে প্রতারণা

- কাউন্টারে কায়দা করে এটিএম মেশিনকে বিকল করে রাখা হচ্ছে
- ওই মেশিনে কার্ড ঢোকালে তা আটকে যাচ্ছে, উপভোক্তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ছেন
- দেওয়ালে লেখা কিছু বিশেষ নম্বরে ফোন করলে তাঁদের মিলছে 'স্পেশাল গাইডেন্স'
- সেই নির্দেশ মানার পর উপভোক্তা দেখছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব হয়েছে

আমার দাদা, দাদার আমি। সোমবার জলপাইগুড়িতে। - সংবাদচিত্র

হাওয়ায় ছিঁড়েছে হোর্ডিং-ফ্লেক্স, সমস্যায় পথচারী

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : শহরের বিভিন্ন রাস্তায় গেলেই দেখা যাবে হোর্ডিংয়ের ছেঁড়া অংশ ঝুলছে। কখনও হাওয়া দিলে সেসব ছিঁড়ে পড়ে। রবিবার রাতের ঝড়ে সেই সমস্যা আরও বেড়েছে। সোমবার সকাল আটটা নাগাদ বাজার সেরে বাড়ি ফিরছিলেন ময়নাগুড়ি শহরের বাসিন্দা নিতাই পাল। হঠাৎ শহরের জোড়া জরদা সেতুর কাছেই ওপরে থাকা একটি হোর্ডিং ছিঁড়ে পড়ে তাঁর মোটর সাইকেলের ওপর। গতি কম থাকায় কোনওক্রমে রক্ষা পান তিনি।

পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নিতাইয়ের কথায়, 'আজ সকাল থেকে খুব হাওয়া দিচ্ছিল। জোড়া জরদা সেতুর কাছে ঝুলে থাকা হোর্ডিং হাওয়ায় উড়ে এসে জড়িয়ে গেল মোটর সাইকেলে। গতি বেশি থাকলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।'

তবে ওই ঘটনা নতুন নয়, এর আগেও এভাবে ফ্লেক্স উড়ে এসে দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই নিয়ে পুরসভার তরফে কোনও পদক্ষেপ না করায় ক্ষুব্ধ শহরবাসী। যদিও এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়। তিনি বলেন, 'বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আয়ত্তে নিয়ে আসা হয়েছে। কিছু ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন বিনা অনুমতিতে লাগানো হয়েছে। তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। এছাড়া, ছেঁড়া ফ্লেক্সের টুকরো যে সমস্ত বিজ্ঞাপন থেকে ঝুলছে সেই সমস্ত এজেন্টকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে।'

অনুমতি ছাড়াও শহরে বহু বাণিজ্যিক হোর্ডিং লাগানো হয়েছে বলে অভিযোগ। শহরের দুর্গাবাড়ি মোড় এলাকায় ফ্লেক্স ছিঁড়ে বিদ্যুতের তারে আটকে রয়েছে। পথচারী এবং যানবাহনের যাতায়াতের সময় তাতে ধাক্কা লাগছে। এতে একদিকে যেমন দৃশ্য দূষণ হচ্ছে, তেমনি দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তনয় চক্রবর্তীর কথায়, 'বিপজ্জনকভাবে ঝুলে রয়েছে হোর্ডিং, ফ্লেক্স। রবিবার রাতে ঝড়ের পর উড়ে এসে হোর্ডিং, ফ্লেক্স ছিঁড়ে রাস্তায় পড়ে রয়েছে। দ্রুত এই নিয়ে পুরসভার পদক্ষেপ করা উচিত। তা না হলে বিপদ ঘটতে পারে।'

সুমিত সাহা *সম্পাদক, ময়নাগুড়ি বাজার ব্যবসায়ী সমিতি*

পুরসভার তরফে জরুরিভিত্তিতে এগুলো সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।'

ক্ষোভের সুরে ময়নাগুড়ি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুমিত সাহা বলেন, 'রবিবার রাতের ঝড়ের পর উড়ে এসে হোর্ডিং, ফ্লেক্স ছিঁড়ে রাস্তায় পড়ে রয়েছে। দ্রুত এই নিয়ে পুরসভার পদক্ষেপ করা উচিত। তা না হলে বিপদ ঘটতে পারে।' একই কথা বলেন দুর্গাবাড়ি মোড়ের ব্যবসায়ী সনৎ দাস।

হোর্ডিংয়ের ছেঁড়া বড় ফ্লেক্সের টুকরো বিদ্যুতের তারের ওপর ঝুলছে।

প্রতিবাদ

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা ও দায়রা আদালতের প্রধান গেটের সামনে প্রতিবাদে শামিল হন অল ইন্ডিয়া ল'ইয়ার্স ইউনিয়নের জলপাইগুড়ি শাখার সদস্যরা। এবিষয়ে অল ইন্ডিয়া সংগঠনের সম্পাদক শংকর দে জানান, হাইকোর্টে শুক্রবার আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের চেম্বারের সামনে যেভাবে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তার বিরুদ্ধেই এই প্রতিবাদ।

নর্দমা সাফাই

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : বর্ষার আগে জলপাইগুড়ি শহরে নর্দমা সাফাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। পুরসভা ইতিমধ্যেই বড় নর্দমাগুলির পাশাপাশি ছোট নালাগুলি থেকে পলি তুলে ফেলা হচ্ছে। পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলেন, 'আশা করছি, এবার বর্ষায় শহরবাসী জল-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে।'

কর্মশালা

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : সোমবার জলপাইগুড়ি শহরে তিনটি কর্মশালার আয়োজন করা হয় প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে। প্রথম কর্মশালাটি আনন্দচন্দ্র কলেজে এবং পরের দুটি আইন মহাবিদ্যালয় ও সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকে হয়েছে। মূল বক্তা ছিলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাউন্ট আবু সেন্টারের বিকে ভারতভূষণ ভাই সহ জলপাইগুড়ি সেন্টারের প্রতিনিধিরা।

পথসভা

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : জলপাইগুড়ি শহরে কংগ্রেসের ব্লক কমিটির তরফে যোগ্য চাকরিহারাদের চাকরি ফেরত দেওয়ার দাবি জানানো হল। সেইসঙ্গে পুরসভার বিরুদ্ধে দুর্নীতি সহ নাগরিক পরিষেবা দিতে ব্যর্থতার মতো অভিযোগ তুলে শহরের বৌবাজার এলাকায় একটি পথসভা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অম্লান মুন্সি, শিক্ষক সেলের নেতা গৌতম দাস, জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অসীম তরফদার।

মৌনমিছিল

ময়নাগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে ও নিহতদের আত্মার শান্তি কামনায় সোমবার তৃণমূলের তরফে ময়নাগুড়ি শহরে মৌনমিছিল করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি টাউন তৃণমূল সভাপতি গোবিন্দ পাল, টাউন তৃণমূল সহ-সভাপতি ঝুলন সান্যাল, দলের নেতা মনোজ রায়।

শ্মশানজুড়ে ছড়িয়ে আবর্জনা। ছবি : অনীক চৌধুরী

মাষকালাইবাড়ি শ্মশানঘাটে আবর্জনার স্তূপ

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : শ্মশানঘাটের সিঁড়ির পাশে স্তূপ হয়ে রয়েছে আবর্জনা। এমন দৃশ্য চোখে পড়ছে জলপাইগুড়ি মাষকালাইবাড়ি শ্মশান চত্বরে। শ্মশানঘাটের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে মৃতের কাপড়, বালিশ, তোষক ইত্যাদি। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সামগ্রী আনার প্লাস্টিকের ব্যাগও পড়ে রয়েছে নদীর পারে।

জলপাইগুড়ি পুরসভার অধীন এই শ্মশানে প্রতিদিন গড়ে ২ থেকে ৫টি করে মৃতদেহ সৎকারের জন্য আসে। এর আগে শ্মশানের চারপাশে আবর্জনা পড়ে থাকা ও চুল্লি খারাপ থাকায় পুরসভার উদাসীনতা নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল। এবারের ছবিটা একটু অন্য। শ্মশানের চুল্লি ঠিকঠাক আছে। শ্মশান চত্বরও পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করছে পুরসভা। তবে শ্মশানঘাটের চারপাশে আবর্জনা ছাড়াও দেখা যাচ্ছে, নেশার আসর বসছে। পড়ে থাকা আবর্জনায় আগুন ধরিয়ে চলছে বায়ু দূষণ। এক শ্মশানকর্মী বলেন, 'শ্মশানে বাইরে থেকে লোক ঢুকে অসামাজিক কাজ করে। কর্তৃপক্ষকে বহুবার জানিয়েও লাভ হয়নি।'

মাষকালাইবাড়ি শ্মশানে প্রয়াত বাবার সৎকারের পরে অস্থি বিসর্জন দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন শান্তনু সরকার নামের বোসপাড়ার এক বাসিন্দা। ঘাটের পাশে আবর্জনা দেখে কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে অস্থি বিসর্জন করলেন তিনি। তাঁর কথায়, 'এটা শ্মশান, নাকি অন্যকিছু?' আত্মীয়ের অন্ত্যেষ্টি করতে আসা অজিত রায় বলেন, 'অস্থি বিসর্জন করতে যাওয়াটাই দায়। শ্মশানঘাটের পাশে দাঁড়িয়ে কোনওকিছু করা যাচ্ছে না। চারপাশে মৃতের কাপড় পড়ে রয়েছে। তার সঙ্গে দুর্গন্ধ।'

এবিষয়ে পুরসভা সাধারণ মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলেন, 'আগে শ্মশান চত্বরে যত্রতত্র আবর্জনা পড়ে থাকত। আমরা অনেক চেষ্টা করে মানুষের মধ্যে এই প্রবণতা বন্ধ করতে পেরেছি। এখন শ্মশানের চারপাশে পোস্টার লাগানো হয়েছে নির্দিষ্ট স্থানে আবর্জনা ফেলার জন্য।' তিনি আরও জানান, এরপরেও কিছু মানুষ সেই নির্দিষ্ট ডাস্টবিন ব্যবহার না করে নদীর ধারে আবর্জনা ফেলছেন। সাফাইকর্মীরা প্রতিদিন শ্মশান চত্বর পরিষ্কার করেন। তবে মানুষকে সচেতন হতে হবে। যদি নিয়মিত আবর্জনা পরিষ্কার না হয় তবে তিনি সাফাইকর্মীদের সঙ্গে কথা বলবেন। যদিও স্থানীয়দের দাবি, মাষকালাইবাড়ি শ্মশান সংস্কার কখনও সেভাবে হয়নি।

পাড়ায় পাড়ায়

ধূপগুড়ি

অ্যাপ্রোচ রোডের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ

ধূপগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : অস্থায়ীভাবে মেরামত করা রাস্তা বর্ষায় ফের বেহাল হতে পারে ধরে নিয়ে ভাওয়ালপাড়ার বাসিন্দারা আশঙ্কায় ভুগছেন। ভাওয়ালপাড়া থেকে গাদং যাওয়ার রাস্তায় বামনি সেতু পড়ে। এই সেতুর আগে অ্যাপ্রোচ রোডের ওপর গর্তের সমস্যা দীর্ঘদিনের। ওই রাস্তাটি জেলা পরিষদের আওতাধীন হলেও এলাকাটি পুরসভার অধীনে। সেই গর্ত মেরামতির দায়িত্ব কার, তাই নিয়েই তরজা শুরু হয়েছে। শেষ পর্যন্ত দুর্ঘটনা এড়াতে ধূপগুড়ি ট্রাফিক গার্ড গর্তটিকে বালি দিয়ে অস্থায়ীভাবে মেরামত করে দিয়েছে। তবে স্থানীয়দের আশঙ্কা সামনের বর্ষাতে বালি সরে গিয়ে এই সমস্যা ফের প্রকট হতে পারে।

ভাওয়ালপাড়ার বাসিন্দা প্রসেনজিৎ দত্ত বলেন, 'প্রায় ছয় মাস ধরে এই সমস্যা চলছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত জেলা পরিষদ বা পুর কর্তৃপক্ষ, কেউই কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। আপাতত গর্তটি বালি দিয়ে চাপা দেওয়া হলেও সামনের বর্ষায় জায়গাটি ফের বেহাল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। স্থায়ীভাবে নির্মাণকাজ করলে সুবিধা হত।' আরেক বাসিন্দা দীপক ভাওয়ালের অভিযোগ, 'যেভাবে কাজ হয়েছে তাতে আমরা অখুশি। প্রশাসনিকভাবে স্থায়ী সমাধানের প্রয়োজন রয়েছে।' ধূপগুড়ি পুর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং অবশ্য জেলা পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

ময়নাগুড়ি

গর্তে ভর্তি রাস্তা, বেহাল কালভার্টও

ময়নাগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : ময়নাগুড়ি শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষনগরপাড়ার ব্যাংক মোড়ের উলটোদিকের রাস্তা গর্ত ও জলকাদায় ভর্তি। এলাকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কালভার্ট বেহাল হয়ে রয়েছে। পুরসভা অফিস থেকে সামান্য দূরের এই রাস্তাটি শহরের অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা। স্থানীয় বাসিন্দা ববিতা সেন বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে সমস্যা হয়। ছোট যানবাহন ভেতরে যেতে চায় না, গেলেও অতিরিক্ত ভাড়া দাবি করে বসেন চালকরা।'

রাস্তাটি নির্মাণের জন্য একাধিকবার টেন্ডার ডাকলেও তা বাতিল করতে হয়েছে। বারবার টেন্ডার বাতিলের কথা অস্বীকার করেননি এলাকার কাউন্সিলার রিনা বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'রাস্তাটি সংস্কার না হওয়ায় এলাকাবাসীর ক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে।'

তথ্য : বাণীব্রত চক্রবর্তী ও শুভাশিস বসাক।

জ্যোতির স্মরণসভা

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : জলপাইগুড়ির নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশনে শতবর্ষ প্রাচীন জনমত পত্রিকার তরফে সোমবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের সদ্য প্রয়াত সাংবাদিক জ্যোতি সরকারের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল। এই প্রবীণ সাংবাদিকের কর্মজীবন নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন প্রয়াত সাংবাদিকের কন্যা অদ্রিজা সরকার, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ, জনমত পত্রিকার সম্পাদক রামঅবতার শর্মা, উমেশ শর্মা, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভজিৎ দত্ত, ডঃ শীলা দত্ত ঘটক, গোবিন্দ রায়, জ্যোতিপ্রসাদ রায় প্রমুখ। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন কথাশিল্পী অশোক গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রয়াত সাংবাদিক জ্যোতি সরকারের স্মরণসভায়।

দিনে ১৫ ঘণ্টা দোকান চালিয়ে জীবনসংগ্রাম ঝর্ণার

মধ্যবিত্তের ঘরকন্না

বয়স ৭৫, ২৫ বছর আগে মারা গিয়েছেন স্বামী। তার এক বছর আগে নিখোঁজ হন মেজো ছেলে। সম্বল বলতে ছোট্ট এক দোকানঘর। সেখান থেকেই ব্যবসা করে মানুষ করেছেন সন্তানদের। এই অনন্যার কথা লিখলেন বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : বয়স ৭৫ পেরোলেও জীবনীশক্তি অদম্য। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করেন। ২৫ বছর আগে স্বামীর মৃত্যুর পর রুটিন মেনে কঠোর পরিশ্রমের শুরু ঝর্ণা দাসের। ময়নাগুড়ি পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের দেবীনগরপাড়ার বাসিন্দা ঝর্ণা ছেলেমেয়ে মানুষ করেছেন একটি ছোট দোকান চালিয়ে। একচিলতে দোকানটি ময়নাগুড়ি-জলপাইগুড়ি রাজ্য সড়কের ধারে পোস্ট অফিস মোড়ের। বাংলা-ইংরেজি-হিন্দি খবরের কাগজের পাশাপাশি দুধের প্যাকেট, গরম চা আর বিস্কুট মেলে। দোকানঘরটির মালকিন ঝর্ণাই।

দোকান চালাতে বৃদ্ধাকে সহযোগিতা করেন ৩৫ বছর বয়সি ছোট ছেলে টোটোন। যদিও ব্যবসার রাশ এখনও নিজের হাতে রেখেছেন ঝর্ণা। তিনি জানালেন, খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে স্নান, পুজো সেরে নেন। এরপর ভোর ৫টা নাগাদ দোকান খোলেন। বেলা ১টার পর দোকানে ঝাঁপ ফেলে বাড়িতে ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম। ফের বেলা সাড়ে ৩টে থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত দোকানটি সামলান। টানা আড়াই দশক এভাবে ক্লান্তিহীন লড়াই চালিয়ে পরিবারের সদস্যদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন ঝর্ণা। ঈশ্বরভক্ত ঝর্ণার কথায়, 'এই দোকানঘরই আমার ঠাকুরঘর। দোকানে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ধীরে ধীরে সংসারের যাবতীয় খরচ চালানোর ব্যবস্থা হয়েছে।'

ভোরে দোকান খুললে খদ্দেররা একে একে আসা-যাওয়া শুরু করেন। পছন্দের কাগজ কিনে বেঞ্চে বসে খবর পড়তে পড়তে গরম চায়ে চুমুক দেন। ঝর্ণা বললেন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠকের হাতে দৈনিক খবরের কাগজ তুলে দিতেই দোকান অত ভোরে খুলি। টোটোন কাগজগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে আসে।' ময়নাগুড়ি প্রবীণ নাগরিক সংস্থার সম্পাদক স্বপন দাসের কথায়, 'ঝর্ণা দাসকে যত দেখি ততই অবাক হই। অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ওঁকে দেখে অনেক কিছু শেখার আছে।' একই অভিমত স্থানীয় অনেক বাসিন্দার।

ঝর্ণার স্বামী বীরেনচন্দ্র দাস ছিলেন চা-বাগানের ঠিকাদার। স্বামীর মৃত্যুর পর নাবালক-নাবালিকা ছেলেমেয়েকে নিয়ে অথই জলে পড়েন তিনি। সেসময় কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে দোকান চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। ঘরটি ছিলই। ঝর্ণা বলেন, 'লড়তে লড়তে অনেক ধরনের প্রতিবন্ধকতা জয় করেছি। আরও এগিয়ে চলা বরাবর আমার জীবনের লক্ষ্য।' স্বামীর মৃত্যুর এক বছর আগে মেজো ছেলে সুব্রত হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়াতেও বৃদ্ধা বিপদে পড়েছিলেন। অনেক খোঁজ করেও সুব্রতর হদিস মেলেনি। পেশায় ব্যবসায়ী বড় ছেলে শান্তনু এখন সপরিবারে কলকাতার বাসিন্দা। মেয়ে রত্না বিবাহিত।

স্ত্রী এবং নাবালক দুই সন্তান-১০ বছরের নীলাদ্রি এবং ৬ বছরের রক্তিমকে নিয়ে মায়ের সঙ্গে থাকেন টোটোন। ঘরকন্নার কাজ সামলান পুত্রবধূ সাধনা। টোটোনের কথায়, 'মা এই দোকান চালিয়ে সংসার সামলেছেন। নীলাদ্রি, রক্তিমের লেখাপড়ার খরচও এখন দোকানের আয়েই চলে।' প্রাতর্ভ্রমণকারীদের একাংশ ঝর্ণার দোকানের নিয়মিত খদ্দের। তিনি বললেন, 'ক্রেতারা আমার লক্ষ্মী। স্বামীর মৃত্যুর পর ঘুরে দাঁড়াতে ২৫ বছর যেন নিমেষে কেটে গিয়েছে!'

নিজের দোকানে ঝর্ণা দাস।

সন্ত্রাসবাদকে হারাতেই হবে

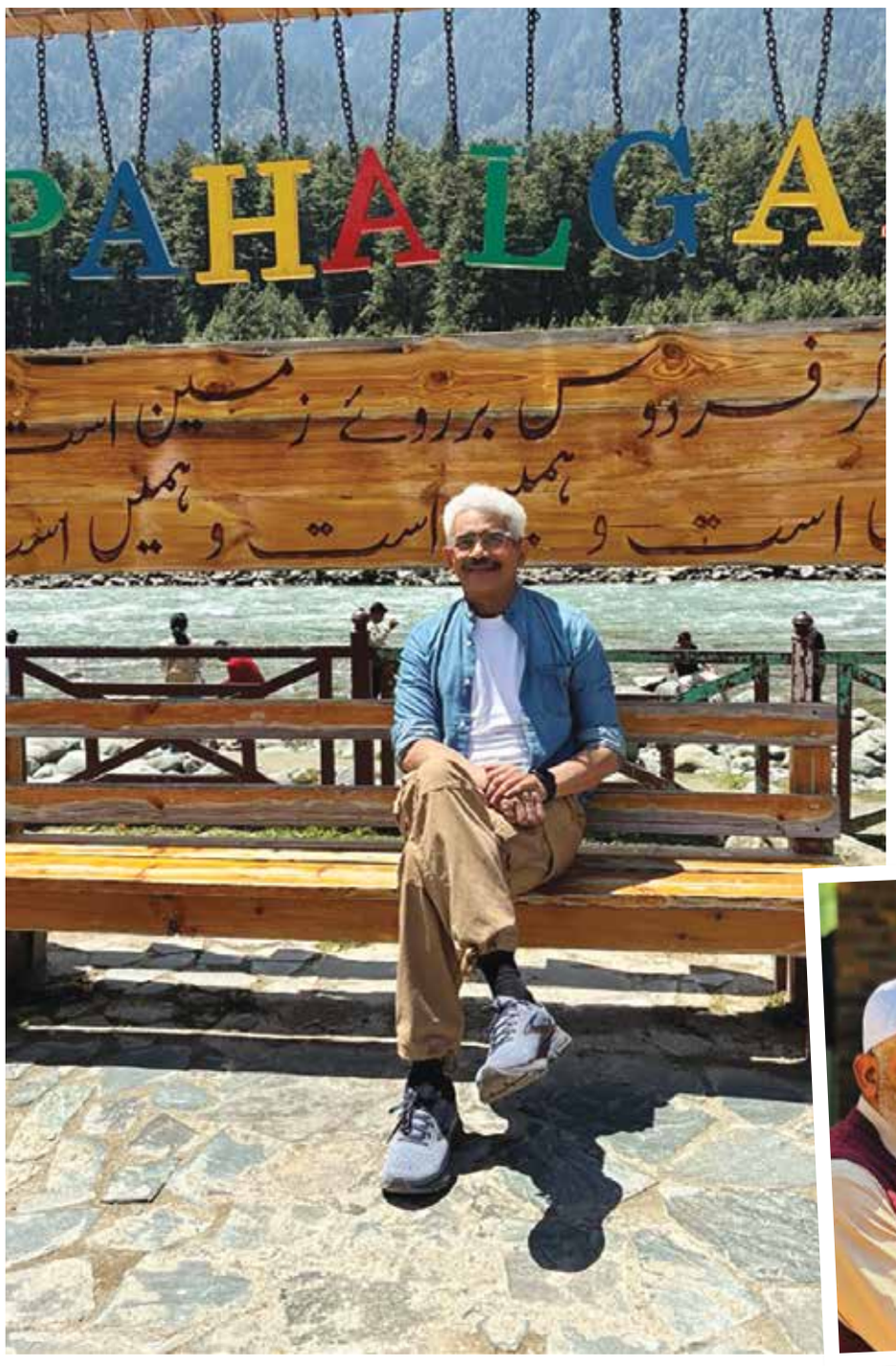

ফাঁকা বিমানে কাশ্মীরে অতুল কুলকার্নি

২৬ জন পর্যটকের মৃতদেহের ছবি এখনও ভাসছে চোখের সামনে। কাশ্মীর থেকে পর্যটকরা ফিরে আসছেন ভয়ে। পর্যটন ওখানে বিপর্যস্ত। বিমান বাতিল হচ্ছে পরপর। কিন্তু অনেকে এর মধ্যেই কাশ্মীরে যেতে চাইছেন, তাঁদের কথায় সন্ত্রাসবাদকে হারাতেই হবে। সন্ত্রাসবাদীদের এই বার্তা দেবার জন্য ফাঁকা বিমানে কাশ্মীরে গেলেন অভিনেতা অতুল কুলকার্নি। সেখান থেকে ছবি তুলে পোস্ট করেছেন। তিনি বলেছেন, 'কাশ্মীর আমাদের। আমরা কেন আসব না এখানে। আমাদের আসতেই হবে। কাশ্মীরের মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করলে চলবে না। ... তাঁর বক্তব্য, সামাজমাধ্যমে লিখলেই দায়িত্ব শেষ হবে না। তিনি বলেছেন, '২২ এপ্রিলের ঘটনা দুঃখজনক। কিন্তু থেমে গেলে হবে না। সন্ত্রাসীরা বলছে কাশ্মীর এসো না। কিন্তু এটা হবে না। কাশ্মীর আমাদের, আমরা আসবই। এ কথা মুম্বাইয়ে বসে বলতে পারতাম না, তাই চলে এলাম। পর্যটকদের বলি, আমি এলে, সারা দেশ আসতে পারবে। ভয় না পেয়ে এখানে আসুন।'

অতুলের পোস্টে কেউ মন্তব্য করেছেন, সত্যি কথা, কিন্তু সাধারণ নাগরিকরা তো ভয় পাবেই যতক্ষণ না সরকার কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে। কেউ লিখেছেন, আমরা, ভারতের মানুষের কাশ্মীরকে বয়কট করা উচিত নয়।

পহলগামের জের, লন্ডনের শো বাতিল সলমনের

পহলগামের হত্যাকাণ্ডের পর দেশ এখনও সন্ত্রস্ত। সাধারণ নাগরিক থেকে সেলেব্রিটি, সকলেই নিন্দা করেছেন ঘটনার। বাদ যাননি সলমন খানও। তবে তিনি তাতেই না থেমে আরেক পদক্ষেপ নিয়েছেন। লন্ডনে দ্য বলিউড বিগ ওয়ান শো হবার কথা ছিল। কাশ্মীরের ঘটনায় আনন্দের এই অনুষ্ঠান তিনি বাতিল করছেন। সোমবার সমাজমাধ্যমে শো বাতিলের কথা জানিয়ে সলমন পোস্ট করেন, 'কাশ্মীরের দুঃখজনক ঘটনার জন্য সবাই ভারাক্রান্ত। এমন সময়ে এই অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। লন্ডনে দ্য বলিউড বিগ ওয়ান শো হবার কথা ছিল ৪ ও ৫ মে। জানি অনুরাগীরা অনুষ্ঠান দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু আমরা জানি এই অবস্থায় অনুষ্ঠান বন্ধ রাখাই ভালো। অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়ার জন্য কারও কোনও অসুবিধা হলে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।' সলমন ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা ছিল মাধুরী দীক্ষিত, টাইগার শ্রফ, বরুণ ধাওয়ান, কৃতি শ্যানন, সারা আলি খান, সুনীল গ্রোভার প্রমুখের।

কাশ্মীর যেতে চান অনির্বাণের স্ত্রী?

নাট্যকর্মী। মধুরিমা গোস্বামী। একইসঙ্গে অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যের স্ত্রী। সমসাময়িক ঘটনায় মধুরিমা সমাজমাধ্যমে মন্তব্য করেন প্রায়শই। সেদিক থেকে অনির্বাণ কিছুটা পিছিয়ে। এমনকী অভয়া কাণ্ডেও মধুরিমার প্রতিবাদী স্বর শোনা গিয়েছিল ভীষণভাবে। অধিকাংশ নেটিজেনই তাঁকে সায় দিয়েছেন।

পুনরায় পহলগাম কাণ্ডে অতুল কুলকার্নির দুঃসাহসিক পোস্টের নীচে মন্তব্য করেছেন নাট্যকর্মী মধুরিমা গোস্বামী। অতুল বলেছেন, কাশ্মীর আমাদের, কেন আমরা আসব না এখানে। শুধু তাই নয়, সন্ত্রাসবাদীদের এই বার্তা দেবার জন্য তিনি ফাঁকা বিমানে রওয়ানা হয়েছেন কাশ্মীরে। সেই ছবি তিনি পোস্ট করেছেন সমাজমাধ্যমে। অতুলের পোস্ট দেখে বাংলার নাট্যকর্মী মধুরিমা গোস্বামী, অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যর স্ত্রী পোস্ট করেছেন, 'ইশ, টাকা থাকলে আজই চলে যেতাম।'

একনজরে সেরা

বর্ডার শুটিং

জাট-এর সাফল্যে আটকে থাকলেন না সানি, শুরু করলেন বর্ডার ২-এর শুটিং। ইন্সটাগ্রামে দেরাদুনের শুটিংস্থল থেকে ছবি দিয়ে এই খবর দিয়েছেন। শুটিংয়ে তাঁর সঙ্গী বরুণ ধাওয়ান। ১৯৯৯-এর কার্গিল যুদ্ধের অনুপ্রেরণায় তৈরি হচ্ছে বর্ডার ২। ছবিতে আছেন দিলজিৎ দোসাঞ্জ, আহান শেট্টিও। পরিচালনায় অনুরাগ সিং। মুক্তি ২০২৬-এর ২৩ জানুয়ারি।

বদলে গেল রেইড ২

অজয় দেবগণ অভিনীত 'রেইড ২' আসছে ১ মে ২০২৫। সেন্সর বোর্ড থেকে ছবির রেলওয়ে মন্ত্রীর বদলে বড়া মন্ত্রী এবং ছবির প্রথমে আট সেকেন্ডের সংলাপে পয়সা, হাতিয়ার তাকত ছাড়া আর কোনও বদলের কথা বলেনি। এবার আইপিএস অফিসার অময় পাটনায়ক ৪,২০০ কোটি টাকার স্ক্যাম নিয়ে তদন্ত করবেন। তার প্রতিপক্ষ রীতেশ দেশমুখ।

ডকু সিরিজে সুকেশ

২০০ কোটির অর্থ জালিয়াতির হোতা কনম্যান সুকেশ চন্দ্রশেখরকে নিয়ে একটি ডকু সিরিজ হচ্ছে। যে স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম এটি তৈরি করছে, তারা ডিটেলে সুকেশের জীবন, লটারির স্ক্যাম নায়িকা জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তুলে ধরতে চাইছে। তাই জ্যাকলিনকে এই সিরিজে নির্মাতারা চাইছে, নায়িকা সম্মতি দেননি এখনও। পরের বছর শুটিং শুরু হতে পারে।

প্রথম শাহরুখ

সম্ভবত চলতি বছর মেট গালায় পা রাখবেন শাহরুখ খান, পরবেন সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের ডিজাইন করা পোশাক। সেক্ষেত্রে ভারতীয় পুরুষ অভিনেতা হিসেবে এই ভূমিকায় তাঁকেই প্রথম দেখা যাবে। তিনি বা তাঁর সচীব পূজা দাদলানি কেউ এই তথ্য স্বীকার করেননি। কিয়ারা আদবানি ও দিলজিৎ দোসাঞ্জ এবার মেট গালায় প্রথম পা রাখবেন।

বিতর্কে পোস্টার

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও রাহুল বোস অভিনীত ম্যাডাম সেনগুপ্ত ছবির পোস্টার নিয়ে বিতর্ক। ছবির কেন্দ্রে আবোল তাবোল হত্যা রহস্য। সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল-এর একটি অডিশনের জন্য প্রয়াত শিল্পী বিমল দাস এঁকেছিলেন ছবিটি। সে ছবিই নির্মাতারা পোস্টারে দিয়েছেন কিন্তু তাঁর নাম দেননি। তাই শিল্পী দেবাশিষ দেব পোস্টারটি শেয়ার করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

আদনানের সঙ্গে প্রাক্তন পাক মন্ত্রীর বাগযুদ্ধ

পহলগাম আবহে আদনানের সঙ্গে প্রাক্তন পাক মন্ত্রীর মারাত্মক বাগযুদ্ধ!

আদনান শামি কোন দেশের মানুষ? তাঁর নাগরিকত্ব কী? এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন চৌধরী ফাওয়াদ হুসেন। পহলগাম আবহে ছেড়ে কথা বলেননি গায়ক আদনানও। এটা সত্যি যে, একসময় পাকিস্তানের নাগরিকত্ব ছিল আদনানের। কিন্তু তিনি চিরকালই মনেপ্রাণে ভারতীয়। ভারতপ্রেমী। তা তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে উল্লেখ করেছেন। কঠোর জবাবও দিয়েছেন। সেই বাগযুদ্ধ অনেক দূর গড়িয়েছেও। বর্তমানে পাক মুলুকের প্রাক্তন মন্ত্রী সরাসরি আদনান শামিকে 'বডি শেমিং' করলেন। আর যথারীতি হুসেনকেও ছেড়ে কথা বলেননি গায়ক। আদনান শামির নিতম্ব নিয়ে কুৎসিত খোঁচা দিয়েছেন চৌধরী ফাওয়াদ হুসেন।

আমির গুরু নানক?

গুরু নানকের লুকে আমির খানের ছবি নেটে ঘুরছে। স্বাভাবিকভাবেই এরপর জল্পনা এবং চর্চা শুরু হয় এই নিয়ে যে, এবার আমির নানক হচ্ছেন। ইউটিউবে, একটি জনপ্রিয় মিউজিক কোম্পানির লোগো লাগিয়ে এক সংস্থা আমিরের নানক-রূপী ছবি পোস্ট করে। নেটমহলে এসব দেখে আমিরের মুখপাত্র জানিয়েছেন, 'এটি এআই জেনারেটেড ছবি। একেবারে ভুয়ো। আমির খান এরকম কোনও বেশ ধরেননি। তিনি গুরু নানককে শ্রদ্ধা করেন। তাঁর অমর্যাদা হয়, এমন কোনও কাজ আমির করবেন না। এইসব ভুয়ো খবর থেকে দূরে থাকুন।'

দিলজিতের ছবি থেকে হানিয়া বাদ

গত অক্টোবরে লন্ডনে দিলজিৎ দোসাঞ্জের শো-তে পাকিস্তানী অভিনেত্রী হানিয়া আমির স্টেজে উঠে গায়কের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন, তার জন্যই দিলজিৎ গেয়েছিলেন বিখ্যাত গান লাভার, হানিয়ার ফ্যানগার্ল মোমেন্ট ছিল সেটি। তারপর জানা গেল, দুজনে একসঙ্গে কাজ করবেন সম্ভবত সর্দার জি ৩-এ। কিন্তু অনুরাগীদের সব আশা শেষ করে দিল কাশ্মীরের সন্ত্রাসী আক্রমণ। শোনা যাচ্ছে, হানিয়া এই ছবি থেকে বাদ পড়বেন। দিলজিৎ ও নীরু বাজওয়া অভিনীত সর্দার জি ৩-এই হানিয়া আমির ডেবিউ করতেন। পহেলগামের ঘটনার পর নির্মাতারা হানিয়াকে বাদ দিয়ে তাঁর জায়গায় অন্য অভিনেত্রীকে নিয়ে আসবেন। ইতিমধ্যে ছবির লন্ডন অংশের শুটিং শেষ হয়েছিল। জানা গিয়েছে, এখন অন্য অভিনেত্রীকে দিয়ে হানিয়ার অংশ আবার শুট করবেন নির্মাতারা। সিদ্ধান্ত কী হয়, তা শিগগির জানাবেন নির্মাতারা। নেটমহলে এই নিয়ে নানারকম মন্তব্য করা হয়েছে। ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক এখন বেশ খারাপ। এই অবস্থায় পাকিস্তানের কেউই স্বাগত নয় ভারতের কোনও জায়গাতেই। ফাওয়াদ খানের আবির গুলালও মুক্তি পাচ্ছে না ভারতে।

গলার ফাঁস এবং মূত্রপান, বিতর্কে পরেশ

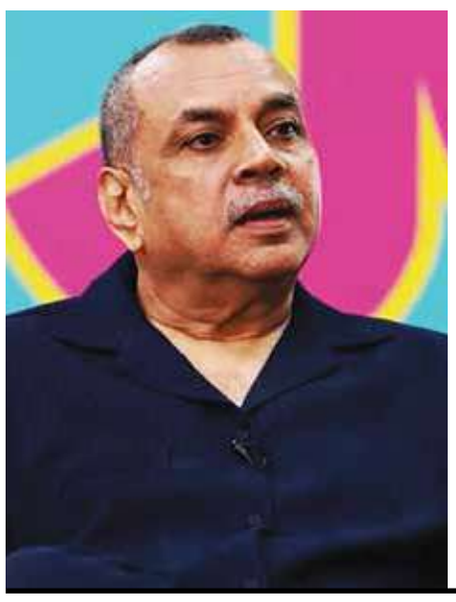

বলেছেন পরেশ রাওয়াল। তাঁর এই অসাধারণ চরিত্রচিত্রণ দেখার জন্য দর্শক অপেক্ষা করছেন সেই কবে থেকে! হেরা ফেরি ৩ তৈরিও হচ্ছে, কিন্তু 'বাবুভাই'-এর ইমেজ আর তিনি বইতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন পরেশ। তাঁর কথায়, 'আমি ২০০৬-এ হেরা ফেরি মুক্তির পরের বছর বিশাল ভরদ্বাজের কাছে গিয়ে বলেছিলাম, একই গেট আপে আমাকে অন্যরকম চরিত্র দাও। আমি অভিনেতা, কোনও নির্দিষ্ট ইমেজের চোরাবালিতে ডুবে যেতে চাই না। কিন্তু বিশাল বলল, আমি একই চরিত্র নিয়ে কাজ করি না। আর বালকির কাছে গিয়েও একই কথা বললাম। আমি টাইপকাস্ট হতে চাই না। হেরা ফেরি আমাকে সাফল্য দিয়েছে, আমার তা ভালো লাগে কিন্তু আমার যেন গলার ফাঁস হয়ে গিয়েছে বাবুভাই। আমার দমবন্ধ লাগে।' এখন সিক্যুয়েল তৈরির কথা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, মুন্নাভাই এমবিবিএস-এর সিক্যুয়েলের কথা। তাঁর কথায়, 'চরিত্র এক আছে, কিন্তু তাকে অন্যভাবে পরিচালনা করা হয়েছে। আমার ৫০০ কোটির একটা গুডউইল আছে প্রথম ছবির সূত্রে, সেটা মনে রাখা দরকার। কিন্তু হেরা ফেরির সিক্যুয়েল আমার ভালো লাগেনি। পরিচালক নীরজ ভোরাকে সে কথা বলেওছিলাম। মানুষকে হাসানোর জন্য যা খুশি করা যায় না।' এখন হেরা ফেরি-র তিন নম্বর ভাগের প্রস্তুতি চলছে, পরিচালক প্রিয়দর্শন। এই সাক্ষাৎকারে আরও এক আশ্চর্য তথ্য দিয়েছেন পরেশ। হাঁটুর ব্যাথার জন্য তিনি নাকি মূত্রপান করে সুস্থ হয়েছেন। পরেশ বলেছেন, 'ঘাতক-এর শুটিংয়ে হাঁটুতে চোট লাগে। টিনু আনন্দ আর ড্যানি আমাকে নানাবতী হাসপাতালে নিয়ে যান। ডাক্তার বলেন, তিন মাস লাগবে সুস্থ হতে। এর মধ্যে একদিন অজয় দেবগণের বাবা ভিরু দেবগণ আমাকে দেখতে গিয়ে পরামর্শ দেন, আমার দিনের প্রথম মূত্র পান করতে। আমি বিয়রের মতো করে তা খেয়েছি ১৫ দিন ধরে। তারপর এক্স রে করে দেখে ডাক্তার তো অবাক-- জানতে চাইলেন কী করে এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হলাম! ৩ মাসের জায়গায় দেড় মাসে আমি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাই।' যদিও পরেশের কথায় নেটিজেনদের অনেকে গা-ঘিনঘিন থেকে শুরু করে শিউরে ওঠার কথা বলেছেন।

ভারতে থাকা নিয়ে কী বললেন মাধুরী-কর্তা

ছেলেমেয়েদের মিডিয়ার নজরের বাইরে রাখতে চান। আরও ভালো করে বড় করতে চান। সেই কারণে বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা শর্মা লন্ডনে চলে গিয়েছেন। অনেকে সমালোচনাও করেছেন তাঁদের।

এই প্রেক্ষিতে অতীতে মাধুরী দীক্ষিতের স্বামী ডা. শ্রীরাম নেনের এক সাক্ষাৎকার এখন বেশ ভাইরাল। কুখ্যাত রণবীর এলাহাবাদিয়ার শো-তে শ্রীরাম নেনেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আমেরিকার থেকে ভারতে থাকা কতটা সুখের? উত্তরে শ্রীরাম নেনে বলেছিলেন, 'এই থাকা খুব সুখের, এ কথা বলব না। আমেরিকায় বেশ স্বাধীনভাবে ঘোরা যায়, আড়ালে থাকা যায়, নিজের মতো করে জীবন পরিচালনা করা যায়। আবার ভারতে আমার সংস্কৃতি আছে, অনেকরকম বন্ধন আছে—দুটো আলাদা।' আর দেশের অন্যতম বৃহৎ তারকার সঙ্গে দাম্পত্যের অভিজ্ঞতা কেমন? এর উত্তরে নেনে বলেন, 'এটাও আমেরিকার মতোই ব্যপার। ওকে আমি তেমনভাবে চিনতাম না। আমরা দুজন দুটো আলাদা জগৎ থেকে এসেছি। আমার অতীত নিয়ে ও আগ্রহ দেখায়নি, ওরটা নিয়ে আমিও দেখাইনি। ও আমার স্ত্রী আর সঙ্গী। আমরা দুজনেই মহারাষ্ট্র থেকে। আমাদের বিয়েটা ভাগ্যের জোরে হয়েছে। আর এটাই আমার জীবনের সবথেকে আশ্চর্যের ঘটনা।'

পর্যটকদের নিরাপদে বাড়ি ফেরাতে পারিনি, আক্ষেপ ওমরের

‘কোন মুখে রাজ্যের মর্যাদা চাইব’

শ্রীনগর, ২৮ এপ্রিল : কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়ায় জম্মু ও কাশ্মীরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব এখন কেন্দ্রীয় সরকারের। তবে এখানকার নির্বাচিত সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পর্যটকদের নিরাপত্তার দায় তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। সোমবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সেই বার্তাই দিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা।

তাঁর মতে, পহলগামে জঙ্গিরা নিরীহ পর্যটকদের খুন করায় শুধু ‘কাশ্মীরিয়ত’-ই আহত হয়নি, এর ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার বিষয়টিও গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। এদিন শ্রীনগরে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে পহলগাম হত্যার প্রতিবাদে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবের সমর্থনে বলতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদের কড়া নিন্দা করেন ওমর। তিনি বলেন, ‘পহলগামে হামলা গোটা দেশকে নাড়া দিয়েছে। গত ২১ বছরে বৈসরণ উপত্যকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি। মৃতদের পরিবারকে কীভাবে সান্ত্বনা দেব বুঝতে পারছি না।’

ওমর জানান, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি কাশ্মীরের গৃহকর্তা। তাঁর বাড়িতে অতিথি হিসাবে এসেছিলেন পর্যটকরা। সেই পর্যটকদের নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। গৃহকর্তা হিসাবে পর্যটকদের নিরাপত্তার দায়িত্ব যে জম্মু ও কাশ্মীর সরকার অস্বীকার করতে পারে না, তা খোলাখুলি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘পর্যটকদের নিরাপদে বাড়ি ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করা আমার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু আমি সেটা করতে পারিনি। মৃতদের পরিজনদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।’ এর ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ফেরত পাওয়া যে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তা স্বীকার করে নিয়েছেন ওমর। তাঁর কথায়, ‘আমরা জম্মু ও কাশ্মীরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নেই। কিন্তু আজকের পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের দাবিতে দরকষাকষি করতে পারব না। আমি মৃতদেহ নিয়ে রাজ্যের দাবি জানাব না। অন্য কোনও সময় সেটা করা যেতে পারে।’

তাঁর সাফ কথা, ‘আমার রাজনীতির ধরন এত সস্তা নয় যে ২৬টি প্রাণের বিনিময়ে রাজ্যের মর্যাদা আদায়ের চেষ্টা করব। যেখানে মানুষের জীবনের প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে সেখানে অবশ্যই রাজনীতির একটা গণ্ডি থাকা উচিত।’ ২০১৯-এর অগাস্টে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা প্রত্যাহার করে ছিল কেন্দ্রীয় সরকার। তারপর দীর্ঘ ৫ বছর সেখানে বিধানসভা নির্বাচন হয়নি। ২০২৪-এ হওয়া নির্বাচনে জম্মু ও কাশ্মীরে বিপুলভাবে জয়ী হয়েছে ওমর আবদুল্লার নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল কনফারেন্স ও কংগ্রেসের জোট। বিধানসভা নির্বাচন হলেও দিল্লি, পুদুচেরির ধাঁচে জম্মু ও কাশ্মীরের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা বজায় রাখা হয়েছে। বিধানসভা ভোটের পর থেকে রাজ্যের তকমা ফিরে পাওয়ার দাবিতে সরব সেখানকার অধিকাংশ রাজনৈতিক দল। এই পরিস্থিতিতে ওমরের মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

সন্ত্রাসবাদের কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘আজ আমরা পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করছি। আমাদের মধ্যে কেউই এই হামলাকে সমর্থন করেন না।... গত ২৬ বছরে আমি কখনও সাধারণ মানুষকে এ ধরনের হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে দেখিনি। পহলগাম হামলার প্রতিবাদে হওয়া বিক্ষোভগুলিতে মানুষ স্বেচ্ছায় ব্যানার, পোস্টার নিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছে।’

জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। সোমবার শ্রীনগরে।

দায় স্বীকার

- পর্যটকদের নিরাপদে বাড়ি ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করা আমার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু আমি সেটা করতে পারিনি
- গত ২১ বছরে বৈসরণ উপত্যকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি। মৃতদের পরিবারকে কীভাবে সান্ত্বনা দেব বুঝতে পারছি না
- আজকের পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের দাবিতে দরকষাকষি করতে পারব না
- গত ২৬ বছরে আমি কখনও সাধারণ মানুষকে এ ধরনের হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে দেখিনি

পহলগাম প্রতিবেদন

বিবিসি-কে সতর্কবার্তা

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : কাশ্মীরের পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার খবর প্রকাশে বিবিসির ভূমিকা নিয়ে কড়া আপত্তি তুলল ভারত। সোমবার বিবিসির ভারত বিভাগের প্রধান জ্যাকি মার্টিনকে একটি চিঠি পাঠিয়ে এই আপত্তি জানানো হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে, বিবিসির এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে পহলগাম হামলাকে ‘জঙ্গি হামলা’ বলা হয়েছে, যা তারা মোটেও মেনে নিতে পারছে না। সরকারের দাবি, এই ধরনের শব্দচয়ন সন্ত্রাসবাদীদের অপরাধ লঘু করে দেখায়। আরও জানানো হয়েছে, বিদেশমন্ত্রক ভবিষ্যতে বিবিসির সমস্ত প্রতিবেদন কড়া পর্যবেক্ষণে রাখবে।

গত সপ্তাহে বিবিসির প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল, ‘ভারতশাসিত কাশ্মীরে একটি জঙ্গি (মিলিট্যান্ট) হামলার পরে পাকিস্তান ভারতীয় নাগরিকদের ভিসা স্থগিত করেছে। ওই হামলায় ২৬ জন পর্যটক নিহত হন।’ অনেকের মতে, এই শিরোনাম বিভ্রান্তিকর এবং এতে ভুলভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে হামলার জন্য ভারতই দায়ী।

এর আগে আমেরিকার সেনেটের একটি কমিটি নিউ ইয়র্ক টাইমসের একই ধরনের রিপোর্টের সমালোচনা করে বলেছিল, ‘মিলিট্যান্ট’ বা ‘গানম্যান’ বলার মাধ্যমে আসলে সন্ত্রাসবাদী হামলার গুরুত্ব কমিয়ে দেখানো হচ্ছে।

মার্কিন কংগ্রেসের বিদেশ বিষয়ক কমিটি তাদের এক্স পোস্টে লেখে, ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস, আমরা তোমাদের ভুল ঠিক করে দিয়েছি। এটা (পহলগাম) ছিল একটি সন্ত্রাসবাদী হামলা, এটাই সত্য। ভারত হোক বা ইজরায়েল, সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে নিউ ইয়র্ক টাইমস বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাচ্ছে।’

এছাড়া পহলগাম হামলার পর সীমান্তপারের মিথ্যা প্রচার ও উসকানিমূলক বার্তা বন্ধ করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সুপারিশে ১৬টি পাকিস্তানি ইউটিউব চ্যানেল বন্ধ করা হয়েছে। এই চ্যানেলগুলির সম্মিলিতভাবে প্রায় ৬ কোটি ৩০ লক্ষ সাবস্ক্রাইবার ছিল। বন্ধ হওয়া চ্যানেলের মধ্যে পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার শোয়েব আখতারের ইউটিউব চ্যানেলও আছে।

মোদিকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অভিযোগে ভোজপুরি গায়িকা নেহা সিং রাঠোরের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা সহ মোট ১১টি ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। নেহার বিরুদ্ধে অভিযোগ, পহলগামে ২৬ জন নিরীহ পর্যটকের শোচনীয় মৃত্যুর জন্য তিনি দায়ী করেছেন গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যর্থতাকে। লখনউয়ের হজরতগঞ্জ থানায় তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়। সমস্ত ধরনের সংবাদমাধ্যমকে কড়া বার্তা দিয়ে কেন্দ্র এদিন জানিয়েছে, ভবিষ্যতেও যদি কোনও ইউটিউব চ্যানেল ভারত ও ভারতের সেনাবাহিনী সম্পর্কে ভুয়ো ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও একই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চিঠিতে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি

- পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলাকে জঙ্গি হামলা বলে সন্ত্রাসবাদীদের অপরাধ লঘু করে দেখিয়েছে বিবিসি
- ‘ভারতশাসিত কাশ্মীরে একটি জঙ্গি হামলার পরে পাকিস্তান ভারতীয় নাগরিকদের ভিসা স্থগিত করেছে’ বলে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে বিবিসি। রিপোর্টের শিরোনামে মনে হতে পারে, হামলার জন্য ভারতই দায়ী
- ভবিষ্যতে বিবিসির সমস্ত প্রতিবেদন কড়া পর্যবেক্ষণে রাখবে বিদেশমন্ত্রক
- শোয়েব আখতার সহ ১৬টি পাকিস্তানি ইউটিউব চ্যানেল বন্ধ
- মোদিকে প্রশ্নবিদ্ধ করায় ভোজপুরি গায়িকা নেহা সিং রাঠোরের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা সহ মোট ১১টি মামলা দায়ের হয়েছে

আপাতত নাড্ডাই দায়িত্বে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : মে মাসে বিজেপির নতুন জাতীয় সভাপতি নির্বাচনের পরিকল্পনা থাকলেও পহলগামে সান্ত্রাসবাদী হামলার জেরে দল সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে। ফলে জেপি নাড্ডাই আপাতত দলের নেতৃত্বে বহাল থাকছেন।

বিজেপি মনে করছে, এখন দলের সংগঠনের স্থিতিশীলতা এবং সরকারের নীতিগত অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করা জরুরি। তাই দলীয় সভাপতি নির্বাচনকে আপাতত অগ্রাধিকার না দিয়ে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, দলের শীর্ষনেতৃত্বও এই সিদ্ধান্তে সম্মতি দিয়েছেন।

২০১৯ সাল থেকে বিজেপির সভাপতি পদে রয়েছেন জেপি নাড্ডা। এর আগেও তাঁর মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে দলের সিদ্ধান্তেই তাঁর কার্যকাল ফের কিছুদিন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, নতুন সভাপতি নির্বাচন কবে হবে, তা পরে জানানো হবে দলের তরফে। তবে ইতিমধ্যে নতুন সভাপতির সম্ভাব্য মুখ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। মনোহরলাল খট্টার, ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং শিবরাজ সিং চৌহান এগিয়ে ছিলেন আলোচনায়।

অভিযানে হত ৩ নাগা জঙ্গি

ইটানগর, ২৮ এপ্রিল : এক অপহরণকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত মায়ানমার সীমান্ত ঘেঁষা অরুণাচলপ্রদেশ। এখানে একটি স্কুল নির্মাণে ঠিকাদারি সংস্থার দুই কর্মী নিখোঁজ হওয়ার পর গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, তাঁদের সন্ধানে অভিযানে নামে সেনা ও অসম রাইফেলস-বাহিনী। অরুণাচলের পাঙ্গচাওয়ে যৌথবাহিনীর সঙ্গে লড়াই বাধে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট কাউন্সিল অফ নাগাল্যান্ড (কেওয়াইএ) জঙ্গিগোষ্ঠীর। তাতে এই গোষ্ঠীর তিন ক্যাডার নিহত হয়েছে। রবিবারের ঘটনা। এক অপহৃতকে উদ্ধার করা গিয়েছে। তিনি অরুণাচলের বাসিন্দা। অসম থেকে আসা ঠিকাকর্মীর সন্ধান মেলেনি।

দায় নিয়ে তর্জা সংসদীয় কমিটিতে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : পহলগাম জঙ্গি হামলা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে। চলছে দায় ঠেলাঠেলির পালা। সূত্রের দাবি, মঙ্গলবার প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বলা হয়েছে, নির্ধারিত সময়ের দেড় মাস আগে বৈসরণ উপত্যকা খুলে দিয়েছিল জম্মু-কাশ্মীর সরকার। এই সিদ্ধান্তে সুবিধা হয়েছে জঙ্গিদের। যদিও বিরোধীদের তরফে আঙুল তোলা হয়েছে সরকারের দিকেই। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার সাতদিন পর সোমবার দিল্লির সংসদ ভবন সংলগ্ন পার্লামেন্ট অ্যানেক্সি ভবনে প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলে এবং বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন রাধামোহন সিং।

বৈঠকের মূল অ্যাজেন্ডা ছিল দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও অস্ত্র চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াবলি। যদিও বৈঠকে পহলগাম হামলার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় এবং এই বিষয়টি ঘিরে ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্ক হয়। জানা গিয়েছে বৈঠকের শুরুতেই পহলগাম হামলায় নিহতদের উদ্দেশে দু-মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং কাশ্মীরের ঘটনায় নিহত পরিবারদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়। পহলগামে ধর্মের নিরিখে হত্যার ছবি সামনে এলেও

কাশ্মীরে হামলা

এদিন স্থানীয় দুই গাইড আদিল হুসেন এবং নাজাকাত আহমেদ শা-র সাহসিকতার জন্য তাঁদের পুরস্কৃত করার কথাও আলোচনা হয় বৈঠকে।

এর আগে, ২৩ এপ্রিল নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রীসভা কমিটির বৈঠকেও পহলগাম হামলার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছিল। সেই বৈঠকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দমনে ভবিষ্যৎ কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে জানানো হয়েছিল, এই হামলার পিছনে সীমান্তপারের মদত ছিল এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়ন দেখে সন্ত্রাসবাদীরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

পহলগামের ঘটনা নিয়ে কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতা ভিন্ন মন্তব্য করেছেন। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। সেই মর্মেই রাহুল গান্ধির নির্দেশে কংগ্রেসের তরফে নেতাদের মুখে লাগাম দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

কংগ্রেস সাংসদ তথা দলের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ ইতিমধ্যে এই মর্মে একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, ‘কংগ্রেস নেতাদের একাংশ সংবাদমাধ্যমে মন্তব্য করছেন। তাঁদের বক্তব্য নিজস্ব মতামত এবং এগুলি কংগ্রেসের অবস্থানকে প্রতিফলিত করে না।’ সম্প্রতি কংগ্রেসের বেশ কিছু নেতার মন্তব্যের জেরে বিজেপির প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি এবং দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে। এই পরিস্থিতিতে দলের নেতাদের পহলগামের ঘটনায় ঘোষিত অবস্থান মেনে চলতে নির্দেশ দিয়েছে কংগ্রেস।

১০০০ পয়েন্ট উঠল সেনসেক্স

মুম্বই, ২৮ এপ্রিল : ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের আবহেও ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহের প্রথম লেনদেনের দিনে সেনসেক্স উঠে এল ৮০ হাজারের ওপরে। একইভাবে নিফটিও ২৪৩০০-র ওপরে থিতু হয়েছে। একদিনে লগ্নিকারীদের সম্পদ বেড়েছে ৪ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি।

বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ১০০৫.৮৪ পয়েন্ট উঠে পৌঁছেছে ৮০২১৮.৩৭ পয়েন্টে। নিফটি ২৮৯.১৫ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ২৪৩২৮.৫০ পয়েন্টে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, পহলগামে জঙ্গি হামলার পর ভারত-পাক সম্পর্কে উত্তেজনা তৈরি হলেও বড় ধরনের যুদ্ধের সম্ভাবনা কম। এই কারণেই দু’দিন নামার পর ফের ঊর্ধ্বগামী যাত্রা শুরু করেছে দুই সূচক।

হেপাজত বাড়ল রানার

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : ২৬/১১ মুম্বই হামলার অন্যতম চক্রী তাহাউর রানার এনআইএ হেপাজতের মেয়াদ আরও ১২ দিন বাড়াল দিল্লির আদালত। প্রতিদিন তার স্বাস্থ্যপরীক্ষা হবে। একদিন অন্তর আইনজীবীদের সঙ্গে দেখা করতে পারবে রানা। তবে সেখানে উপস্থিত থাকবেন এনআইএ-র আধিকারিকরা। ২০০৮-এর ২৬ নভেম্বর মুম্বইয়ে যে জঙ্গি হামলা হয়েছিল তার নেপথ্যে ছিল অন্যতম চক্রী মার্কিন নাগরিক ডেভিড কোলম্যান হেডলি। রানা তারই ঘনিষ্ঠ। আমেরিকা সম্প্রতি রানাকে ভারতের হাতে প্রত্যর্পণ করেছে।

কুনোয় আরও ৫ চিতা শাবক

ভোপাল, ২৮ এপ্রিল : মা হল চিতা নিরভা। কুনো জাতীয় উদ্যানে পাঁচ শাবকের জন্ম দিয়েছে সে। উদ্যান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ২৫ এপ্রিল সন্তানদের জন্ম দিয়েছে নিরভা। রবিবার পশু চিকিৎসকরা তাদের ভিডিও সংগ্রহের পর শাবকদের অস্তিত্ব নিয়ে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে। এর ফলে দেশে চিতার সংখ্যা হল ৩১। তার মধ্যে কুনোতেই রয়েছে ২৯ চিতা। ২০২৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা

থেকে সাড়ে পাঁচ বছর বয়সে আনা হয়েছিল নিরভাকে। গত বছর দুই শাবকের জন্ম দিলেও তারা বাঁচেনি। এক্স হ্যান্ডেলে শাবকদের আগমনের কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব লিখেছেন, চিতা প্রকল্পের সাফল্য আসলে ভারতের জীববৈচিত্র্যকেই প্রমাণ করে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক মাইলফলকে পৌঁছোচ্ছে ভারত।

অটারি-ওয়াঘা সীমান্তে সেই একই চিত্র। সেনার জেরায় চোখে জল খুদের। সোমবার।

ইউরোপে বিদ্যুৎ বিভ্রাট

মাদ্রিদ, ২৮ এপ্রিল : বড় বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের কবলে ইউরোপের তিন দেশ। সোমবার আচমকাই স্পেন, পর্তুগাল ও ফ্রান্সের কিছু জায়গায় ব্যাপক বিদ্যুৎ বিভ্রাটে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে গণপরিবহণ বন্ধ, রাস্তায় তীব্র যানজট এবং রেল ও বিমান পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটে। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে দোকানপাট, রেস্তোরাঁ সব অন্ধকারে ডুবে যায়। পর্তুগালের রাজধানী লিসবন সহ দেশের বেশ কিছু এলাকার রাস্তাঘাট ছিল নিষ্প্রদীপ। যুদ্ধের সময় যেমন ব্ল্যাক আউট হয়, পরিস্থিতি অনেকটা সেরকমই স্পেন ও পর্তুগালের একাধিক শহরের। ট্রাফিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে পড়ে। বিমান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। পর্তুগিজ পুলিশ জানিয়েছে, রাজধানী লিসবন এবং পোর্তোতে মেট্রো পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ।

স্পেন ও পর্তুগাল সরকার ইতিমধ্যে মন্ত্রীসভার জরুরি বৈঠক ডেকেছে। বিদ্যুৎ বিপর্যয় ফ্রান্সের কিছু অংশেও সাময়িকভাবে প্রভাব ফেলেছে। যদিও সে দেশের গ্রিড অপারেটর আরটিই জানিয়েছে, সেখানে কিছু সময়ের জন্য বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিল বটে। তবে এখন তা পুনঃস্থাপিত হয়েছে। ঘটনার কারণ অনুসন্ধান চলছে।

পর্তুগালের এবং স্পেন জানিয়েছে, তারা ধাপে ধাপে বিদ্যুৎ সরবরাহ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে।

বামেদের দখলেই থাকল জেএনইউ

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : বেশ হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (জেএনইউএসই) নির্বাচনে জিতল বামপন্থীরা। সংসদের চারটি প্রধান পদের মধ্যে তারা তিনটি দখল করেছে। অন্যদিকে আরএসএস ঘনিষ্ঠ অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) নয় বছর পর আবার একটি কেন্দ্রীয় পদের দখল নিতে সক্ষম হয়েছে।

দীর্ঘ সাড়ে চার বছর পর ২০২৪ থেকে ছাত্র সংসদে নির্বাচন হল জেএনইউতে। গত শুক্রবার ভোট গ্রহণ হয়েছিল দিল্লির এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদে। প্রায় ৭০ শতাংশ ভোট পড়েছিল। ভোট দিয়েছিলেন প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার জন। রবিবার ভোটগণনা হয়।

সোমবার ভোরে ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের (আইসা) নীতীশ কুমার ১,৭০২ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এবিভিপির শিখা স্বরাজ পেয়েছেন ১,৪৩০ ভোট। তৃতীয় স্থানে ছিলেন এসএফআই সমর্থিত তায়েবা আহমেদ। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৯১৮।

উপাধ্যক্ষ (ভাইস-প্রেসিডেন্ট) পদে ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস ফেডারেশনের (ডিএসএফ) মনীষা জয়ী হয়েছেন। তিনি ১,১৫০ ভোট পেয়েছেন, যেখানে এবিভিপির নীতু গৌতম পেয়েছেন ১,১১৬ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদেও ডিএসএফের প্রার্থী মুন্তেহা ফাতিমা জয়ী হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ১,৫২০ ভোট। এবিভিপির কুনাল রাই পেয়েছেন ১,৪০৬ ভোট।

যুগ্ম সম্পাদক পদে এবিভিপির বৈভব মীনা ১,৫১৮ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। আইসার নরেশ কুমার পেয়েছেন ১,৪৩৩ ভোট এবং পিএসএর নিগম কুমারী পেয়েছেন ১,২৫৬ ভোট।

বামপন্থী জোটের তিনটি পদে জয়লাভের বিষয়টি আইসা কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজের রায় বলে ব্যাখ্যা করেছে। অন্যদিকে এবিভিপি তাদের জয়কে ‘জেএনইউয়ের রাজনৈতিক বাতাবরণে ঐতিহাসিক পরিবর্তন’ বলে দাবি করেছে। তারা বলেছে, এটা বামপন্থীদের তথাকথিত ‘লাল দুর্গ’ ভেঙে ফেলার শুরু। নবনির্বাচিত যুগ্ম সম্পাদক বৈভব মীনা বলেন, ‘এটা আমার ব্যক্তিগত জয় নয়, এটা আদিবাসী চেতনা ও জাতীয়তাবাদী ভাবনার বিজয়।’

সংসদের সভাপতি পদে বিহারের গরিব পরিবারের সন্তান নীতীশ কুমারের জয় নিয়েও উদ্বেল হতে দেখা গিয়েছে বাম শিবিরকে। অনেকেই সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, তবে কি দিল্লির রাজনীতিতে আর এক নীতীশ কুমারের উদয় হতে যাচ্ছে! বৈভব মীনার জয় এবিভিপির কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, ২০১৫-’১৬ সালের পর আবার তারা কেন্দ্রীয় প্যানেলে কোনও পদে জয় পেল।

এবিভিপি শেষবার ২০০০-’০১ শিক্ষাবর্ষে সভাপতির পদে জয় পেয়েছিল। তাছাড়া তিনটি প্রধান পদে বিজেপির পড়ুয়া শিবির হেরে গেলেও প্রতিটিতেই তারা সমান তালে বাম প্রার্থীদের সঙ্গে লড়েছে। আগামী দিনে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বামেদের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার ক্ষেত্রে এবারের ভোটের ফল যে গেরুয়া শিবিরের পড়ুয়াদের মনোবল বাড়াবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এটা বাম শিবিরের পক্ষে উদ্বেগের কারণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

ফ্রান্সের সঙ্গে ২৬ রাফাল কিনতে চুক্তি ভারতের

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : বায়ুসেনার পর এবার রাফাল যুদ্ধবিমান পেতে চলেছে ভারতীয় নৌসেনা। সোমবার ২৬টি রাফাল-এম (নৌবাহিনীর জন্য তৈরি রাফালের বিশেষ সংস্করণ) কিনতে ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি করেছে কেন্দ্র। এজন্য খরচ পড়বে ৬৩ হাজার কোটি টাকা। ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য এত বড় অঙ্কের যুদ্ধবিমানের বরাত নজিরবিহীন। বিমানগুলি হাতে পেলে নৌসেনার বিমানবহর আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে বলে প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

সূত্রের খবর, এদিনের চুক্তি অনুযায়ী ২৬টি রাফাল-এমের মধ্যে ২২টি হল এক আসনবিশিষ্ট যুদ্ধবিমান এবং ৪টি দুই আসনের প্রশিক্ষণ বিমান। ২০৩১-এর মধ্যে সবকটি বিমান নৌসেনার সঙ্গে যুক্ত হবে। বিমানগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, কর্মীদের প্রশিক্ষণ, লজিস্টিক সহায়তাও চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। প্রতিরক্ষা সূত্রে খবর, রাফাল-এম বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী নৌ-যুদ্ধবিমান। বর্তমানে এই বিমান একমাত্র ফরাসি নৌবাহিনীই ব্যবহার করে। ক্যাটোবার প্রযুক্তির সাহায্যে যুদ্ধজাহাজ থেকে অনায়াসে ওঠা-নামা করতে পারে বিমানগুলি। সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে হামলা চালাতে রাফাল-এমের জুড়ি মেলা ভার। ভারতীয় নৌসেনায় রাফালের ব্যবহার শুরু হলে শুধু পাকিস্তান নয়, চিনও চাপে পড়বে।

২০১৬-য় ফরাসি বিমান সংস্থা দাসোঁ অ্যাভিয়েশন থেকে ৩২টি রাফাল যুদ্ধবিমান কিনতে চুক্তি করেছিল ভারত। হরিয়ানার আম্বালা এবং পশ্চিমবঙ্গের হাসিমারায় বায়ুসেনা ঘাঁটিতে বিমানগুলি মোতায়েন রয়েছে।

অনলাইনে অশ্লীলতা, কড়া কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : অনলাইনে অশ্লীলতা তথা আপত্তিকর দৃশ্য দেখানোর অভিযোগ নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলায় সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারের জবাবদিহি চেয়ে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। যৌনতাধর্মী বিষয়গুলি বিভিন্ন ওটিটি (ওভার দ্য টপ) সংস্থা ও সমাজমাধ্যমে দেখানোর অভিযোগ উঠেছে। মামলাটির শুনানি হয়েছে বিচারপতি বিআর গাভাই ও বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহের বেঞ্চে।

মামলার মূল দাবি হল, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় খোলামেলা দৃশ্যে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হোক। সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, যে অভিযোগ এসেছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আইনি খবর পরিবেশনকারী ওয়েবসাইট ‘লাইভ ল’ অনুসারে তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তারা হল অ্যামাজন প্রাইম, নেটফ্লিক্স, অলটবালাজি, উল্লু ডিজিটাল, গুগল, মেটা, অ্যাপল, এক্স ও মুবি।

আইনজীবী বিষ্ণুশংকর জৈন পাঁচ আবেদনকারীর পক্ষে সওয়ালে জানিয়েছেন, ওটিটি ও সমাজমাধ্যমে অশোভন দৃশ্য দেখানোয় উদ্বেগ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের অবস্থান জানতে চেয়ে বিচারপতি গাভাই কেন্দ্রীয় সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার উদ্দেশে বলেছেন, আইনগত কোনও পদক্ষেপের ব্যবস্থা করুন। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মেহতা জানিয়েছেন, কিছু অনুষ্ঠান এতটাই ‘বিকৃত’ যে, দু’জন একসঙ্গে বসে তা দেখতে পর্যন্ত পারেন না। তিনি জানান, কিছু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আরও কিছু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের চিন্তাভাবনা চলছে।

জনস্বার্থ সংক্রান্ত এই মামলার আবেদনে এও বলা হয়েছে, আদালত ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব, নেটফ্লিক্স ও ইত্যাদি প্ল্যাটফর্মে অশ্লীলতা রোধে বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণ তদারকি ও নির্দেশিকা প্রণয়নের জন্য একটি জাতীয় বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করুক। এর উত্তরে দুই বিচারপতির বেঞ্চ আবেদনকারীকে জানিয়েছে, এই বিষয়টি আইনসভার আওতাধীন।

‘অভিমানে’র ফাঁসে কৈশোরে শেষ প্রাণ

বিশ্বজিৎ সরকার ও বিপ্লব হালদার

রায়গঞ্জ ও গঙ্গারামপুর, ২৮ এপ্রিল : অভিভাবকের সঙ্গে তর্কাতর্কি বা বকুনি। আর তাতেই নিজের জীবনে পূর্ণচ্ছেদ টেনে আনা। তাও আবার বয়ঃসন্ধিতে। এমন অস্বাভাবিক ঘটনায় স্তম্ভিত পরিজনরা। কিন্তু কমছে না এহেন মর্মান্তিক পরিণতি বেড়েই চলেছে শহর থেকে গ্রামে। যার সর্বশেষ সাক্ষী থাকল রায়গঞ্জ আর গঙ্গারামপুর।

সুইসাইড নোট লিখে গলায় ফাঁস দিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু নাবালকের। এদিন অর্থাৎ সোমবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে রায়গঞ্জ শহরের দেবীনগর এলাকায়। আবার গঙ্গারামপুরে টিউশনে যাওয়া নিয়ে তাঁর বকুনি যে মেয়ের জীবনে এমন ভয়ানক পরিণতি ডেকে আনবে তা টের পাননি মা। অভিমানে গলায় ফাঁস লাগিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীর।

রায়গঞ্জের ঘটনায় পরিবার ও পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত নাবালকের নাম আয়ুস দাস (১২)। শহরের করোনেশন হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিল সে। নাবালকের সুইসাইড নোটে বাবা-মায়ের উদ্দেশে স্পষ্ট করে লেখা, ‘মা- বাবা তোমরা অনেক ভালো থেকো, আমি চলে যাচ্ছি আমি অনেক খারাপ ছিলাম, আমি জানি আমি পরীক্ষায় অনেক খারাপ করেছি। আর মা কালকে রাতে আমি যা বলেছিলাম সব রেগে গিয়ে বলেছিলাম আমি কিছু জেনেবুঝে বলিনি।’ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালক এলাকায় খুব ভদ্র ছেলে হিসেবে পরিচিত। তার নেশা ছিল ক্রিকেট খেলা। দিনরাত ক্রিকেট নিয়ে মগ্ন থাকত।

সম্প্রতি স্কুলে প্রথম সামিটিভ পরীক্ষা ছিল। সম্ভবত কম নম্বর পাওয়ায় বাবা- মা পড়ার জন্য বকুনি দেয়। অভিমানে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান। রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বাবা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার কর্মী। মা চন্দনা দাস গৃহশিক্ষিকা। তাঁদের দুই ছেলে, আয়ুস বড়, অপর ছেলের বয়স সাত বছর।

ছবি : এআই

ঘটনার প্রসঙ্গে মৃত নাবালকের বাবা অমিত দাস বলেন, ‘ছেলে সুইসাইড নোট লিখে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। এর থেকে বেশি কিছু বলতে পারব না।’ শোকের আঘাতে মৃত নাবালকের মা বাকরুদ্ধ। ওই নাবালকের মৃত্যুতে শিক্ষকেরাও হতবাক। এদিন বিকেলে দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

গঙ্গারামপুরের ঘটনায় মৃতের নাম বিভা বর্মন (১৩)। ঘটনায় শোকস্তব্ধ পরিবার সহ গোটা গ্রাম। গঙ্গারামপুর থানার মহারাজপুর গ্রামের বাসিন্দা তপন বর্মন। ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ জোগাড় করতে তপনবাবু শ্রমিকের কাজ করতে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন। তাঁর মেয়ে বিভা গঙ্গারামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। সোমবার সকালে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে যাত্তয়া নিয়ে মায়ের সঙ্গে তর্ক হয় বিভার। মা বকাবকি করে। এরপর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় মেয়ে। কিছুটা সময় কেটে গেলেও বিভা বের না হওয়ায় মা ডাকাডাকি করে। পরে তিনি চ্যাঁচামেচি করলে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। প্রতিবেশীরা দরজা ভাঙতে নজরে আসে ঝুলন্ত দেহ। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে জানিয়ে দেয়।

মৃতের কাকা গৌতম বর্মন শোকস্তব্ধ অবস্থায় বলেন, ‘সকালে টিউশন যাওয়া নিয়ে ভাইঝির সঙ্গে বৌদির তর্কবিতর্ক হয়। মা বকাবকি করতে অভিমানে ভাইঝি নিজের ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়। এত অল্প বয়সে এমন ঘটনা ঘটাবে ভাবতে পারছি না।’

মৃতের আরেক আত্মীয় সুজন সরকার বলেন, ‘বিভা শান্ত প্রকৃতির মেয়ে ছিল। লেখাপড়ায় মেধাবী। হাসপাতালে এনেও বাঁচাতে পারলাম না। আমরা শোকাহত।’

ঝড়ের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত মৌলানি। সোমবার। - সংবাদচিত্র

মন্দিরে অবাধ প্রবেশ

দিঘা, ২৮ এপ্রিল : জগন্নাথধাম বলতে এখনও আমবাঙালি পুরীই বোঝে। তাই বারবার দিঘার জগন্নাথধামের সঙ্গে তুলনা চলে আসছে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের। নামে জগন্নাথধাম। কিন্তু কাগজেকলমে এটি একটি সংস্কৃতি কেন্দ্র মাত্র।

এই নিয়ে বিজেপি বাজার গরম করার চেষ্টা করছে। স্বাভাবিকভাবেই পুরীর সঙ্গে তুলনায় বেশ কিছু বিষয় আলোচনায় আসছে। পুরীর মন্দিরে হিন্দু বাদে অন্য ধর্মের মানুষের প্রবেশাধীকার ছিল না। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকেও নাকি ফিরিয়ে দিয়েছিল পুরীর জগন্নাথ ধাম।

তবে দিঘার জগন্নাথধামে প্রবেশের বাধা থাকছে না কোনও ধর্মের মানুষেরই। শুধু তাই নয়, এখানে থাকবে না পান্ডাদের দাপটও। সরাসরি পুরীর মন্দিরের সঙ্গে এই ধরনের তুলনা টানতে নারাজ ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমন দাস। তিনি জানিয়েছেন, মায়াপুরের মন্দিরের মতো দিঘাতে সুশৃঙ্খলভাবে ও শান্তিতে আপনারা প্রভুর দর্শন করতে পারবেন।

দখলদারই নাকি মালিক

প্রথম পাতার পর

তিনি যতদূর জানেন সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের থেকেই নাকি এই মাঠ লিখিতভাবে তাদের দেওয়া হয়েছে বহু বছর আগেই।

রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের রিপোর্টে সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন খড়িয়া এলাকায় ৫১.৩২ একর জমি, পাহাড়পুরে ১৫৪.২ একর জমি, ক্রান্তির চ্যাংমারিতে ৯.৭৬ একর জমি, মালবাজারের ডামডিমে ২৪.৫৪ একর জমি, মালবাজারের এক চা বাগান এলাকায় ৪৯ একর জমি, পাতকাটা এলাকায় ২১৭.৭৭ একর জমি দখল হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের মোতয়ালি লুৎফর রহমান জানিয়েছেন, যে জমি বা সম্পত্তি প্রথম থেকে ওয়াকফ এস্টেটের অধীনে ছিল, সেই জমি বা সম্পত্তি কখনও হস্তান্তর হতে পারে না। তা ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবেই থাকে।

রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, ওয়াকফ সম্পত্তি যে বা যাঁরা দখল করেছেন, ওয়াকফ আইন অনুসারে তাঁদের সেই জমি এস্টেটকে ফিরিয়ে দিতেই হবে। আর যবে থেকে দখল করে রয়েছেন, তবে থেকে রাজস্ব দিতে বাধ্য হবেন। খুব শীঘ্রই এই নিয়ম কার্যকরী হতে চলেছে।

সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের পাতকাটায় যে প্রায় দুশো একর জমি দখল হয়ে রয়েছে, তা পুনরুদ্ধার করার জন্য ২০২১ সালে সংশ্লিষ্ট দখলদারকে নোটিশ ইস্যু করেছিল বোর্ড। সেখানেই শেষ। পরবর্তীতে জমি উদ্ধার করতে আর কোনও সরকারি উদ্যোগ দেখা যায়নি। জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভীন বলেছেন, ‘জেলার ওয়াকফ এস্টেটের জমির হিসেবপত্র খতিয়ে দেখা হবে। তবে তার আগে জেলা প্রশাসনের কাছে নির্দিষ্ট অভিযোগ আসতে হবে।’

সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের পাশাপাশি পারিবারিক সূত্রে যুক্ত থাকা নুরুল হোসেন এবং জুম্মা বক্স ওয়াকফ এস্টেটের জমি নিয়েও খোঁজখবর শুরু করেছে ওয়াকফ বোর্ড। জলপাইগুড়ি শহরের বুকে এই দুই ওয়াকফ এস্টেটের প্রচুর জমি বেদখল হয়ে রয়েছে।

জলপাইগুড়ি বেগুনটারি মোড়ে ওয়াকফের জমিতে এই মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মিত হয়েছে বলে অভিযোগ।

ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি তিন ব্লকে

প্রথম পাতার পর

সবজিখেত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।’ ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় বলেন, ‘গোটা ব্লকে প্রায় দেড় কোটি টাকার ওপর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরির কাজ চলছে।’ ময়নাগুড়ি ব্লকেও বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ময়নাগুড়ি শহরের নতুন বাজার থেকে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে যাওয়ার রাস্তার ওপর একটি গাছ ভেঙে পড়ে। সোমবার সকালে পুরসভার তৎপরতায় ওই গাছ কেটে সরানো হলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয় ওই পথে। ময়নাগুড়ি শহরেও একাধিক জায়গায় ছোট-বড় গাছ পড়ে গিয়েছে। ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায়ের কথায়, ‘বিক্ষিপ্তভাবে কিছু গাছ পড়ে ঘরবাড়ির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়ে বহু এলাকা।’ ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু বলেন, ‘ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণসামগ্রী দেওয়া হয়েছে। রাজগঞ্জ ব্লকের বেলাকোবা, শিকারপুর, কুকুরজান, সন্ন্যাসীকাটা, সুকানি, ভোলাপাড়া এলাকায় বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়েছে। রাত থেকেই বিস্তীর্ণ এলাকা বিদ্যুৎহীন হয়।

নতুন চা শ্রমিক সংগঠন

ওদলাবাড়ি, ২৮ এপ্রিল : ডুয়ার্সের চা বাগানে আত্মপ্রকাশ করল আরও একটি চা শ্রমিক সংগঠন। ‘হামরো হিল তরাই ডুয়ার্স চা বাগান শ্রমিক সংঘ’ নামে নতুন এই সংগঠনের পাথরঝোরা শাখা কমিটি গঠন করা হল সোমবার।

পাথরঝোরা চা বাগানের শ্রমিক মহল্লায় আয়োজিত এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী গোর্খা সংযুক্ত সমিতির সভাপতি সাগন মোক্তান, হামরো হিল তরাই ডুয়ার্স চা বাগান শ্রমিক সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডিকে গুরুং, মহাসচিব প্রফুল লাকড়া প্রমুখ।

এদিনের সভায় মনোজ প্রধান এবং মনজিৎ বরাইলিকে যথাক্রমে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে সাত সদস্য বিশিষ্ট ইউনিট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, আগামী বিধানসভা ভোটকে পাখির চোখ করে বেশ কিছুদিন ধরেই দার্জিলিং পাহাড়ের বাইরে তরাই-ডুয়ার্সের বুকেও বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজকর্ম শুরু করেছেন ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের প্রধান অজয় এডওয়ার্ড। ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাথরঝোরা চা বাগানেও কমিটি গঠন করে সংগঠন প্রসারের পাশাপাশি চা শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি আদায়ে নতুন এই চা শ্রমিক সংগঠন কাজ করবে বলে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডিকে গুরুং জানিয়েছেন।

রিপোর্ট কার্ড তৈরির পাঠ শিক্ষকদের

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৮ এপ্রিল : পড়ুয়াদের হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড তৈরির পদ্ধতি নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সড়োগড়ো করালেন জেলার শিক্ষাকর্তারা। সোমবার নাগরাকাটা ও মেটেলি এই দুই ব্লকের সমস্ত উচ্চ, উচ্চপ্রাথমিক, প্রাথমিক, শিশুশিক্ষাকেন্দ্র ও মাধ্যমিকশিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে ওই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। দুটি স্থানে আলাদাভাবে আয়োজিত শিবিরে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করেন জলপাইগুড়ির সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক (এআইএস) অনিমেষ দেবনাথ। ছিলেন নাগরাকাটা ও মেটেলি সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (এসআইএস) বিজয়চন্দ্র রায়।

এআইএস বলেন, ‘চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড তৈরির নিয়ম চালু হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এই কার্ডের মাধ্যমে একলপ্তে তুলে ধরা সম্ভব হবে।’ এসআইএস জানিয়েছেন, প্রতিটি স্কুলে প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যাতে রিপোর্ট কার্ডটি তৈরি করতে অসুবিধা না হয় সেজন্যেই হাতে-কলমে এই প্রশিক্ষণ।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডে পড়াশোনার পাশাপাশি প্রতিটি ছাত্রের সার্বিক বিকাশের অগ্রগতির ওপর নিবিড় পর্যবেক্ষণ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনলাইনেও যাতে হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডের তথ্য আপলোড করা হয় সেজন্য শিক্ষা দপ্তরের স্কুল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এসএমএস) নামে যে পোর্টাল রয়েছে সেখানেও তা অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে।

হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড তৈরি নিয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ। সোমবার নাগরাকাটায়।

> প্রতিটি স্কুলে প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যাতে রিপোর্ট কার্ডটি তৈরি করতে অসুবিধা না হয় সেজন্যেই হাতে-কলমে এই প্রশিক্ষণ।
>
> **অনিমেষ দেবনাথ,** এএসআই

ঠিক কী রয়েছে প্রতি ছাত্র পিছু একেকটি হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডে। শিক্ষাকর্তারা জানাচ্ছেন, স্কুলের বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের ওপর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের (সামেটিভ ইভালুয়েশন) ভিত্তিতে নম্বর দেওয়া ছাড়াও থাকছে পড়ুয়াদের অন্যান্য ক্ষেত্রের অগ্রগতি কেমন সেসবও লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা। কোনও কিছু শেখার ক্ষেত্রে বুদ্ধির বিকাশ যাচাইয়ের জন্য ৭ ধরনের নির্দেশক বা ইন্ডিকেটরকে এজন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর বুদ্ধিমত্তার বৈচিত্র্য, তার আগ্রহের ক্ষেত্র, মনোভাব কেমন, ব্যাতিক্রমী দক্ষতা, কোনও উদ্বেগ কাজ করে কি না, শেখার ক্ষেত্রে ফাঁক রয়ে যাচ্ছে কি না, বিশেষ কিছু শেখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলি কী এসব পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষক-শিক্ষিকারা তা ওই কার্ডে লিখবেন। অন্যদিকে, আচরণে বুদ্ধির বিকাশের প্রকাশ কতটা সেটা যাচাইয়ের জন্য ১০ ধরনের মানদণ্ড রয়েছে। একজন পড়ুয়ার আত্মসচেতনতা, যোগাযোগের ক্ষমতা, সমবেতভাবে ভাবার ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা থেকে শেখার দক্ষতা, নান্দনিকতার মতো মানদণ্ডগুলিকে এর আওতায় রাখা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রেই জানা গিয়েছে, কার্ডটি এমনভাবে তৈরি যে এতে একজন পড়ুয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জিও থাকছে। নিজের নাম, বাবা-মায়ের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, আধার নম্বর, বাংলার শিক্ষা পোর্টালে তার ইউনিক আইডি নম্বর, রক্তের গ্রুপ, উচ্চতা, বিশেষভাবে সক্ষম কি না সমস্ত তথ্যই কার্ডের সামনের অংশে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

শিবির

বেলাকোবা, ২৮ এপ্রিল : জলপাইগুড়ি আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ সোমবার রাজগঞ্জ ব্লকে একটি সচেতনতা শিবির করে। শিকারপুরের কেবলপাড়া হাইস্কুলে আয়োজিত ওই শিবিরে বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, শিশুশ্রমের মতো নানা বিষয়ে বক্তারা বক্তব্য রাখেন। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণি মিলিয়ে প্রায় ৭০ জন পড়ুয়া অংশগ্রহণ করে।

পরমাণু বোমা

প্রথম পাতার পর

বাইরের চাপ যখন বাড়ছে, তখন ঘরে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পাক সরকার। সোমবার দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের প্রধান শহর ওয়ানায় সরকারপন্থী একটি শান্তি কমিটির দপ্তরে ঘটা বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ১৬। অভিযোগের তির পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন তেহরিক-ই-তালিবানের দিকে। রবিবার ৫৪ জন তেহরিক জঙ্গিকে হত্যার দাবি করেছিল পাক সেনা। এদিনের বিস্ফোরণ তার জবাব বলে মনে করা হচ্ছে। গত সপ্তাহে বালোচিস্তানে সেনা কনভয়ে হামলায় ১০ জওয়ান প্রাণ হারান। ওই ঘটনার দায় নিয়েছে বালোচ বিদ্রোহী জোট।

গমের বস্তার উপর বসে শ্রমিক। সোমবার জলন্ধরে। ছবি- এএফপি।

ভিডিও পোস্ট করে ধৃত বিজেপির সম্পাদক

প্রণব সূত্রধর ও নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

আলিপুরদুয়ার, ও বারবিশা, ২৮ এপ্রিল : ফেসবুকে পোস্ট করা একটি ভিডিও’র প্রেক্ষিতে গ্রেপ্তার করা হল বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক বিপ্লব দাসকে। সোমবার তাঁকে আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এদিকে, বিপ্লবকে গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে সরব হয়েছে দল। বিকেলে বিজেপির নেতা-কর্মীরা আদালত চত্বর থেকে মিছিল শুরু করেন। আলিপুরদুয়ার থানার সামনে প্রতীকী অবস্থান বিক্ষোভ করেন তাঁরা। থানার গেটের সামনে বৃষ্টির মধ্যেই বসে অবস্থান বিক্ষোভ চলে।

কোন ভিডিও নিয়ে এত জলঘোলা? পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সামাজিক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কুরুচিকর ছবি পোস্ট করেছিলেন বারবিশার এক বাসিন্দা। তা দেখে সেই ব্যক্তিকে ‘শাস্তি’ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিপ্লবের বিরুদ্ধে। বারবিশার সেই বাসিন্দাকে জনসমক্ষে কান ধরে ওঠবস করানো হয়। তাঁকে দিয়ে ক্ষমা চাওয়ানোর পাশাপাশি এলাকাছাড়া করার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিজেপি’র আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক বিপ্লবের বিরুদ্ধে। সেই ‘শাস্তি’ দেওয়ার ভিডিও আবার ফেসবুকে পোস্ট করেন তিনি। ঘটনা জানতে পেরে কুমারগ্রাম থানার বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে এবং এমন আপত্তিকর পোস্ট সমাজমাধ্যমে শেয়ার না করার জন্য সতর্ক করে দেয়। আর বিজেপির নেতার বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে।

প্রতিবাদে মিছিল দলের

বিপ্লবকে রবিবার রাতে বারবিশা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রাতেই বিজেপি নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ-আন্দোলন করতে পারে, এই আশঙ্কায় বারবিশা ফাঁড়ির নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়। কুমারগ্রাম, কামাখ্যাগুড়ি এবং ভাটিবাড়ি থেকে পুলিশকর্মীদের নিয়ে এসে বারবিশা ফাঁড়িতে মোতায়েন করা হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে মধ্যরাতেই বারবিশা ফাঁড়িতে চলে আসেন কুমারগ্রাম থানার আইসি, কামাখ্যাগুড়ি ও ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসিরাও। সেখান থেকে তাঁকে আলিপুরদুয়ার থানায় নিয়ে আসা হয়। এদিন আলিপুরদুয়ার থানার নিরাপত্তাও ছিল আঁটোসাঁটো। মূল গেট বন্ধ রাখা হয়। থানা চত্বরে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন ছিল। বেলা বাড়তেই বিজেপির নেতা-কর্মীরা আদালত চত্বরে জড়ো হতে থাকেন। দলের নেতার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস বলেন, ‘বারবিশার এক ব্যবসায়ী প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ বিজেপির একাধিক মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করলে স্থানীয়রা ক্ষুব্ধ হন। তাঁদের রোষ থেকে বিপ্লব সেই ব্যবসায়ীকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। অথচ পুলিশ শাসকদলের নেতাদের কথামতো বিপ্লবকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কোনও কড়া ব্যবস্থা নেয়নি। পুলিশ দলদাসের মতো কাজ করছে।’আলিপুরদুয়ার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী অবশ্য বলেছেন, ‘অভিযুক্ত ব্যবসায়ী ও বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’ পুলিশ ও আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, বিপ্লবের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করা হয়। উসকানিমূলক মন্তব্য করার মতো অভিযোগ রয়েছে। এদিন আদালত থেকে বেরিয়ে আসার সময় বিপ্লব দাবি করেন, এসবই পুলিশ ও তৃণমূলের চক্রান্ত।

আইনজীবীদের চেম্বার ঘেরাও, ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবীদের চেম্বার ঘেরাও করে বিক্ষোভের ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করতে বললেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। আদালত ও বিচারপতিকে কুমন্তব্যের অভিযোগে সোমবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় (দাস)-এর ডিভিশন বেঞ্চে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়। প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, ‘আদালত ও বিচারপতির বিরুদ্ধে এই ধরনের আচরণ করা যায় না। রায় পছন্দ না হলে উচ্চতর আদালতে আবেদন করা হোক। কিন্তু এভাবে বিক্ষোভ দেখানো হল কেন? স্পষ্ট ভাষায় বলছি এদের সকলকে চিহ্নিত করতে হবে।’ শুক্রবার আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও তাঁর জুনিয়ারদের চেম্বার চত্বর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান ২০১৬ সালের এসএলএসটি শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার অতিরিক্ত শূন্যপদে সুপারিশপ্রাপ্ত চাকরিপ্রাপ্তরা। রাতের দিকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। আইনজীবীদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন চাকরিপ্রার্থীরা।

রোবট-সার্জনে ভরসা নেই

প্রথম পাতার পর

প্রশ্ন উঠছে, তবে কি চিকিৎসা ব্যবস্থায় সার্জনদের প্রয়োজন ফুরোবে? যন্ত্রমানবের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে অপারেশন থিয়েটার? পিছিয়ে পড়বে মানব বুদ্ধিমত্তা? চিকিৎসকরা অবশ্য এটা মানতে নারাজ। তাঁদের যুক্তি, যন্ত্রকে পরিচালনা করতে হয়। আর সেই পরিচালনার কাজটি করতে সার্জনদের প্রয়োজন পড়বে সবসময়। তবে, রোবটের ব্যবহারে অপারেশন আরও নিখুঁতভাবে হবে, মত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ নিশীথরঞ্জন মল্লিকের ব্যাখ্যায়, ‘ইনস্ট্রুমেন্ট এবং রোবট যতই আসুক সার্জন ছাড়া অপারেশন সম্ভব নয়। তাহলে তো কম্পিউটার আসার পর মানুষের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যেতে পারত। এআই স্কুল-কলেজে এলেও শিক্ষকদের প্রয়োজন হচ্ছে, হবে। আমার মনে হয়, মানবসম্পদ অতুলনীয়। আরও উন্নত রোবট আসবে, নতুন নতুন প্রযুক্তি-মেশিন আসবে, কিন্তু সার্জনদের প্রয়োজন ফুরোবে না।’

সম্প্রতি মেডট্রনিকের হুগো রোবোটিক সহায়তাপ্রাপ্ত সার্জারি (র‍্যাস) সিস্টেম সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে, সম্প্রতি র‍্যাস ১৩৭টি ইউরোলজিক্যাল সার্জারি সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে প্রোস্টেট, কিডনি এবং মূত্রাশয়ের জটিল অপারেশনও ছিল। তবে, রোবোটিক ত্রুটির কারণে দুটো অস্ত্রোপচারের জন্য পুরোনো পদ্ধতিতে ফিরে যেতে হয়েছিল। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, হুগোর রোবট সার্জারিতে প্রাথমিকভাবে ৮৫ শতাংশ সফল হতে পারে বলে অনুমান করা হলেও বাস্তবে সাফল্য এসেছে ৯৮ শতাংশের বেশি। প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে এলন ওই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

যদিও উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের ইউরোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ বিশ্বজিৎ দত্তর যুক্তি, ‘রোবট অপারেশনকে আরও নিখুঁত করবে, সেটা নিশ্চিত। কারণ, একটা বয়সের পর চিকিৎসকদের হাত কাঁপা সহ নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। রোবটের ক্ষেত্রে তা হবে না। যন্ত্রমানব আদতে উন্নত চিকিৎসায় চিকিৎসকের সহযোগী হতে পারে।’ রোবটের দৌলতে অপারেশনে লোকবল কম লাগতে পারে, তাই বলে সার্জনদের পেছনে ফেলতে পারবে না বলে বিশ্বাস বিশ্বজিতের। তাঁর সঙ্গে একমত শহরের অপর বিশিষ্ট সার্জন ডাঃ শৈলজা গুপ্ত।

ইতিহাস পালটে দিতে মরিয়া

প্রথম পাতার পর

যাঁরা মনে করেছিলেন রাম মন্দির হয়ে যাওয়ার পর বিজেপি এবার হিন্দুবাদী ‘কারিয়াক্রমে’ ক্ষান্তি দেবে তাঁরা ডাহা ফেল। তাদের মাথা সতত সচল। মাথা খাটিয়ে নানারকম পন্থা খুঁজে বের করায় নাগপুরের জুড়ি মিলবে না। একটার পর একটা ইস্যু ঝুলি থেকে বেরোতে থেকেছে। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদ করা থেকে তিন তালাক, ওয়াকফ- বলতে গেলে এক হিন্দুরাষ্ট্র বাদে প্রায় সব অ্যাজেন্ডা পুরো হয়েছে। যখন এসব ভেবে মনে করা হচ্ছে অতঃকিম, তখনই আসছে অন্য কিছু।

এবার হিন্দুত্ব এসেছে সনাতনী চেহারায়। আদর্শ হিন্দু বাস করবেন হিন্দু নামের শহরে। মাছমাংস বর্জন করে হবেন শাকাহারি। মদ ছোঁবেন না। নিত্য গঙ্গাস্নান করবেন। যদি কখনও ভেবে থাকেন এইবার হিন্দুত্বের জিগিরে টান পড়তে চলেছে তাঁরা ভুল ভেবেছেন। একদিকে তাদের ‘এক’ তত্ত্ব -- এক দেশ, এক নির্বাচন, এক নেতা, এক ধর্ম, এক জীবনযাপন, অন্যদিকে দেশজুড়ে নাম বদলের হিড়িক। যেখানে যত মোগল আমলের শহরের নাম আছে সব বদলে দাও। মুসলিম নাম বদল করে ইতিহাসের শুদ্ধিকরণ চলছে। আগেই যোগীজির রাজ্যে এলাহাবাদ হয়েছে প্রয়াগরাজ, মুঘলসরাই হয়েছে দীনবন্ধু উপাধ্যায় স্টেশন, ফৈজাবাদ মুছে অযোধ্যা, মুস্তাফাবাদ হয়েছে রামপুর, গুরগাঁও গুরুগ্রাম। বিজেপি যেখানে ক্ষমতায় সেখানে একই কায়দা। তাদের মতে, এটা হিন্দুদের সাংস্কৃতিক অতীতকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা। জনগণ এটাই চাইছে।

তবে যোগীজির রাজ্যকে ছাপিয়ে গিয়েছে পুষ্কর সিং ধামির উত্তরাখণ্ড। সে রাজ্যে নাম বদলের হিড়িক অনেক বেশি। ইংরেজ নাম ম্যাকলয়েডগঞ্জ অবিকৃত রয়ে গেলেও রেহাই নেই মহম্মদপুরের। তার নতুন নাম হয়েছে গুরু গোবিন্দ সিং নগর। মহম্মদপুর জাট এখন মোহনপুর জাট। খানপুর কুরসালি হয়েছে আম্বেদকরনগর। ইদ্রিসপুর এখন নন্দপুর, খানপুর শ্রীকৃষ্ণপুর, আকবরপুর ফজলপুর এখন বিজয়নগর। নবাবি রোডের নাম বদলে অটল মার্গ, সুলতানপট্টিনগর পঞ্চায়েতের নতুন নাম কৌশল্যাপুরী। উত্তরাখণ্ডের চার জেলায় অন্তত পনেরো জায়গা বা রাস্তার নাম পালটে গিয়েছে। নাম বদলের উদ্যমে এখন গেরোয় পড়েছেন পুষ্কর।

উত্তরাখণ্ডের মিয়াওয়ালার নাম বদলাতে গিয়ে প্রবল বাধার মুখে পড়েছেন তিনি। নবাব, সুলতানের মতো মিয়াও মুসলিম বলে ধরে নিয়েছিল সে রাজ্যের প্রশাসন। সেখানকার রাজপুতরা বেজায় ক্ষুব্ধ। তাঁরা বলছেন, মিয়াওয়ালা মোটেই মুসলিম নাম নয়। রাজপুতদের উপাধি। গাড়োয়াল, কুমায়ুনের রাজারা মিয়াওয়ালা রাজপুতদের নিয়োগ করতেন কঠিন যুদ্ধ জেতার জন্য। তাঁরা হইচই বাধিয়েছেন। নাম বদল নতুন কিছু নয়। ক্যালকাটাকে কলকাতা, মনুমেন্টকে শহিদ মিনার, ধর্মতলা স্ট্রিটে লেনিন সরণি করা হয়েছে। বিস্তর রাস্তা, পার্কের নামও বদলানো হয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় এসে কলকাতা বন্দরের নাম দিয়েছে শ্যামাপ্রসাদের নামে, চাপা পড়ে গিয়েছে আগের সুভাষচন্দ্র বসুর নাম। তবে বেছে বেছে মোগল বা মুসলিম নামের শহরগঞ্জের নাম বদলানোর এই অভিযান একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন মেনেই। বিশদে বলা নিষ্প্রয়োজন।

যাঁরা ভেবেছিলেন বিজেপি ফুরিয়ে যাবে, তাদের কর্মসূচি একটা সময়ে ফুরিয়ে যাবে, তাঁরা ভুল বুঝেছেন। তাদের আইডিয়ায় টান পড়েনি। আর হাতের পাঁচ পহলগাম তো রইলই।

স্টার্ক-রাহুল 'কাঁটা' নিয়ে

নাইটদের আজ দিল্লি অভিযান

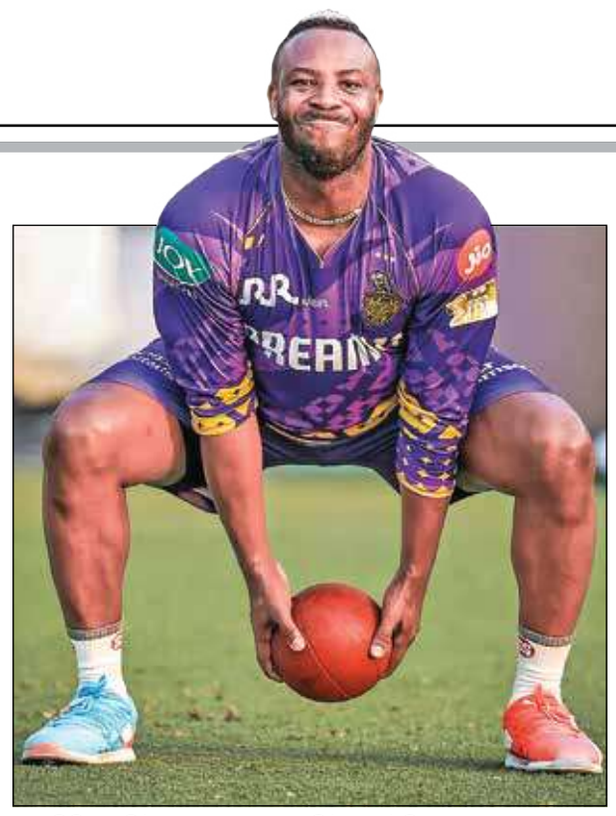

দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচের আগে ফিটনেস ট্রেনিংয়ে আন্দ্রে রাসেল। নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সোমবার।

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন। প্রায় ভেন্টিলেশনে ঢুকে গিয়েছে রোগী। এহেন রোগীর বাঁচার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

কিন্তু কথাতেই তো রয়েছে, আশায় বাঁচে চাষা। সেই 'চাষা' এখন আজিঙ্কা রাহানের কলকাতা নাইট রাইডার্স। চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে রাহানের দলের কিছুই ঠিকমতো চলছে না। সাজঘরের ক্রিকেটীয় পরিকল্পনা মাঠে কার্যকর হচ্ছে না। কখনও প্রকৃতির রোষেও পড়তে হচ্ছে। যার উদাহরণ, ঘরের মাঠে দিন দুয়েক আগে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ। যেখানে খেলা বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ার ফলে এক পয়েন্টেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় কেকেআর-কে। সঙ্গে দলের ব্যাটিংয়ের 'শনির' দশা কেটেছে কিনা, সেই প্রশ্নের জবাবও জানে না ক্রিকেটমহল।

এমন অবস্থার মধ্যে মঙ্গলবার রাজধানীর অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে কেকেআর। কালকের ম্যাচের আগে দুই দলের পরিস্থিতি, আবহ সম্পূর্ণ আলাদা। গত রাতে ঘরের মাঠে বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে হেরে গিয়েছেন অক্ষর প্যাটেলরা। সেই হারের 'খলনায়ক' হিসেবে সামনে এসেছে দিল্লি শিবিরে থাকা বাংলার দুই প্রতিনিধি অভিষেক পোড়েল ও মুকেশ কুমার। অভিষেক বাউন্ডারিতে ফিল্ডিংয়ের সময় ক্রুণাল পান্ডিয়ার সহজ ক্যাচ মিস করেছিলেন। আর ডেথ ওভারে নিয়মিতভাবে ফুলটস বোলিং করে বেঙ্গালুরুর জয় নিশ্চিত করে দেন দিল্লির মুকেশ। কেকেআরের বিরুদ্ধে স্টার্ক ছিলেন কেকেআরে। অদ্ভুতুড়ে কারণে স্টার্ককে রিটেইন করেনি নাইট কর্তৃপক্ষ। সেই স্টার্ককে আগামীকাল সামলাতে হবে রাহানে, ভেঙ্কটেশ আইয়ারদের। পারবেন ছন্দহীন নাইট ব্যাটাররা? আজ সন্ধ্যার দিকে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কেকেআরের জোরে বোলার হর্ষিত রানা খুব একটা ভরসা দিতে পারেননি। বলেছেন, 'দল হিসেবে খুব একটা ভালো জায়গায় নেই আমরা। এমন অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য জয় প্রয়োজন আমাদের। দেখা যাক আগামীকাল কী হয়।'

হর্ষিতের কথাতেই স্পষ্ট, নাইট শিবিরের আত্মবিশ্বাস তলানিতে। শুধু তাই নয়, শেষবার দল যখন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, সেই সময় মেন্টর গৌতম গম্ভীরের ভূমিকা ছিল বিশাল। গম্ভীর এখন টিম ইন্ডিয়ার হেডস্যর। ভারতীয় ক্রিকেট সংসারের বাইরে নাইটদের অন্দরে গম্ভীরকে এখন 'মিস' করছেন হর্ষিত। তাঁর কথায়, 'আমাদের দলে অনেক বদল হলেও কোচ ও সাপোর্ট স্টাফরা প্রায় একই রয়েছেন। অভিষেক নায়ারও ফিরে এসেছেন। শুধু গোতিভাই নেই। দলের অন্দরে ওঁর একটা প্রভাব ছিল। সেটা এবার নেই। যদিও এমন ভাবনাটা একেবারেই ব্যক্তিগত আমার। কিন্তু এটাই আমার বিশ্বাস।' গম্ভীরের অনুপস্থিতি নাইটদের অন্দরে যে প্রভাব ফেলেছে ভালোরকম, সেই কথা কারও অজানা নয়। হর্ষিত বিষয়টি নিয়ে আজ শুধু মুখ খুলেছেন। তাছাড়া হর্ষিত তাঁর ঘরের মাঠে (দিল্লির ছেলে হর্ষিত) খেলতে নামার আগে নাইটদের নয়া শুরুর বার্তাও দিয়েছেন আজ। কিন্তু সেই বার্তার পরও কোচ চান্দু স্যরের সঙ্গে মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো ক্রিকেট দর্শনের বিভাজন দলের অন্দরে বিস্তর সমস্যা তৈরি করে দিয়েছে। যার শেষটা কী হয়, সেটাই দেখার।

৯ ম্যাচে ৭ পয়েন্টে থাকা কেকেআর কীভাবে আগামীকাল নয়া শুরু করবে, সময়ই তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে কুলদীপ যাদবদের বিরুদ্ধে দলের ব্যাটিং অর্ডার থেকে শুরু করে কম্বিনেশন, সবকিছু নিয়েই প্রবল অস্বস্তিতে রয়েছেন রাহানেরা। কোচ পণ্ডিতের স্ট্র্যাটেজিরও সমালোচনা চলছে। সুনীল নারায়ণ, বরুণ চক্রবর্তীর রহস্য স্পিনে যে রোজ সাফল্য আসবে না, সেটাও প্রমাণিত। তাই 'মঙ্গলে শনির দশা' কেটে নাইটদের নতুন শুরু হয় কিনা, সেটাই এখন দেখার।

আইপিএলে আজ

দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নয়াদিল্লি

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

মুখোমুখি

ম্যাচ ৩৪
কলকাতা নাইট রাইডার্স ১৮
দিল্লি ক্যাপিটালস ১৫

একটি ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছিল

গম্ভীরকে 'মিস' করছেন হর্ষিত

ভারতের ওপর দোষ চাপাচ্ছেন আফ্রিদি

ইসলামাবাদ, ২৮ এপ্রিল : পহলগাম হত্যাকাণ্ডের জেরে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক তলানিতে। দুই দেশই এখন যুদ্ধং দেহি মনোভাব নিয়ে চলছে। এরমধ্যে পহলগাম হত্যাকাণ্ড নিয়ে মুখ খুলেছেন প্রাক্তন পাক তারকা শাহিদ আফ্রিদি। তিনি পরিষ্কার ভারতের ওপরে দোষ দিয়েছেন। এক সাক্ষাৎকারে আফ্রিদি বলেছেন, 'এক ঘণ্টা ধরে সন্ত্রাসবাদীরা পহলগামে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। আট লক্ষ ভারতীয় সেনার একজনকেও সেইসময় সেখানে দেখতে পাওয়া যায়নি। ভারত নিজেরাই নিজেদের লোককে হত্যা করেছে। পরে দোষটা পাকিস্তানের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে।' তিনি আরও বলেছেন, 'কোনও দেশ বা ধর্ম সন্ত্রাষবাদকে সমর্থন করে না। আমরা সবসময় শান্তি চাই। ইসলাম আমাদের শান্তির শিক্ষা দিয়েছে। আর পাকিস্তানও এই ধরনের কার্যকলাপকে সমর্থন করে না।'

এদিকে, পহলগাম হত্যাকাণ্ডের জেরে ১৬টি পাকিস্তানি চ্যানেলকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যারমধ্যে প্রাক্তন পাক তারকা শোয়েব আখতারের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলটিও রয়েছে।

পহলগাম হত্যাকাণ্ড

এক ঘণ্টা ধরে সন্ত্রাসবাদীরা পহলগামে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। আট লক্ষ ভারতীয় সেনার একজনকেও সেই সময় সেখানে দেখতে পাওয়া যায়নি। ভারত নিজেরাই নিজেদের লোককে হত্যা করেছে। পরে দোষটা পাকিস্তানের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে।

শাহিদ আফ্রিদি

খুচরো রানে ভরসা রেখেছিলাম : কোহলি

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : আইপিএল ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে টানা ছয়টি অ্যাওয়ে ম্যাচ জয়। ১০ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পৌঁছে প্লে-অফের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে যাওয়া। এবারের আইপিএলে রূপকথা লিখছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। তাদের এহেন রঙিন কাহিনীর অন্যতম লেখক বিরাট কোহলি। ১০ ম্যাচে হাফডজন অর্ধশতরানের সঙ্গে ৪৪৩ রান নিয়ে বর্তমানে কমলা টুপির মালিক তিনি। ছয়টির মধ্যে বিরাটের পাঁচটি হাফ সেঞ্চুরি এসেছে রানতাড়ায় নেমে।

রবিবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ২৬/৩ পরিস্থিতি থেকে নিজে অর্ধশতরান করার পাশাপাশি ক্রুণাল পান্ডিয়ার সঙ্গে ১১৯ রানের জুটিতে বৈতরণি পার করে দেন বিরাট। ম্যাচ শেষে ছোটবেলার কোচ রাজকুমার শর্মাকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নেন। ঘরের মাঠে জয়ের সঙ্গে দিল্লির বিরুদ্ধে বদলা নেওয়ার স্বস্তি নিয়ে বিরাট বলেছেন, 'পিচ ও পরিস্থিতির বিচারে দুর্দান্ত জয়। অন্য ম্যাচের চেয়ে এদিন পিচের চরিত্র একেবারে আলাদা ছিল। জানতাম বাউন্ডারি মারা কঠিন হবে। তাই সিঙ্গলস, ডাবলসে ভরসা রেখেছিলাম। যাতে রানতাড়ায় পিছিয়ে না পড়ি। মানুষ পার্টনারশিপের গুরুত্ব ভুলে যায়। কিন্তু আমরা পার্টনারশিপের মাধ্যমে বিপক্ষের উপর চাপ বজায় রাখতে চেয়েছিলাম।'

২০১৬ সালের পর আইপিএলে পঞ্চাশের গণ্ডি পার করলেন ক্রুণাল। হার্দিক পান্ডিয়ার দাদার প্রশংসা করে বিরাট বলেছেন, 'ক্রুণাল অসাধারণ খেলল। জানতাম ম্যাচে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা ওর রয়েছে। সেটা সঠিক সময়ে এল। রানতাড়ার সময় ক্রুণাল বলেছিল, সুযোগ পেলে ও বড় শট নেবে। যা আমার চাপ কমিয়ে দেয়।'

২০ বার ইংল্যান্ড সেরা হয়ে মাঠেই শ্যাম্পেন-স্নানে কোচ আর্নে স্লটকে ভেজালেন লিভারপুলের ভার্জিল ভ্যান ডায়েক-রায়ান গ্রাভেনবার্চরা।

ক্লপকে 'ধন্যবাদ' জানালেন স্লট

লিভারপুল, ২৮ এপ্রিল : গত বছরের জুন মাস। লিভারপুল কোচ হিসেবে নিজের বিদায়ি ম্যাচে পরবর্তী কোচ আর্নে স্লটের নামে স্লোগান দিয়েছিলেন জুরগেন ক্লপ। এবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জেতার পর পালটা সম্মান জানালেন বর্তমান লিভারপুল কোচ স্লট। টটেনহাম হটস্পার ম্যাচের পরেই তাঁর গলায় শোনা গেল জুরগেন ক্লপের জয়ধ্বনি।

এখানেই থেমে থাকেননি, ম্যাচের পর ক্লপকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন স্লট। তিনি বলেছেন, 'এই দলটা ক্লপের হাতে তৈরি। দলের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মানসিকতা তৈরি করে গিয়েছেন তিনি। এটা আমাকে খেতাব জিততে অনেক সাহায্য করেছে। তাই ক্লপকে ধন্যবাদ জানানোর দরকার ছিল।' ইপিএলে নিজের প্রথম মরশুমেই খেতাব জিতেছেন স্লট। ইপিএলের ইতিহাসে তিনিই পঞ্চম কোচ হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

'রেডস' কোচ হিসেবে নিজের প্রথম শিরোপা জেতার পর উচ্ছ্বসিত স্লট বলেছেন, 'আমি প্রচণ্ড খুশি। লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য এই মরশুমে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছি। তারই ফল পেয়েছি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অনুভূতিটাই আলাদা। কয়েক বছর আগে আমি স্বপ্ন দেখতাম, একদিন লিভারপুলের কোচ হব। যখন দায়িত্ব পেয়েছিলাম, তখন নিজেকে গর্বিত মনে হয়েছিল। আর এখন এই ক্লাবের ইতিহাসের একটা অংশ হয়ে গিয়েছি।'

লিভারপুলে আসার পর এটাই মিশরীয় তারকা মহম্মদ সালাহর দ্বিতীয় লিগ খেতাব। প্রথমবার জিতেছিলেন ২০২০ সালে। তখন করোনার জন্য সমর্থকদের সঙ্গে উৎসব করতে পারেননি তিনি। তবে এবারের লিগ জয়কে স্পেশাল মনে করছেন মিশরীয় তারকা। সালাহ বলেছেন, 'এইবারের খেতাব জয়টা গতবারের থেকেও বেশি আনন্দের। এই অনুভূতিটা শুধু আমার একার নয়, সমর্থকদেরও।'

ম্যাচ বেড়ে ৯৪ হওয়ার ইঙ্গিত ধুমলের

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি এখনও। বড় অঘটন না হলে ২০২৮ সালের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে দলের সংখ্যা না বাড়লেও ম্যাচের সংখ্যা বাড়তে চলেছে। ৭৪ থেকে বেড়ে মোট ম্যাচের সংখ্যা ৯৪ হতে পারে বলে খবর। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের প্রধান অরুণ সিং ধুমল আজ এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'বিসিসিআইয়ের অন্দরে আমরা এই ব্যাপারে কথা বলেছি। আইসিসি-র সঙ্গেও কথা চলছে। হয়তো এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে ২০২৮ সালের আইপিএল থেকে ম্যাচের সংখ্যা বেড়ে ৯৪ হতেই পারে।' ম্যাচের সংখ্যা বাড়লেও দলের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে না।

২০২২ সাল থেকে আইপিএল দশ দলের। মাঝে কয়েক বছর পার। সময়ের সঙ্গে দশ দলের আইপিএল আরও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কিন্তু দশ দলের প্রতিযোগিতায় ম্যাচের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি উঠছিল শুরু থেকেই। না হলে হোম-অ্যাওয়ে ভিত্তিতে সব দল একে অপরের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছিল না।

আইপিএল ২০২৮

জয়ী বলরাম, স্যাফায়ার্স

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : জলপাইগুড়ি ক্রিকেট লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের জলপাইগুড়ি প্রিমিয়ার লিগে সোমবার বৃষ্টিভেজা ম্যাচে বিএসকে বলরাম ১ রানে সৃজন জলপাইগুড়ি ওয়ারিয়র্সকে হারিয়েছে। জেওয়াইএমএ মাঠে বলরাম প্রথমে ১২ ওভারে ৭ উইকেটে ৯২ রান তোলে। সমর রায় ৪২ রান করেন। রঞ্জিত কুমার ৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ওয়ারিয়র্স ১২ ওভারে ৯ উইকেটে ৯১ রানে থামে। রঞ্জিত ৩৬ রান করেন। গোকুল রায় ৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

অন্য ম্যাচে মেটেলি ব্লু স্যাফায়ার্স ৮ উইকেটে এজিসিটি একাদশের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে এজিসিটি ৬১ রানে গুটিয়ে যায়। দিগন্ত খান ১৫ রান করেন। সন্দীপ পোদ্দার ১৯ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে স্যাফায়ার্স ২ উইকেটে ৬২ রান তুলে নেয়। আদিত্য শর্মা ২৬ রান করেন।

জয়ী মহাকাল, এমজি

মালবাজার, ২৮ এপ্রিল : ইয়ং বয়েজ ক্লাবের এপিএল ক্রিকেটে সোমবার মহাকাল ৬ উইকেটে এওয়াইবি দলকে হারিয়েছে। প্রথমে এওয়াইবি ১০ ওভারে ৯ উইকেটে ৭৭ রান তোলে। জবাবে মহাকাল ৯ ওভারে ৪ উইকেটে ৭৮ রান তুলে নেয়। ২৮ রান করেন ম্যাচের সেরা পরিতোষ রায়।

অন্য ম্যাচে এমজি কিং ৮ রানে টুনবাড়ি দলের বিরুদ্ধে জয় পায়। এমজি প্রথমে ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ৬২ রান তোলে। জবাবে টুনবাড়ি ৫৪ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা অসিত কুজুর পেয়েছেন ৩ উইকেট।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে সর্বাধিক উইকেট সংখ্যায় লাসিথ মালিঙ্গাকে পেরোনোর পর সাজঘরে আদর্শের সঙ্গে জসপ্রীত বুমরাহ।

মালিঙ্গা এখনও আমার চেয়ে ভালো : বুমরাহ

মুম্বই, ২৮ এপ্রিল : ২০১৪ সালে বিরাট কোহলিকে এলবিডব্লিউ করে শুরু। মাঝের সময়ে শুধু আইপিএল বা ভারত নয়, ক্রিকেটেরই মহার্ঘ সম্পত্তি হয়ে উঠেছেন জসপ্রীত বুমরাহ। রবিবার শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন তারকা লাসিথ মালিঙ্গাকে টপকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে সর্বাধিক ১৭৪ উইকেটের মালিক হয়ে যান তিনি। নতুন কীর্তি গড়েও প্রাক্তন সতীর্থ ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বর্তমান বোলিং কোচ মালিঙ্গাকে নিজের চেয়ে ভালো মানছেন বুমরাহ।

লখনউ সুপার জায়েন্টসকে হারিয়ে আইপিএলের প্রথম দল হিসেবে ১৫০ ম্যাচ জয়ের রেকর্ড গড়েছে মুম্বই। এবারের লিগে টানা পাঁচ জয়ে প্লে-অফের স্বপ্নকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে তারা। রবিবার ম্যাচ জেতানো পারফরমেন্সের জন্য ড্রেসিংরুমে বুমরাহকে সেরা বোলারের পুরস্কার দেন ট্রেন্ট বোল্ট। বুমরাহকে জড়িয়ে ধরেন মালিঙ্গাও। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তরফে যে ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। আলিঙ্গনের মাঝে বুমরাহ বলেছেন, 'মালিঙ্গা এখনও আমার চেয়ে ভালো।' যা শুনে মালিঙ্গা বলেছেন, 'বুমরাহই বিশ্বের সেরা।'

এদিকে, সমালোচকদের একহাত নিলেন বুমরাহর স্ত্রী সঞ্জনা গণেশন। লখনউয়ের বিরুদ্ধে বুমরাহ উইকেট নেওয়ার পরেই গ্যালারিতে বসে থাকা সঞ্জনা ও তাঁর ছেলে অঙ্গদের দিকে ক্যামেরা তাক করে। সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গদের দুই হাত উপরে তুলে ধরেন সঞ্জনা। এই ঘটনার পর অঙ্গদকে নিয়ে অনেকে মশকরা করেন। যার জবাবে সঞ্জনা লিখেছেন, 'আমাদের ছেলে আপনাদের বিনোদনের বিষয় নয়। আমি ও জসপ্রীত অঙ্গদকে সমাজমাধ্যম থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করি। আমি জানি ক্যামেরাভর্তি একটা স্টেডিয়ামে একটা বাচ্চাকে নিয়ে যাওয়ার ফল কী হতে পারে। কিন্তু সকলকে বুঝতে হবে যে আমি আর অঙ্গদ শুধুমাত্র জসপ্রীতকে সমর্থন করতেই স্টেডিয়ামে যাই।'

নিজের ফর্ম নিয়ে ভাবছেন না ঋষভ

মুম্বই, ২৮ এপ্রিল : ৯ ম্যাচে ১১০ রান। গড় মাত্র ১২.২২। স্ট্রাইক রেট ৯৮.২১। আইপিএল ইতিহাসে সবচেয়ে দামি (২৭ কোটি) ক্রিকেটার ঋষভ পন্থের চলতি মরশুমে ব্যক্তিগত পারফরমেন্স এটাই।

প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে চেকের বড় অঙ্কই কি চাপে ফেলেছে ঋষভকে? লখনউ সুপার জায়েন্টস অধিনায়ক অবশ্য ব্যক্তিগত পারফরমেন্স নিয়ে কাটাছেঁড়া ভালো চোখে দেখছেন না। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচের পর বলেছেন, 'দল যখন ভালো খেলছে না তখন সেটা নিয়েই ভাবনাচিন্তা করা উচিত। কারণ শেষপর্যন্ত ক্রিকেট দলগত খেলা। হ্যাঁ, একজন ক্রিকেটার ফারাক গড়তে পারে। তবে আমার মনে হয় না বারবার একজনের ওপর প্রশ্ন তোলা ঠিক হবে।'

তবে সময় যে খারাপ তা মানছেন ঋষভ, 'ফর্ম নিয়ে খুব বেশি ভাবছি না। কারণ কোনওকিছুই যখন ঠিক যায় না, তখন নিজের মধ্যেই নিজেকে নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। যেটা আপনি করতে চাইবেন না।'

মুম্বই ম্যাচে হারের সঙ্গে গোদের উপর বিষফোড়া হিসেবে ঋষভের চিন্তা বাড়িয়েছে মন্থর ওভার রেট। তাঁকে দিতে হবে ২৪ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ। তবে খারাপ সময়ে ঋষভ পাশে পেয়েছেন মেন্টর জাহির খানকে, 'ও দলের নেতা। তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমি নিশ্চিত ব্যাটিংয়ে দল ওর থেকে যে নির্ভরতা চাইছে তা দ্রুত পাওয়া যাবে।'

টানা দুই ম্যাচে দুই অঙ্কের রান পাননি ঋষভ পন্থ। এবারের আইপিএলে ৯ ম্যাচে করেছেন ১১০ রান।

মেন্টর এনরিকের সামনে আজ আর্তেতা

লন্ডন, ২৮ এপ্রিল : চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ার্টার্লি ফাইনালে জয়। তাও 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রাজা' রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে। আর্সেনাল খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে।

মঙ্গলবার ভারতীয় সময় রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালের প্রথম লেগে প্যারিস সাঁ জাঁ-র বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে খেলতে নামছে মিকেল আর্তেতার ছেলেরা। ক্লাবের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত ইউরোপ সেরার স্বাদ পায়নি আর্সেনাল। এবার কিন্তু সেই সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে রিয়ালকে হারানোর পর আলাদা আত্মবিশ্বাস নিয়েই মাঠে নামবে ডেকলান রাইসরা।

তবে প্রতিপক্ষের নাম পিএসজি। যার কোচ আর্তেতারই মেন্টর লুইস এনরিকে। এনরিকের অধীনে তারাও খেতাবের লক্ষ্যে দৌড়াচ্ছে। কয়েক বছর আগে ফাইনালে উঠেও শেষরক্ষা হয়নি ফরাসি ক্লাবটির। এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউটে বর্তমান ইপিএল জয়ী লিভারপুল এবং অ্যাস্টন ভিলাকে হারিয়ে শেষ চারে উঠেছে এনরিকের দল। সেমিফাইনালে আরেক ইংলিশ জায়েন্টদের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে আত্মবিশ্বাসী তারাও। বিশেষ করে দলে যখন বড় কোনও চোট-আঘাতের সমস্যা নেই। পূর্ণশক্তির দল নিয়েই লন্ডনের মাটিতে পা রেখেছে ফরাসি ক্লাবটি।

এদিকে রিয়ালকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসী হলেও দলে চোট-আঘাতের সমস্যা রয়েছে আর্সেনালের। এমনিতেই লম্বা সময়ের জন্য মাঠের বাইরে রয়েছেন গ্যাব্রিয়েল জেসুস, কাই হাভার্জের মতো তারকারা। নির্ভরযোগ্য মিডিও জর্জিনহোকেও পাবেন না মিকেল আর্তেতা। এছাড়াও সাসপেনশন থাকায় এই ম্যাচে নেই থমাস পার্টি। এছাড়াও বেন হোয়াইটের খেলা নিয়েও সংশয় রয়েছে। এতকিছুর পরেও ঘরের মাঠে জয় পেতে মরিয়া মিকেল আর্তেতার দল। রিয়ালের বিরুদ্ধে 'বেন্ড ইট লাইক ডেকলান' এর সৌজন্যে কোয়ার্টার্লি ফাইনালের প্রথম লেগে দাপুটে জয় পেয়েছিল আর্সেনাল। এই ম্যাচেও ডেকলান জাদু দেখার অপেক্ষায় আর্সেনাল সমর্থকরা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

আর্সেনাল বনাম প্যারিস সাঁ জাঁ

সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট
স্থান : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

বিরোধীগোষ্ঠীর প্রচারে নামতে চলেছেন টুটু বসু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : মোহনবাগান ক্লাবের নির্বাচনি প্রচারে সরাসরি অংশ নিতে সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা স্বপনসাধন বসুর (টুটু)।

ক্রমশ চড়ছে সবুজ-মেরুনের পারদ। বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর সচিব দেবাশিস দত্ত ও বিরোধীপক্ষ অর্থাৎ প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বসুর কেউই যে এবার বিনা যুদ্ধে ক্লাবের জমি ছাড়তে রাজি নন, তা ক্রমশ পরিষ্কার হচ্ছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত সদস্যপদ নবীকরণ প্রক্রিয়া জারি রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন পরিচালন কমিটি। তবে তার জন্য বসে না থেকে ইতিমধ্যেই প্রচারের কাজ শুরু করে দিয়েছেন দেবাশিস ও সৃঞ্জয় গোষ্ঠী। প্রায় প্রতিদিনই মোহনবাগান সদস্য অধ্যুষিত অঞ্চলে দুই পক্ষই সভা করে চলেছে। শুধু তাই নয়, ক্লাবের নেতৃত্ব স্থানীয়দের বাদ দিলে অনুগামীদের দলবদলও চলছে পাল্লা দিয়ে। আজ এই পক্ষের সভায় যোগ দিয়েই অন্যপক্ষের দিকে চলে যেতে দেখা যাচ্ছে বহু অনুগামীকে। যা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমেও চলছে চাপানউতোর ও একে অন্যকে দোষারোপ।

মোহনবাগান-সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা

এসবের মধ্যেই 'কাহানি মে টুইস্ট'-এর মতো উঁচুতলাতেও হঠাৎই যেন সুর-তাল কাটা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে বসু পরিবারের অন্দরের ভাঙন প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। সৃঞ্জয়ের ছোট ভাই সৌমিক বসু বর্তমান কমিটিতে শুরু থেকেই আছেন। এবার সৌমিক প্রচার শুরু করেন দেবাশিস গোষ্ঠীর হয়ে। এমনকি একদিন আগে এরকমই এক সভায়, তিনি এই বর্তমান কমিটির সাফল্যের কথা তুলে ধরে কেন এই কমিটিরই ফের ক্ষমতায় থাকা উচিত সেকথাও বলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই সম্ভবত টুটু বসুর এই পদত্যাগ এবং সরাসরি নির্বাচনি প্রচারে নামার সিদ্ধান্ত বলে অভিজ্ঞমহল মনে করছে। এদিন ক্লাব সচিব ও কমিটির সদস্যদের পাঠানো এক চিঠিতে তিনি লেখেন, 'আমরা সবাই জানি যে মোহনবাগান ক্লাবে নির্বাচন আসন্ন... এই আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে আমি একটা সিদ্ধান্ত নিতে চাই... মোহনবাগান ক্লাব আমার কাছে মাতৃসম... মোহনবাগান চিরকাল আমার হৃদয়ের বাঁদিকে ছিল, আছে, থাকবে। আমি এতদিন একনিষ্ঠ সেবায়েতের মতো ক্লাবের নিত্যপুজো করেছি... ক্লাবের নির্বাচন যেহেতু দোরগোড়ায় তাই সদস্যদের উদ্দেশ্যে আমারও কিছু বলা দরকার। কারণ কোন কমিটি আসবে, তাতে কারা থাকবেন, তা ঠিক করবেন সদস্যরা। কিন্তু সভাপতির চেয়ারে বসে থেকে সেই কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। আসলে সভাপতির চেয়ার থেকে কোনও এক পক্ষের প্রচার করা উচিত নয়... তাই ঠিক করেছি, মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেব আমি। আপনাদের কাছে অনুরোধ, দয়া করে আমার ইস্তফাপত্র গ্রহণ করবেন। যাতে আমার মন যা বলছে তা আমি নির্দ্বিধায় আমার প্রিয় সদস্যদের বলতে পারি।'

তাঁর এই চিঠির পরেই বিরোধী গোষ্ঠীতে উল্লাস চোখে পড়েছে। সৃঞ্জয় এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'টুটু বসু আমাদের হয়ে যদি প্রচারে নামেন, সেটা অবশ্যই আমাদের সৌভাগ্য।' তবে তিনি সৌমিক-প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাননি। দেবাশিস দত্তর বক্তব্য জানা যায়নি কারণ তিনি ফোন ধরেননি। টুটু বসুর বক্তব্যেই পরিষ্কার তিনি সৃঞ্জয় গোষ্ঠীর হয়ে সরাসরি প্রচারে নামতে চলেছেন। এদিনের এই পদত্যাগপত্র বিরোধী গোষ্ঠীর মাস্টারস্ট্রোক বলে মনে করা হচ্ছে।

> ঠিক করেছি, মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেব আমি। আপনাদের কাছে অনুরোধ, দয়া করে আমার ইস্তফাপত্র গ্রহণ করবেন। যাতে আমার মন যা বলছে তা আমি নির্দ্বিধায় আমার প্রিয় সদস্যদের বলতে পারি।
>
> -টুটু বসু

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

Dear Arjun / Daidu : Many Happy Returns of the Day. God Bless You. Deb Roy / Dutta Family.

রিও-র (তনিষ্ক) : শুভ জন্মদিনে অনেক আদর ও আশীর্বাদ রইল। -বাবা ও মুনামুনা।

বিবাহবার্ষিকী

সুবোধ পাল (৮৯) ও প্রতিমা পাল (৮২) : তোমাদের ৬৫তম বিবাহবার্ষিকীতে বসিরহাট সুভাষপল্লির পাল পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। বিকাশ পাল ও প্রকাশ পাল (পুত্র), কণা পাল ও সীমা পাল (কন্যা), মানষী পাল, মনীষা পাল (পুত্রবধূ), রাজদীপ, সৈকত, শুভদীপ, অনির্বাণ (নাতি), বাসন্তী, বাবলি (নাতবৌ), মৌমিতা, মধুমিতা, ইস্পিতা, বিদিশা, দীপশিখা, বিদীপ্তা (নাতনি)।

বিস্ময় বৈভব

গুজরাট টাইটান্স-২০৯/৪
রাজস্থান রয়্যালস-২১২/২ (১৫.৫ ওভারে)

জয়পুর, ২৮ এপ্রিল : ভারতীয় ক্রিকেট প্রতিভার খনি। আইপিএল ক্রিকেটার তৈরির কারখানা। কথাটা এখন বিদেশিরাও মেনে নেন। সোমবার বিহারের কিশোর বৈভব সূর্যবংশীর ৩৮ বলে ১০১ রানের ইনিংস দেখার পর তাঁদের অন্য কোনও পথও নেই। সঞ্জু স্যামসন চোট পাওয়ার পর রাজস্থান রয়্যালস একাদশে সুযোগ পেয়ে প্রথম দুই ম্যাচে ৩৪ ও ১৬ রানের ইনিংসে ট্রেলার দেখিয়েছিলেন বৈভব। আজ পুরো সিনেমাটা দেখিয়ে ১৪ বছর ৩২ দিন বয়সে শতরান করে তিনি আইপিএলে নজির গড়লেন। টি২০ ক্রিকেটেও যা রেকর্ড। এদিন বৈভব নিজের খেলা দ্বিতীয় বলটাতেই মহম্মদ সিরাজকে বিশাল ছক্কা হাঁকান। তিন অঙ্কের রানে তাঁর পা দেওয়া রশিদ খানকে ওভার বাউন্ডারি মেরে। যার সুবাদে ৩৫ বলে শতরানে পা রাখেন বৈভব। যা আইপিএলে দ্বিতীয় দ্রুততম তিন অঙ্কের রান। বৈভবের ব্যাটিংয়ের সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হল তাঁর মারা শটের তীব্রতা। এভাবেই এদিন শতরানের পথে তিনি ১১টি ছক্কা ও ৭টি বাউন্ডারি মেরে ৯৪ রান তুলেছেন। তবে তারপরও তাঁর খিদে কমেনি। প্রসিধ কৃষ্ণার বলে আউট হওয়ার পরও এদিন তিনি ফিরলেন মুখ অন্ধকার করেই।

১৪ বছর ৩২ দিন বয়সে শতরান করে বৈভব সূর্যবংশী।

টিনএজারের দাপটে পাঁচ ম্যাচ পরে জয় রাজস্থানের

> আইপিএল শুরুর আগে থেকে পরিশ্রম করছি। নিজের অনুশীলনে বিশ্বাস রাখি। মাঠে গিয়ে কাউকে ভয় পাইনা। খুব একটা ভাবিও না। শুধু নিজের খেলায় ফোকাস রাখতে পছন্দ করি। যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ব্যাটিং উপভোগ করেছি। ও সবসময় পজিটিভ থাকার পরামর্শ দেয়।
>
> **বৈভব সূর্যবংশী**

যদিও তাঁর শতরান আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছে রাজস্থানের কোচ রাহুল দ্রাবিড়কে। শতরানে পৌঁছাতে রশিদকে মারা বৈভবের ছক্কায় যেভাবে তিনি হুইলচেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন তাতে আবার তাঁকে না চিকিৎসকের কাছে ছুটতে হয়! গত বছর টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের ট্রফি পাওয়ার পর ছাড়া আর কখনও কি দ্রাবিড়কে এভাবে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে ভাসতে দেখা গিয়েছে? বৈভব বিস্ময়ের তাৎপর্য এখানেই।

সূর্যবংশীর আগুনে পুড়ে খাক হওয়ার আগে শুভমান গিল-বি সাই সুদর্শনের দৃষ্টিনন্দন ব্যাটিং দর্শকদের মন ভরিয়েছিল। এবারের গুজরাট টাইটান্সের মূল চালিকাশক্তি তাদের ব্যাটিংয়ের টপ থ্রি। গত আটটি ম্যাচে গুজরাটের প্রথম তিন ব্যাটারের মধ্যে কেউ একজন অর্ধশতরান করেছেন। এদিন সেই ধারা বজায় রাখলেন শুভমান (৫০ বলে ৮৪)। তাঁকে সংগত দিলেন দ্বিতীয় ওভারে জীবনদান পাওয়া সুদর্শন (৩৯)। তাঁদের ৯৩ রানের পার্টনারশিপ গুজরাটের বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়।

২৯ বলে অর্ধশতরান করা শুভমান পাঁচটি চার ও চারটি ছয়ে মুগ্ধতা ছড়ালেন। এমন কিছু শট খেললেন যা উঠতি ক্রিকেটারদের জন্য আদর্শ টিউটোরিয়াল হতে পারে। সুদর্শন ফেরার পর জস বাটলারকে (২৬ বলে অপরাজিত ৫০) নিয়ে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান শুভমান। তাঁদের ৭৪ রানের জুটিতে গুজরাটের অন্তত ২২৫ স্কোর নিশ্চিত দেখাচ্ছিল। এবার গুজরাট প্রথমে ব্যাটিং করলে শেষদিকে গিয়ে মন্থর হয়ে পড়ছে। এদিনও তারা একই সমস্যায় ভুগল। শেষপর্যন্ত গুজরাট থামে ২০৯/৪ স্কোরে।

রাজস্থান রানতাড়ায় নামার পর তাদের সেই আফসোস বাড়িয়ে দেন সূর্যবংশী। যশস্বী জয়সওয়ালের (৪০ বলে অপরাজিত ৭০) সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে ১৬৬ রান তুলে রাজস্থানের জয় নিশ্চিত করে দেন তিনি। যার ওপরে দাঁড়িয়ে ১৫.৫ ওভারে ২ উইকেটে ২১২ রান তুলে মরুভূমির দল ৫ ম্যাচ পর জয়ের সরণিতে ফিরল।

বোলার নয়, বল দেখে খেলি বলছেন সূর্যবংশী

জয়পুর, ২৮ এপ্রিল : আইপিএল কেরিয়ার শুরুই করেছিলেন আবেশ খানকে ছক্কা মেরে। বোঝা গিয়েছিল, বাচ্চা ছেলেটার মধ্যে দম আছে। কিন্তু সোমবার জয়পুরের সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে বৈভব সূর্যবংশী যা করে দেখালেন, তারপর বলতেই হচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন তারকার জন্ম হল। এদিনও নিজের খেলা দ্বিতীয় বলকে গ্যালারিতে ফেললেন টিনএজার বৈভব। বাকি সময়টায় বৈভব বিস্ময়ে মন্ত্রমুগ্ধ হল ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ।

১৪ বছর ৩২ দিন বয়সে টি২০-তে কনিষ্ঠতম শতরান করলেন। ৩৮ বলে ১০১ রানে বিধ্বংসী ইনিংসে গড়লেন একঝাঁক রেকর্ড। টানা পাঁচ ম্যাচ হেরে ধুঁকতে থাকা রাজস্থান রয়্যালসকে জয়ের সঞ্জীবনী সুধা এনে দেওয়ার কারিগর 'কিশোর' বৈভব। যার ফলে ম্যাচের সেরার পুরস্কারের জন্য বৈভব ছাড়া দ্বিতীয় কারও নাম ভাবার দরকার পড়েনি।

মাঠে ১১টি ছক্কা ও সাতটি চারে টাইটান্সের বোলারদের ধুয়ে দিলেও ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিতে এসে বৈভবের গলায় কৈশোরের সারল্য ঝরে পড়ল। ভুবনভোলানো হাসি নিয়ে বৈভব বলেছেন, 'দুর্দান্ত অনুভূতি। আইপিএল কেরিয়ারে এটা আমার প্রথম শতরান। সেটাও মাত্র তৃতীয় ইনিংস খেলেই। আইপিএলে শতরান করা স্বপ্ন ছিল। আজ পূরণ হল। আমি বোলার নয়, বল দেখে খেলি। আইপিএল শুরুর আগে থেকে পরিশ্রম করছি। নিজের অনুশীলনে বিশ্বাস রাখি। মাঠে গিয়ে কাউকে ভয় পাইনা। খুব একটা ভাবিও না। শুধু নিজের খেলায় ফোকাস রাখতে পছন্দ করি। যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ব্যাটিং উপভোগ করেছি। ও সবসময় পজিটিভ থাকার পরামর্শ দেয়।'

তরুণ বৈভব প্রসঙ্গে যশস্বী বলেছেন, 'আমার দেখা অন্যতম সেরা ইনিংস। আশা করি, বৈভব দলের জন্য এভাবেই পারফর্ম করবে। অসাধারণ কিছু শট খেলল বৈভব।' গুজরাট অধিনায়ক শুভমান গিলের কথায়, 'বৈভব পাওয়ার প্লে-তে ম্যাচ আমাদের হাতের বাইরে নিয়ে যায়। দিনটা বৈভবের ছিল। কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয় ওর জন্য।'

মহম্মদ রিহান আনসারি।

রুপো রিহানের

মালবাজার, ২৮ এপ্রিল : কলকাতায় রাজ্য কুস্তিতে রুপো জিতল ডামডিমের মহম্মদ রিহান আনসারি। সে ওদলাবাড়ি আদর্শ হিন্দি স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। ওদলাবাড়ি বডি ক্রাফট জিমে প্রশিক্ষণ নেয় রিহান।

জিতল এফইউসি

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : জেওয়াইসিসি-র অলোক মুখোপাধ্যায় ও দীপক মুখোপাধ্যায় ট্রফি আন্তঃক্লাব ফুটবলে সোমবার এফইউসি টাইব্রেকারে ৩-০ গোলে টাউন ক্লাবকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। গোল করেন টাউনের দিলীপ সোরেন ও এফইউসি-র অনুশীলন ছেত্রী। ম্যাচের সেরা এফইউসি-র গোলরক্ষক রাহুল রায়।

নামলেন সূর্যনগর ফ্রেন্ডসের সঙ্গে অনুশীলনে

হায়দরাবাদে থাকছেন মনোজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : আইএসএলের পর সুপার কাপও ভালো যায়নি হায়দরাবাদ এফসি-র। হতাশা নিয়ে তিনদিন আগে রাজগঞ্জের বাড়িতে ফিরেছেন মনোজ মহম্মদ। তারপরই আগামী মরশুমের লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবলার মনোজ। বলেছেন, 'আমার কাছে জামশেদপুর এফসি, চেন্নাইয়ান এফসি-র প্রস্তাব ছিল। কিন্তু ২০২৭ সাল পর্যন্ত হায়দরাবাদ এফসি-র সঙ্গে চুক্তি থাকায় ওদের সঙ্গেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। চেষ্টা করব এবারের ব্যর্থতা পুষিয়ে দেওয়ার।'

মনোজের হাতে এখন লম্বা ছুটি। তিনি বলেছেন, 'দেড় মাস ছুটি পেয়েছি ক্লাব থেকে। হায়দরাবাদ এফসি থেকে জানানো হয়েছে, ডুরান্ড কাপের আগে প্রস্তুতি শুরু হবে। তার আগে ক্লাব থেকে ডেকে নেওয়া হবে।' ছুটিতে বসে না থেকে রবিবার থেকেই মনোজ রাজগঞ্জের এমএন হাইস্কুলের মাঠে নেমে পড়েছেন। তাঁর বেশ কিছু বন্ধু শিলিগুড়িতে সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগের লক্ষ্যে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের হয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাঁদের সঙ্গেই যোগ দিয়েছেন তিনিও। বলেছেন, 'ওই দলে বেশ কিছু ভালো ফুটবলার রয়েছে। ওদের সঙ্গে প্র্যাকটিস করে শুধু ফিট থাকা নয়, আমিও মজা পাচ্ছি। কথা দিয়েছি, ছুটিতে ওদের সঙ্গে প্র্যাকটিস করব। ফ্রেন্ডসের অধিনায়ক প্রদীপ রায়কে সুপার ডিভিশনের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছি।'

সংবর্ধনায় আপ্লুত মনোজ মহম্মদ।

মনোজকে তাদের অনুশীলনে স্বাগত জানিয়ে ফ্রেন্ডসের তরফে সোমবার সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। ফ্রেন্ডসের সচিব মদন ভট্টাচার্য বলেছেন, 'মনোজের মতো দেশে সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলা চালিয়ে যাওয়া ফুটবলারের সঙ্গে অনুশীলনের সুযোগ পেয়ে আমাদের ছেলেরাও খুশি। আশা করছি, ওর থেকে পাওয়া পরামর্শে উপকৃত হয়ে প্রদীপরা সুপার ডিভিশনে ভালো পারফরমেন্স করবে।'

স্মরণে

স্বর্গীয়া নমিতা রায়
যাওয়া 29/4/2021
মা, যেখানেই আছো ভালো থেকো,
আমাদের আশীর্বাদ করো,
তোমার মনা, বাবু, সলিল